উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

শিলিগুড়ি ২১ আষাঢ় ১৪৩১ শনিবার ৫.০০ টাকা 6 July 2024 Saturday 16 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 45 Issue No. 49

জার্মানির ছুটি করে দিল স্পেন

ষোলোর পাতায়

পেনাল্টি মিস মেসির, জিতল আর্জেন্টিনা

চোদ্দোর পাতায়

জালে আরও রাঘববোয়াল

অপারেশন বুলস আই

দেবাশিস প্রামাণিকের পর গৌতম গোস্বামী। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি দখল কাণ্ডে গ্রেপ্তার ব্লকের দুই শীর্ষ নেতা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের একাধিক কাউন্সিলারের বিরুদ্ধেও জমি দখলের অভিযোগ সামনে আসছে। তাঁদের ভবিষ্যৎ কী, প্রশ্ন উঠছে তৃণমূলের অন্দরেই।

জমি কাণ্ডে গ্রেপ্তার ফেরার তৃণমূল নেতা

খোকন সাহা ও মিঠুন ভট্টাচার্য

বাগডোগরা ও শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : জমি দখলের অভিযোগ দায়ের হতেই পালিয়ে গিয়েছিলেন শিলিগুড়ি থেকে। অবশেষে পুলিশের জালে ধরা দিলেন এসজেডিএ'র প্রাক্তন বোর্ড সদস্য তথা তৃণমূল কংগ্রেসের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের সহ সভাপতি গৌতম গোস্বামী। বৃহস্পতিবার রাত থেকে চলা নাটকীয় অধ্যায় শেষ করে শুক্রবার বিকেল ৪টে নাগাদ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তাঁকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। এরপর তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় মাটিগাড়া থানায়।

বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের নানা প্রশ্নের উত্তরে গৌতম বলেন, 'আমি আত্মসমর্পণ করেছি। মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি আমার সম্পূর্ণ আস্থা রয়েছে।'

পুলিশ সূত্রে খবর, রাতে মাটিগাড়া থানাতেই তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। সেখান থেকে শনিবার তাঁকে জলপাইগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়া হবে। শিলিগুড়ি পুলিশ কমিশনার সি সুধাকর বলছেন, 'এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, তদন্ত চলছে।'

দেবাশিস প্রামাণিকের পর এবার গৌতম গোস্বামী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কড়া হুঁশিয়ারির পর গ্রেপ্তার হলেন গৌতম দেব ঘনিষ্ঠ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লকের তৃণমূলের দুই শীর্ষ নেতা। সাহুডাঙ্গির জলডুমুর এলাকার বাসিন্দা জুলাপি রায়ের অভিযোগের ভিত্তিতেই দুজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুই নেতা গ্রেপ্তার হওয়ার পর স্বাভাবিকভাবেই চর্চা শুরু হয়েছে তৃণমূলের অন্দরে। তৃণমূলের জলপাইগুড়ি জেলা সভানেত্রী মহুয়া গোপকে ফোন করা হলে তিনি উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেছেন, 'মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশমতো পুলিশ প্রশাসন কাজ করছে। এনিয়ে আমার কোনও বক্তব্য থাকতে পারে না।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির প্রাক্তন বিধায়ক গৌতম দেব বলছেন, 'নিশ্চয়ই দলের তরফে এসব পর্যালোচনা হবে। দল যা নির্দেশ দেবে সেইমতো পদক্ষেপ হবে।'

বৃহস্পতিবার রাত থেকেই রটে গিয়েছিল গৌতম গৌস্বামী গ্রেপ্তার হয়েছেন। কিন্তু পুলিশের তরফে শুক্রবার দুপুর পর্যন্ত বিষয়টি স্বীকার করা হয়নি। যদিও পুলিশের একটি সূত্র বলছে, কমিশনারেটের স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (এসওজি)-এর একটি দল গৌতমকে ধরতে দিল্লি গিয়েছিল। সেখান থেকেই তাঁকে নিয়ে আসা হয়েছে।

বিকেল সাড়ে তিনটে নাগাদ দিল্লি থেকে আসা একটি বিমান থেকে নামেন গৌতম। ৪টা ১০ মিনিট নাগাদ তাঁর সঙ্গে এসওজির আধিকারিকদেরও একসঙ্গে বাইরে বেরিয়ে আসতে দেখা যায়। গেটের বাইরে আসামাত্রই গৌতমের কাছে পৌঁছে যায় নিউ জলপাইগুড়ি থানার পুলিশ। সেই সময় সাদা পোশাকের এক পুলিশকর্মীকে গৌতমকে দিয়ে কিছু কাগজে সই করাতে দেখা যায়।

এরপর বারোর পাতায়

প্রধানমন্ত্রী পদে স্টার্মার, ইতি সুনকের

লন্ডন, ৫ জুলাই : ভারতে ৪০০ পারের লক্ষ্যপূরণে ব্যর্থ শাসকদল। ব্রিটেনে ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রধানমন্ত্রী হেরে গেলেন ৪০০ পারের রাজনীতির কাছে। ভারতের বুথফেরত সমীক্ষা মেলেনি। ব্রিটেনে বুথফেরত সমীক্ষা সত্যি হল। ৬৫০ আসনের ব্রিটিশ পার্লামেন্টে ৪১২ আসন পেয়ে ঋষি সুনকের জমানায় ইতি টেনে দিল লেবার পার্টি।

শাসকদলের গোষ্ঠী রাজনীতি ও ক্ষমতার লড়াইয়ের নেতিবাচক প্রভাবের কারণে কনজারভেটিভ পার্টির এই শোচনীয় পরাজয় বলে মনে করা হচ্ছে। ৫ বছরে ৫ জনকে প্রধানমন্ত্রী করার রেকর্ডকে ভালোভাবে নেননি ব্রিটেনবাসী। অর্থনীতিবিদ হলেও দেশের অর্থনীতির হাল ফেরানোর চেয়ে ক্ষমতা দখলই সুনকের রাজত্বে অগ্রাধিকার পেয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছিল। লেবার পার্টির নেতা কিয়ের স্টার্মারের সেই অভিযোগের জুতসই জবাব ছিল না কনজারভেটিভদের কাছে।

পরিণামে দলের নির্বাচনি রেকর্ডে সর্বকালীন কম আসন ১২১-এ

এরপর বারোর পাতায়

সাদা চোখে সাদা কথায়

আন্দোলন আবার কই, 'বিপ্লব' শুধু বিবৃতিতে

গৌতম সরকার

শেষ দেখে ছাড়ব। প্রায়ই বলে থাকেন শুভেন্দু অধিকারী। রাজনীতিতে সাধারণ লজ্জ এই শব্দবন্ধটা। শেষ দেখে ছাড়ব। আরও অনেকে বলেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মুখেও শোনা যায়। এই শব্দবন্ধেরই যেন নামান্তর 'খেলা হবে।' মাঝে কিছুদিন দিলীপ ঘোষ বললেও 'খেলা হবে' এখন তৃণমূলের পেটেন্ট হয়ে গিয়েছে। সম্প্রতি বিরোধী দলনেতার মুখে আবার শোনা গিয়েছে, 'শেষ দেখে ছাড়ব।' কোচবিহারের বিজেপির এক মহিলা কর্মীকে নিগ্রহের অভিযোগের প্রসঙ্গে বলেছেন।

তবে শেষ দেখার এই আস্ফালন শেষ হয়ে গিয়েছে বিবৃতিতে। কোচবিহারের ওই অভিযোগের প্রতিবাদে আন্দোলন বলতে বিধানসভায় ধর্না। শামিল মাত্র চার বিধায়ক। সবাই বিজেপির মহিলা নেত্রী। তাঁদের মধ্যে কোচবিহারের কেউ ছিলেন না। উত্তরবঙ্গের শিবরাত্রির সলতে হয়ে ছিলেন শিখা চট্টোপাধ্যায়। শিলিগুড়ির পাশে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিধায়ক। গৌতম দেবকে হারিয়েছিলেন। অতএব জায়েন্ট কিলার। কোচবিহারে শুধু মহিলা কর্মী নিগ্রহ নয়, ভোট পরবর্তী সন্ত্রাসে অনেক বিজেপি কর্মী-সমর্থক ঘরছাড়া বলে অভিযোগ।

কিন্তু কোচবিহারে বিজেপির কোনও আন্দোলন নেই। শুভেন্দু গিয়ে নির্দেশ দিয়েছিলেন, বিধায়করা টিম তৈরি করে গ্রামে যাবেন, কর্মীদের পাশে দাঁড়াবেন। কোথাও কেউ যাননি। মিডিয়ায় বিবৃতি দিয়েছেন। ভোটে হারার পর নিশীথ প্রামাণিক উধাও। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। ভারের চেয়ে ভাব বেশি। শুভেন্দু আসবেন বলে সম্ভবত মাঝে দু'-একদিন দেখা গিয়েছিল।

এরপর বারোর পাতায়

রঞ্জনের বাগানবাড়ি ভাঙল প্রশাসন

সরকারি জমিতে রিসর্ট, ধৃত বিজেপি নেতাও

রামপ্রসাদ মোদক ও সৌরভ দেব

গজলডোবা ও জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : গজলডোবায় সরকারি জমি দখলে এবার নাম জড়াল বিজেপির। জমি দখল করে রিসর্ট তৈরির অভিযোগে বৃহস্পতিবার রাতে গ্রেপ্তার হলেন বিজেপির কিষান মোর্চার জলপাইগুড়ি জেলা কমিটির সম্পাদক উত্তম রায়। শুক্রবার তাঁর রিসর্ট ভাঙতে এসে অবশ্য ফিরে যেতে হয় ভোরের আলো থানার পুলিশকে। পরে ভাঙা হয় শিলিগুড়ির বিতর্কিত তৃণমূল কাউন্সিলার রঞ্জন শীলশর্মার বাগানবাড়ির একটি অংশ।

রঞ্জনের ওই বাগানবাড়িতে প্রশাসনের কর্তারা এসে সরকারি বোর্ড লাগিয়ে গেলেও তার কবজা ছিল রঞ্জনের হাতেই। শুক্রবার সেই খবর উত্তরবঙ্গ সংবাদে প্রকাশিত হওয়ার পরই টনক নড়ে পুলিশ-প্রশাসনের। ভেঙে দেওয়া হয় রিসর্টটির একটি অংশ। তবে, পুরোটাই আইওয়াশ বলে দাবি করছে বিরোধীরা।

এদিকে ধৃত উত্তমের দাবি, 'আমার কাছে জমিটির পাট্টা রয়েছে। চার বছর আগে ওই জায়গায় সম্পূর্ণ আইন মোতাবেক রিসর্টটি আমি বানিয়েছি। জমির পাট্টা, ব্যাংকের লোনের কাগজ এবং অন্য নথিপত্র আমার কাছে রয়েছে।' এদিন উত্তমকে জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক তাঁকে পাঁচদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তাঁর বিরুদ্ধে ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) ১১১(২), ৩২৯(৩) এবং ২২৪ ধারায় মামলা রুজু হয়েছে।

উত্তমের গ্রেপ্তারে প্রতিহিংসার রাজনীতি দেখছে বিজেপি। দলের জেলা সভাপতি বাপি গোস্বামী বলছেন, 'উত্তমকে জমির পাট্টা দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিদ্যুতের সংযোগ দিয়েছে রাজ্য সরকার। এতদিন ধরে জমির খাজনা নিয়েছে রাজ্য সরকার। তাহলে দোষী কে? কেন বলা হচ্ছে উত্তম রায় সরকারি জমি দখল করেছে। এটা রাজনৈতিক চক্রান্ত ছাড়া আর কিছু নয়।'

এরপর বারোর পাতায়

বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামীকে। -সংবাদচিত্র

বুলডোজার দিয়ে ভাঙা হচ্ছে গজলডোবার বিতর্কিত বাগানবাড়ি।

সাদা কাগজে চুক্তি, ঢোঁক গিলছেন তৃণমূল নেতা

ভোরের আলোয় বিক্রি পাট্টার জমি

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

গজলডোবা, ৫ জুলাই : আইনকানুন শিকেয় তুলে সাদা কাগজে চুক্তিপত্র করে এবং নকল পাট্টা বানিয়ে গজলডোবায় লক্ষ লক্ষ টাকায় সরকারি জমি বিক্রি করে দিচ্ছে জমি মাফিয়ারা। নকল পাট্টায় কার্যত ছেয়ে গিয়েছে গোটা এলাকা। মাফিয়াদের সঙ্গে মিলে ভুয়ো পাট্টা তৈরির কাজ করছেন ভূমি সংস্কার দপ্তরের বর্তমান ও প্রাক্তন কয়েকজন অসাধু কর্মী ও আধিকারিক। আর শিলিগুড়ির কয়েকজন তৃণমূল নেতার প্রত্যক্ষ মদতেই মুখ্যমন্ত্রীর সাধের প্রকল্প ভোরের আলোর চারপাশে দৌরাত্ম্য বেড়েছে জমি মাফিয়াদের। সরকারি জমি উদ্ধারে প্রশাসন সক্রিয় হতেই মাথায় হাত পড়েছে মাফিয়াদের কাছ থেকে জমি কেনা বহু মানুষের।

পাট্টার জমি কিনে ভোরের আলোর আশপাশে জাঁকিয়ে বসেছেন শাসকদলের ছোট-বড়-মাঝারি নেতারা। শিলিগুড়ি পুরনিগমের প্রভাবশালী কাউন্সিলার দুলাল দত্তের কথাই ধরা যাক। গজলডোবার মাছ বিক্রেতা থেকে পুলিশ আধিকারিক সকলেই জানেন রঞ্জন শীলশর্মার বাগানবাড়ির পাশেই রয়েছে দুলালের বিশাল জমি ও পুকুর। রঞ্জনও সেকথা স্বীকার করেছেন। অথচ জিজ্ঞাসা করতেই দুলালের উত্তর, 'গজলডোবায় আমার এক ছটাক জমিও নেই।' তাহলে জমি গেল কোথায়? চেপে ধরতেই মুহূর্তে সুর বদলে তিনি বলেন, 'ওখানে আমি জমি কিনেছিলাম। ভোরের আলো প্রকল্পের জন্য সেই জমি দান করে দিয়েছি। তার বিনিময়ে একটি পয়সাও নিইনি। জমি দান করার চুক্তিপত্রও আমার কাছে আছে।' সরকারি জমি কিনলেন কীভাবে? দুলালের কথা, 'পাট্টার জমি চুক্তিপত্র করে কিনেছিলাম।'

তৃণমূল নেতাদের ঘনিষ্ঠ শিলিগুড়ির সুকান্তনগরের বিদ্যুৎ সাহার জমি ও পুকুর রয়েছে গজলডোবায়। স্থানীয়রা বলছেন, সেই জমির পরিমাণ আট বিঘা। জমি সংক্রান্ত গোলমালের জেরে বছরখানেক আগে বাড়ির কাছেই গুলিবিদ্ধ হয়েছিলেন বিদ্যুৎ। দুলালের মতো তিনিও না কি পাট্টার জমি কিনেছেন। তাঁর কথা, 'স্থানীয় এক ব্যক্তির কাছ থেকে আইনজীবীর মাধ্যমে চুক্তিপত্র করে জমি কিনেছি। যার কাছ থেকে জমি কিনেছি, তার পাট্টা আছে। তবে আমার নামে পাট্টা বা খতিয়ান নেই।'

রাজ্য সরকারের আইন বলছে, পাট্টার জমি কোনও অবস্থাতেই বিক্রি বা হস্তান্তর করা যায় না। জলপাইগুড়ির প্রাক্তন মহকুমা ভূমি ও ভূমি সংস্কার আধিকারিক শ্যামল দাসের বক্তব্য, 'ভূমি সংস্কার আইনের '৪৯/ক' ধারা মতে পাট্টার জমি হস্তান্তর করা যায় না। আর বিক্রির প্রশ্নই ওঠে না। যে কারণে (কৃষিকাজ বা অন্য কারণ) পাট্টা দেওয়া হয়েছে যদি পাট্টাপ্রাপক জমির সেইমতো ব্যবহার না করেন তাহলে সেই পাট্টা বাতিল হয়ে যাবে এবং নির্দিষ্ট জমি ফের খাস হিসাবেই চিহ্নিত হবে। তৃণমূল নেতারা যেসব

এরপর বারোর পাতায়

গজলডোবার এই জমি তৃণমূল নেতা দুলাল দত্তর বলেই জানেন স্থানীয়রা।

ফের সালিশি বিতর্ক, ধৃত আবদুলের ভাই

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ৫ জুলাই : সালিশি সভা বসিয়ে নীতিপুলিশির ঘটনা বিগত কয়েকদিনে একাধিকবার প্রকাশ্যে এসেছে। কোনওটি চোপড়ায়, কোনওটি ফুলবাড়িতে। চোপড়ার তৃণমূল নেতা তাজিমুল ইসলাম ওরফে জেসিবির ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর বিতর্ক, সমালোচনার শেষ নেই। অথচ এধরনের বেআইনি কার্যকলাপ বছরের পর বছর ধরে চলছে, তেমনটাই অভিযোগ। অধিকাংশ ঘটনায় নাম জড়িয়েছে শাসকদলের নেতাদের।

সেই তালিকায় সুজালির 'ফেরার' তৃণমূল কংগ্রেস নেতা আবদুল হকের সঙ্গে রয়েছেন তাঁর ভাই মহম্মদ খালেকও। আবদুল এখনও অধরা, তবে অবশেষে পুলিশের জালে খালেক। তিনিও এলাকায় তৃণমূল নেতা বলে পরিচিত। খালেকের বিরুদ্ধে সালিশি সভার মাধ্যমে তোলাবাজি, অপহরণ, জমি লুট থেকে খুন সহ একাধিক অভিযোগের ভিত্তিতে মামলা দায়ের হয়েছে বিভিন্ন সময়।

এলাকায় খোঁজ নিয়ে জানা গেল, আবদুল আর খালেকের সম্পর্ক সবসময় মধুর ছিল না। অভিযোগ, কয়েক বছর আগে পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্রের কোপে ভাইয়ের একটি হাতের কবজি কেটে দিয়েছিলেন আবদুল। পরে অবশ্য বরফ গলে। অতীতের ঘা ভুলে খালেক এলাকায় আবদুলের বিভিন্ন 'অপারেশনে' নেতৃত্ব দিতেন। ধৃতের কীর্তিকলাপের তালিকা লম্বা।

এরপর বারোর পাতায়

উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেন

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৯০১৫/০৯০১৬ উধনা-মালদা টাউন-উধনা স্পেশাল ট্রেন নিম্নলিখিত সংক্ষিপ্ত সময়সূচি, স্টপেজ, চলাচলের তারিখ ও গঠন অনুযায়ী চলবে :

উধনা-মালদা টাউন			(০৯০১৫) (০৯০১৬)	মালদা টাউন-উধনা		
দিন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	স্টেশন	পৌঁছাবে	ছাড়বে	দিন
শুক্র	–	২১.৪০	উধনা	০০.৩০	–	শুক্র
শনি	০১.৪০	০১.৪২	গোধরা	২০.৩০	২০.৩২	বৃহস্পতি
	২৩.১০	২৩.২০	কানপুর সেন্ট্রাল	০০.৪০	০০.৫০	
রবি	১৮.২৫	১৮.৩০	মুজাফ্ফরপুর	০৫.৩৫	০৫.৪০	বুধ
সোম	০২.৫৫	০৩.০০	ভাগলপুর	২১.৩৫	২১.৪০	মঙ্গল
	০৪.২৫	০৪.৩০	সাহিবগঞ্জ	১৯.৫৫	২০.০০	
	০৭.৪৫	–	মালদা টাউন	–	১৭.৩০	

এই স্পেশাল ট্রেনটি যাত্রাপথে উভয় অভিমুখে সায়ন, ভরুচ, ভডোদরা, রতলাম, নাগদা, কোটা, সওয়াই মাধোপুর, গঙ্গাপুর সিটি, বয়ানা, আগ্রা ফোর্ট, টুন্ডলা, ইটাওয়া, ঐশবাগ, বারাবঙ্কী, গোন্ডা, বস্তী, গোরখপুর, নরকটিয়াগঞ্জ, বাপুধাম মোতিহারী, সমস্তীপুর, বরৌনী, বেগুসরায়, মুঙ্গের, সুলতানগঞ্জ, কহলগাঁও ও বড়হরওয়া স্টেশনেও থামবে। চলাচলের তারিখঃ ০৯০১৫ উধনা থেকে ০৫.০৭.২০২৪ তারিখ (শুক্রবার) = ১ ট্রিপ এবং ০৯০১৬ মালদা টাউন থেকে ০৯.০৭.২০২৪ তারিখ (মঙ্গলবার) = ১ ট্রিপ। গঠনঃ স্লিপার শ্রেণি–১৯ এবং এসএলআরডি–২ = ২১ কোচ। শ্রেণীঃ মেল/এক্সপ্রেস।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

দুষ্কৃতীরা এখনও অধরা

কোচবিহার, ৫ জুলাই : ঘোকসাডাঙ্গায় বাস ডাকাতির ঘটনার পর তিনদিন পেরিয়ে গেলেও এখনও অধরা মূল অভিযুক্তরা। পুলিশের ভূমিকা নিয়ে ইতিমধ্যে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। ঘটনার দিন রাতেই ডাকাতিতে ব্যবহার করা গাড়ির চালককে গ্রেপ্তার করেছিল পুলিশ। তাঁকে পুলিশি হেপাজতেও নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত বাকিরা গ্রেপ্তার হয়নি। এমনকি ডাকাতিতে ব্যবহার করা আগ্নেয়াস্ত্র ও খোয়া যাওয়া সামগ্রীও উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি। পুলিশের এক আধিকারিক বলছেন, 'ঘটনার তদন্ত চলছে। শীঘ্রই বাকিদের গ্রেপ্তার করা হবে।'

গত ১ জুলাই ঘোকসাডাঙ্গার ফালাকাটা-পুণ্ডিবাড়ি জাতীয় সড়কে ডাকাতির ঘটনা ঘটে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী বাসে উঠে পড়ে বলে অভিযোগ। বাসে লুটপাট চালায় তারা। একটি ছোট গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় অভিযুক্তরা। সেই রাতেই কোচবিহার শহর লাগোয়া কাড়িশালের বাসিন্দা শুকদেব রায় নামে এক অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়। সে ডাকাতিতে ব্যবহার করা গাড়িটির চালক ছিল বলে পুলিশ জানিয়েছে। তাকে পাঁচদিনের পুলিশি হেপাজতেও নেওয়া হয়। কিন্তু এখনও পর্যন্ত মূল অভিযুক্তরা ধরা পড়েনি। তদন্তকারী পুলিশ অফিসার জানিয়েছেন, সিসিটিভি ফুটেজ, মোবাইলের লোকেশন সহ নানা উপায়ে দুষ্কৃতীদের ধরার চেষ্টা চালাচ্ছেন তাঁরা।

মালদা টাউন-উধনা জংশন-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেন এক ট্রিপের জন্য বাতিল থাকবে

পরিচালনগত কারণে, ০৩৪১৭/০৩৪১৮ মালদা টাউন-উধনা জংশন-মালদা টাউন স্পেশাল ট্রেনটি নিম্নলিখিত তারিখগুলিতে এক ট্রিপের জন্য বাতিল থাকবে : ০৩৪১৭ মালদা টাউন-উধনা জংশন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৭.০৭.২০২৪, রবিবার) এবং ০৩৪১৮ উধনা জংশন-মালদা টাউন স্পেশাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ০৯.০৭.২০২৪, মঙ্গলবার) বাতিল থাকবে। যাত্রীদের সম্ভাব্য অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

EXECUTIVE OFFICER
SADAR PANCHAYAT SAMITY
JALPAIGURI

NIT NO. WB/JAL/SADAR/E.O/05/24-25, DATED : 02/07/2024 invited by the undersigned for 01 No's of work under Sadar Block, Jalpaiguri Period and time for download of bidding documents : From 02/07/2024 Time : 18:00 Hour To : 15/07/2024 Time : 13.00 Hours. Please visit on Website : www.wbtenders.gov.in Detailed will be available from the office on all working days.

Sd/-
Executive Officer
Sadar Panchayat Samity, Jalpaiguri

চলচ্চিত্র

শুটিং ১৯ জুলাই। বিখ্যাত শিল্পীর ফিল্মে অভিনয়ে ৮-৭০ বয়সি নতুন ছেলে-মেয়ে চাই। সিঙ্গার চাই। 8282979209. (C/111098)

কর্মখালি

Immediate requirement for PRT Science, NTT (Mother), Art & Craft and ENG (Hons) for a CBSE Affiliated school in Islampur, U/D. Summit your resume in greenvalleyisp@gmail.com or call 8617428281. (S/N)

•

নিজ এলাকায় পার্ট/ফুলটাইম স্বাস্থ্যের কাজে আগ্রহী উদ্যোমী পুরুষ ও মহিলাদের কাজের সুযোগ। M : 8240311982. (K)

•

উঃবঙ্গের সাত জেলায় বেতন ভিত্তিক শিক্ষক ও স্কুল ভিজিটার্স প্রয়োজন। ফোন ঃ 97349-44082. (C/111501)

•

Vacancy for Siliguri Male Graduate Candidate for Marketing/Reception work @ Hospital. (M) 7477640556. (C/111501)

•

বেতন 12,000/- + (pf, esi) সহ ফোম ফ্যাক্টরিতে কাজের জন্য 15 জন লোক লাগবে। থাকা ফ্রি, খাওয়া মেস, রবিবার ছুটি। 8653710700. (C/111100)

জ্যোতিষ

রাজ জ্যোতিষী পণ্ডিত শ্রী শুভশাস্ত্রী বসছেন প্রতি ইংরেজি মাসের ১-৭ শিলিগুড়ি, ৮-১২ ফালাকাটা, রত্নভাণ্ডার জুয়েলার্স। (M) 7719371978.

•

জ্যোতিষবিদ শ্রী প্রশান্ত আচার্য্য বিবাহ, ব্যবসা, মামলা, যে কোনও সমস্যার 100 % সমাধান, 6 তাং শিলিগুড়িতে M : 8145448077. (C/111098)

Jaldapara Wildlife Division, Cooch Behar
Corrigendum Notice

The date of submission of bid against the NIT No. WBFOR/JWD/NIT-12(e)/24-25, WBFOR/JWD/NIT-13(e)/24-25 & WBFOR/JWD/NIT-14(e)/24 -25 is hereby extended upto 4.00 PM of 13-07-2024.

For all details and Online Tender submission visit at www.wbtenders.gov.in/www.westbengalforest.gov.in

Sd/-
Divisional Forest Officer,
Jaldapara Wildlife Division,
Cooch Behar

e-Tender Notice

The undersigned invites sealed bids from eligible bidders for 13,01,14 and 02 nos. Work for NIT No. 01 (e)/LGP, 02(e)/LGP, 3(e) LGP and 04(e)/LGP/2024-25 dated 03/07/2024 respectively. Period of downloading bidding documents from the e-procurement portal from 04/07/2024 to 15/07/2024. For details contact 7029639040.

Sd/-
Pradhan
Laxmipur Gram Panchayat
Vill+P.O- Laxmipur, Malda

ABRIDGE e-N.I.T. Notice

e-N.I.T Memo No.492/KCK-SI No.-01 to 14 only invited by the E.O Kaliachak-III P.S From Bonafide bidder. Last date of application on 13.07.2024 upto 5:30 pm. PM Details are available in the office notice board & 2024-ZPHD-707807 1 to 14

Sd/-
Executive Officer
Kaliachak-III, P.S
Baishnabnagar, Malda

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./২৮ অব ২০২৪, তারিখঃ ০২-০৭-২০২৪। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/বারসোই জংশন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা জল বের করা। টেন্ডার মূল্যঃ ১১,৪৯,০৬১.৮০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩৯,০০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ এডিইএন/মালদা টাউন অধিক্ষেত্রের অধীনে আরইউবি-এর ভেতরে জমে থাকা জল বের করা। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,১৪,৯২৩.২০ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ১৮,৩০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ সিনি. ডিইএন/I/কাটিহার অধিক্ষেত্রের অধীনে ২৪ মাস সময়ের জন্য ওয়াটার সাপ্লাই ফিল্টার প্ল্যান্টের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচালনা। টেন্ডার মূল্যঃ ১,২৪,১৭,৫১৫.০৫ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ২,১২,১০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং.ঃ ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ ১৮ মাস সময়ের জন্য তিনধরিয়া ওয়ার্ক শপ, এডিএমই-এর কার্যালয়, রেলওয়ে চিকিৎসালয়, মহানদী স্টেশন, রংটন স্টেশন ও তিনধরিয়ার রেলওয়ে কলোনিতে মোটর ট্রাকের দ্বারা পানীয়/পানযোগ্য জলের সরবরাহ সহ উৎস (পাগলিঝোরা) থেকে তিনধরিয়া ইত্যাদি পর্যন্ত মেন পাইপ লাইনের রক্ষণাবেক্ষণ। টেন্ডার মূল্যঃ ৫৯,০২,২১৮.৫৪ টাকা, বিড সিকিউরিটিঃ ১,১৮,১০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খুলবে ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৬-০৭-২০২৪ তারিখের ১৫.০০ ঘন্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

বিজ্ঞপ্তি

সাধারণ আমমোক্তার নামা দলিল বা জেনারেল পাওয়ার অফ অ্যাটর্নি আমমোক্তার দাতা- ১) শ্রীমতী শিবানী বিশ্বাস ওরফে শিবানী বিশ্বাস ধর ও ২) শ্রী নারায়ণ বিশ্বাস আমমোক্তার গ্রহীতা- ১) শ্রী মহেশ চন্দ্র বিশ্বাস ও ২) শ্রী সুজিত রক্ষিত। গত ২০২১ ও ২০২২ ইং তারিখে কোচবিহার ডি.এস.আর অফিসে রেজঃ ৩৫৭১ ও ৬৬ নং আমমোক্তার নামা দলিল, মৌজা খড়িমালা খাগড়াবাড়ী খাক নং ৯৪৫, জে.এল. নং ১২৫, এল.আর. ২১৯৫ নং দাগে ১৬.৫ শতক বা ১০ কাঠা।

Sd/- Satadru Roy
Advocate, Cooch Behar Bar Association

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩১৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৭৩৫০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	৬৯৯০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৯০৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৯১০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজার দর

ABRIDGE TENDER NOTICE

Sealed Tenders are hereby Invited by the undersigned for 1. Installation of Drinking Water System Ref. NIT No-11/HRP/DD, Dated-04-07-24, 2. Health Sub Centre Repairing Ref.NIT No-12/HRP/DD, Date-04-07-24 Last date of submission-11.07.2024 upto 18.55pm Date of opening tender-15.07.2024 after-11.00AM

Sd/-
B.D.O
Harirampur Development Block
Harirampur, Dakshin Dinajpur

JOIN
सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवाएं
ARMED FORCES MEDICAL SERVICES

शॉर्ट सर्विस कमीशंड चिकित्सा अधिकारी
SHORT SERVICE COMMISSIONED MEDICAL OFFICER

भारतीय नागरिकों (स्त्री एवं पुरुष) से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं।
साक्षात्कार अनुमानित अगस्त/ सितम्बर 2024 मे दिल्ली में आयोजित किए जायेंगे।
रिक्तियाँ - 450 (338 पुरुष + 112 महिला)
योग्यता - एमबीबीएस
आयु सीमा - अभ्यर्थी की आयु 31 दिसंबर 2024 को एमबीबीएस डिग्री धारक के लिए 30 वर्ष से कम (अर्थात जिनका जन्म 02 जनवरी 1995 को या उसके पश्चात हुआ हो, वही योग्य होंगे) एवं स्नातकोत्तर डिग्री धारक के लिए 35 वर्ष से कम (अर्थात जिनका जन्म 02 जनवरी 1990 को या उसके पश्चात हुआ हो, वही योग्य होंगे) होनी चाहिए।
पात्रता शर्तों के लिए 16/23 जुलाई 2024 का Employment News/ रोजगार समाचार पत्र तथा www.amcsscentry.gov.in वेबसाइट देखें।
ऑनलाइन आवेदनों के लिए www.amcsscentry.gov.in वेबसाइट पर पंजीकरण 16 जुलाई 2024 से 04 अगस्त 2024 तक होंगे।

ভারতীয় নাগরিক উভয় মহিলা ও পুরুষকে আবেদনপত্র পূরণ করার জন্য আহ্বান জানানো হচ্ছে। ইন্টারভিউ পরিচালনা করা হবে দিল্লিতে সম্ভাব্য অগাস্ট/ সেপ্টেম্বর মাস ২০২৪-এ।
শূন্যপদ সংখ্যা-৪৫০ (৩৩৮ জন পুরুষ+১১২ জন মহিলা)
যোগ্যতা-এমবিবিএস
বয়সসীমা-আবেদনকারী যারা এম.বি.বি.এস ডিগ্রি লাভ করেছেন তারা ৩০ বছরের উপরে হতে পারবেন না। (শুধুমাত্র যারা ০২রা জানুয়ারি ১৯৯৫ সালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন তারাই আবেদনযোগ্য)
আবেদনপ্রার্থী যারা স্নাতকোত্তর ডিগ্রি লাভ করেছেন তারা ৩৫ বছরের উপরে হতে পারবেন না (শুধুমাত্র যারা ০২ রা জানুয়ারি ১৯৯০ সালের পর জন্মগ্রহণ করেছেন তারাই আবেদনে যোগ্য)-এটি ৩১শে ডিসেম্বর ২০২৪ তারিখের যথাক্রমে মান্য করতে হবে।
যোগ্যতার সমস্ত শর্ত, আবেদনপত্রের গঠন ইত্যাদি জানার জন্য কর্মনিয়োগ সংবাদ/ রোজগার সমাচার যেটি ১৬/২৩ শে জুলাই ২০২৪ এ জারি হবে এবং ওয়েবসাইট www.amcsscentry.gov.in পরিদর্শন করুন।
অনলাইন আবেদনপত্র রেজিস্ট্রেশন করার পোর্টাল ১৬ই জুলাই ২০২৪ থেকে ৪ই অগাস্ট ২০২৪ পর্যন্ত খোলা থাকবে- www.amcsscentry.gov.in এ।
CBC/10601/11/0008/2425

নতুন পাখা লঞ্চ সুজাতা ইলেক্ট্রিকের

নিউজ ব্যুরো

৫ জুলাই : সুজাতা ইলেক্ট্রিক প্রাইভেট লিমিটেড তাদের নতুন প্রোডাক্ট লাইন 'তারা সুপার সেভার ফ্যান' লঞ্চ করছে। ওই কোম্পানির ম্যানেজিং ডিরেক্টর সারাদ ঘাই-এর উদ্যোগে একটি প্রেস মিটের আয়োজন করা হয়। ওই ফ্যানের দুটো মডেল রয়েছে। সুপারস্টার মডেলটি রিমোট দ্বারা পরিচালিত। একশো শতাংশ অ্যালুমিনিয়ামের বডি। এটি ৬০ শতাংশ পর্যন্ত কম শক্তি ব্যবহার করে। এদিকে, স্টারস্পিড মডেলটি ইস্পাতের। একশো শতাংশ তামার তার রয়েছে। প্রতিটি ফ্যান পরিবেশবান্ধব প্যাকেজিংয়ে আসছে। দুই বছরের ওয়ারান্টিও দিচ্ছে। এই ফ্যানটি সম্পূর্ণভাবে ভারতে তৈরি।

পূর্ব রেলওয়ে

ওপেন ই-টেন্ডার নং. ৭৯, ৮০-এমএলডিটি- ২৪-২৫ তারিখঃ ০২.০৭.২০২৪। ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, অফিস বিল্ডিং, ডাকঘর- ঝলঝলিয়া, জেলা- মালদা, পিন- ৭৩২১০২ (পশ্চিমবঙ্গ) কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি আহ্বান করা হচ্ছে ঃ (১) টেন্ডার নং ঃ ৭৯-এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার-III/পূর্ব রেলওয়ে/মালদার আওতাধীনে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/ জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার (পি.ওয়ে)/জামালপুর I-এর অধীনে ভাগলপুর (ব্যতীত) থেকে জামালপুর (ব্যতীত) আপ ও ডাউন কিমি ৩০৭/০ থেকে ৩৫৬/৬ পর্যন্ত শাখায় বিভিন্ন ট্র্যাক কার্যকলাপের ওপেন টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ₹ ৯১,৮০,১৪৫.১৯। (২) টেন্ডার নং ঃ ৮০-এমএলডিটি-২৪-২৫; কাজের নাম ঃ ডিভিসনাল ইঞ্জিনিয়ার- III/পূর্ব রেলওয়ে/ মালদার আওতাধীনে, অ্যাসিস্ট্যান্ট ইঞ্জিনিয়ার/লাইন/ জামালপুর-এর অধীনে সিনি. সেকশন ইঞ্জিনিয়ার/পি.ওয়ে/ জামালপুর II-এর অধীনে জামালপুর থেকে কিউল (ব্যতীত), আপ এবং ডাউন কিমি ৩৫৬/৬ থেকে ৪০২/৫ পর্যন্ত শাখায় বিভিন্ন ট্র্যাক কার্যকলাপের ওপেন ই-টেন্ডার। টেন্ডার মূল্যঃ ৯০,৯৪,৭৯৫.১৫; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময়ঃ টেন্ডার নং ১ ও ২ -এর জন্য প্রতিক্ষেত্রে ২৪.০৭.২০২৪ তারিখ বিকেল ৩টে ৩০ মিনিটে। ওয়েবসাইট বিবরণ এবং নোটিসবোর্ডের স্থান ঃ- www.ireps.gov.in / ডিআরএম অফিস এমএলডিটি।
MLD-61/2024-25
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।

আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

PUBLICATION OF AD FOR PUBLICITY OF CONTRACT FOR NEW CIVIL SHOPS AT BENGDUBI MIL STN

1. Sealed application/ proposals are invited from individuals for allotment of new civil shops on lease for a period of 3 yrs extendable for 02 more years based on performance at Bengdubi Military Station. Shops will be allotted to highest bidder of following categories:-
   (a) War-widows of def pers killed while on duty.
   (b) Disabled soldier.
   (c) Ex-servicemen.
   (d) Spouses/ widows of ex-servicemen.
2. The terms and conditions for the new shops will be done by a board of officers ordered by Station Cell, Bengdubi as per policy. The applicants will have to pay for the following:-
   (a) Rent - As per MES rates.
   (b) Rebate for upkeep - Highest bidder.
   (c) Electricity - As per meter fixed by MES/ prepaid meter.
   (d) Water Charges - As per commercial rates.
   (e) Common facility charges (cleaning, security etc) as per BOO.
3. Details of shops are as under:-

Ser No	Name of Shops	Loc	Reserve Guiding price min (in Rs)
(a)	Barber Shop	Tripti Shopping Complex	Rs. 2,000/-
(b)	Fish & Meat Shop	Tripti Shopping Complex	Rs. 5,000/-
(c)	Shoes repair Shop	Tripti Shopping Complex	Rs. 1,000/-
(d)	Tailor Shop	'A' Zone	Rs. 2,000/-
(e)	Barber Shop	'A' Zone	Rs. 2,000/-

4. The application (if desirous) be dropped in a double sealed envelope in the tender box kept at Station Cell, Bengdubi on any day till **1400 hr** on **25 Jul 2024**. The applications received without the quote for rebate amount will be rejected automatically and no extension of time will be given.
5. Fwg documents are required with application:-
   a) Earnest Money Rs 500/- (Rupees five hundred only) shall be paid in favour of Station Cell Bengdubi payable at Bengdubi by Account Payee Demand Draft, Fixed Deposit Receipt or Banker's Cheque valid for a period of three months.
   (b) Proof of Residence (Passport/Driving Licence/Ration Card).
   (c) PPO, ESM Identify card and Discharge certificate.
   (d) Identity Proof (PAN Card / Aadhar Card).
6. Clarification if any can be taken from following on any working day:-
   (a) Col SS Chandel, SSO , Station Cell Bengdubi - **9469337080**.
   (b) Nb Sub Phool Chand, H/Clk, Stn Cell Bengdubi - **7501185810**.

APPLICATION FORM FOR ALLOTMENT OF SHOPS

1. Name of applicant Full :- (Army No, Rk and Name)
2. Name of Husband (if War Widows):-
3. Unit / Regiment :-
4. Date of Birth and Age:- (Applicant should not be above the age of 30 years on the date of the application)
5. Present Address :-
6. Permanent Address :-
7. Tele No & Correspondence Address & email ID:-
8. PAN No :-
9. Bank Details :-
10. Monthly Rebate proposed given (In Rs):-
11. Document enclosed alongwith application (Self attested)
    (a) Photocopy of Discharge Book
    (b) Photocopy of PPO
    (c) Photocopy of Ex-serviceman identity Card
    (d) Residential proof duly authenticated by civil authority
    (e) Photocopy of Voter/Aadhar Card
12. I have read the instructions attached as Annexure and will be abide by them in application and spirit.

(Signature of applicant)
Dated: 2024

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
EX-SERVICEMEN CONTRIBUTION HEALTH SCHEME (ECHS)
ENLISTMENT OF PHARMACEUTICAL SHOPS FOR PROCUREMENT OF NON AVAILABLE DRUGS BY ECHS POLYCLINIC, COOCH BEHAR

Applications are invited from Medical Stores/Chemists desirous of getting empanelled with ECHS Polyclinic Cooch Behar for supply of not available, emergent, life saving drugs on required basis. The medical Stores/Chemists should be located in close proximity to the ECHS Polyclinic Cooch Behar. Application will be forwarded duly supported with all identity documents and having valid Trade License, TIN/VAT/CST/GST No. Registration No, IT certificate and other relevant documents like audit report. The tender shall be based on format as CGHS. Tender for authorized local Chemist (ALC) with conditions modified to suite to local Military requirements. All CGHS Authorized Chemist in the same city will be considered as deemed empanelled i.e. need not participate in TE if the rates planned to be quoted are same as given for CGHS. They will give their contract discount documents for CGHS to Board, but will sign the contract with the Station Commander, Binnaguri provided the discount offered by them to CGHS is not less than that offered by L-1 Vendor of TE. They have option to participate in the empanelment process and offer fresh quotes or discount at the TE stage. The terms and conditions of contract will be based on CGHS format. The eligibility criteria-minimum 20% discount on all drugs and consumables. Application will be submitted to Adhoc Station Headquaters Cooch Behar, C/O 14 Punjab, PIN-9122012, C/O 99 APO. The selection shall be Carried out through a Board of officers for the Purpose. Last date of submission of application is **20 July 2024**. The quations will be opened on **24 July 2024 at 10 AM** by Board of Officers at Adhoc Station Headquaters, C/O 14 Punjab, PIN-9122012, C/O 99 APO, (03582-2289741).

আজ টিভিতে

মুক্তিপণ নিয়ে কাকলি এবং কাঁকনদের মেরে পালানোর পরিকল্পনা করল দুষ্কৃতীরা। সবাইকে প্রাণে বাঁচাতে কী করবে জগদ্ধাত্রী? **জি বাংলায় সোম থেকে রবি সন্ধ্যা ৭টায় জগদ্ধাত্রী।**

ধারাবাহিক

জি বাংলা : বিকেল ৪.৩০ রন্ধনে বন্ধন, ৫.০০ দিদি নাম্বার ১, সন্ধ্যা ৬.০০ পুবের ময়না, ৬.৩০ কে প্রথম কাছে এসেছি, ৭.০০ জগদ্ধাত্রী, ৭.৩০ ফুলকি, রাত ৮.০০ নিমফুলের মধু, ৮.৩০ কোন গোপনে মন ভেসেছে, ৯.০০ ডায়মন্ড দিদি জিন্দাবাদ, ৯.৪৫ মিঠিঝোরা, ১০.৩০ যোগমায়া

স্টার জলসা : বিকেল ৫.৩০ তুমি আশেপাশে থাকলে, সন্ধ্যা ৬.০০ তোমাদের রাণী, ৬.৩০ গীতা এলএলবি, ৭.০০ কথা, ৭.৩০ বঁধুয়া, রাত ৮.০০ উড়ান, ৮.৩০ রোশনাই, ৯.০০ শুভ বিবাহ, ৯.৩০ অনুরাগের ছোঁয়া, ১০.০০ হরগৌরী পাইস হোটেল, ১০.৩০ চিনি

কালার্স বাংলা : বিকেল ৫.৩০ মহাপ্রভু শ্রী চৈতন্য, সন্ধ্যা ৬.০০ ব্যারিস্টার বাবু, ৬.৩০ ফেরারি মন, ৭.০০ সোহাগ চাঁদ, ৭.৩০ রাম কৃষ্ণা, ৮.০০ শিবশক্তি, ৮.৩০ নীর্জা, ৯.০০ স্বপ্নডানা

আকাশ আট : সন্ধ্যা ৬.০০ আকাশ বার্তা, ৭.০০ স্বয়ংসিদ্ধা, ৭.৩০ সাহিত্যের সেরা সময়-যার যেথা ঘর, রাত ৮.০০ পুলিশ ফাইলস, রাত ৯.৩০ আকাশে সুপারস্টার

রাঁধুনিতে উৎসব দাস রাঁধবেন ওটস প্যানকেক এবং সিড পুডিং। **আকাশ আটে দুপুর ১.৩০ মিনিটে।**

সান বাংলা : সন্ধ্যা ৬.০০ বাদল শেষের পাখি, ৬.৩০ মঙ্গলময়ী মা শীতলা, ৭.০০ সাথী, ৭.৩০ আকাশ কুসুম, রাত ৮.০০ দ্বিতীয় বসন্ত, ৮.৩০ কনস্টেবল মঞ্জু

সিনেমা

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ মানিক, বিকেল ৪.০০ ক্রিমিনাল, সন্ধ্যা ৭.০০ পরাণ যায় জ্বলিয়া রে, রাত ১০.০০ জন্মদাতা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.০০ কিরণমালা, দুপুর ১.০০ পারবো না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৩.৪০ রক্তবীজ, সন্ধ্যা ৬.৪০ জিও পাগলা, রাত ৯.৫৫ দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন

জি বাংলা সিনেমা : দুপুর ১২.৩০ পরিণীতা, দুপুর ২.৫৫ রক্তনদীর ধারা, বিকেল ৫.৫০ প্রাণের স্বামী, রাত ৮.২৫ পিতা, রাত ১১.০০ সুবর্ণলতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ আওয়ারা

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ অন্তরঙ্গ

কালার্স বাংলা সিনেমায় সন্ধ্যা ৭টায় **পরাণ যায় জ্বলিয়া রে।**

জলসা মুভিজে রাত ৯.৫৫ মিনিটে **দুর্গেশগড়ের গুপ্তধন।**

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : ব্যবসায় মন্দাভাব কিছুটা কাটায় স্বস্তি মিলবে। প্রলোভন সামনে আসতে পারে। এড়িয়ে চলুন। **বৃষ :** কোনও কারণে ঋণ নিতে হতে পারে। তবে অধিক ঋণ গ্রহণ থেকে বিরত থাকুন। বিদ্যার্থীরা নতুন পথ খুঁজে পাবেন। **মিথুন :** সংসারে অপ্রিয় সত্য বলতে যাবেন না। আগুন ব্যবহারে সাবধান। মায়ের রোগমুক্তি। **কর্কট :** সামাজিক কাজে যোগদান করে মানসিক তৃপ্তি। পুরোনো বন্ধুকে খুঁজে পেয়ে আনন্দিত। প্রেমে শুভ। **সিংহ :** বাবার স্বাস্থ্যের দিকে নজর রাখুন। পাওনা আদায়ের জন্যে জোরাজুরি করতে যাবেন না। **কন্যা :** কর্মক্ষেত্রে হঠাৎ উত্তেজনায় ক্ষতি হবে। সহকর্মীদের সঙ্গে আপস করতে হতে পারে। সঙ্গীকে মনের কথা খুলে বলুন। **তুলা :** শরীর নিয়ে অযথা দুশ্চিন্তা বাদ দিন। দাম্পত্যের অশান্তি কেটে যাবে। **বৃশ্চিক :** পুরোনো কোনও সম্পর্ক ফিরে আসতে পারে। ব্যবসায় নতুন পরিকল্পনা গ্রহণ। **ধনু :** দিনের শেষভাগে সুসংবাদ পাবেন। **মকর :** উচ্চরক্তচাপের রোগীরা সামান্য সমস্যাতেই চিকিৎসা গ্রহণ করুন। হারানো দ্রব্য ফিরে পেতে পারেন। **কুম্ভ :** সন্তানের সৃজনশীলতা দেখে মানসিক তৃপ্তিলাভ। বাবার রোগমুক্তিতে আনন্দ। **মীন :** প্রেমে চলবে মান-অভিমান। ব্যবসার সমস্যা কেটে যাবে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে আজ ২১ আষাঢ়, ১৪৩১, ১৫ আষাঢ়, ৬ জুলাই ২০২৪, ২১ আহার, সংবৎ ১ আষাঢ় সুদি, ২৯ জেলহজ্জ। সূঃ উঃ ৫।১ অঃ ৬।২৩। শনিবার, প্রতিপদ শেষরাত্রি ৪।৪। পুনর্ব্বসুনক্ষত্র অহোরাত্র। ধ্রুবযোগ প্রাতঃ ৫।১ পরে ব্যাঘাতযোগ শেষরাত্রি ৪।১। কিন্তুঘ্নকরণ অপরাহ্ন ৪।৫ গতে ববকরণ শেষরাত্রি ৪।৪ গতে বালবকরণ। জন্মে- মিথুনরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ দেবগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বৃহস্পতির দশা, রাত্রি ১১।৩ গতে কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ। মৃতে-ত্রিপাদদোষ, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে চতুষ্পাদদোষ। যোগিনী- পূর্বে, শেষরাত্রি ৪।৪ গতে উত্তরে। কালবেলাদি ৬।৪১ মধ্যে ও ১।২২ গতে ৩।৩ মধ্যে ও ৪।৪৩ গতে ৬।২৩ মধ্যে। কালরাত্রি ৭।৪৩ মধ্যে ও ৩।৪১ গতে ৫।১ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ৭।২৫ গতে যাত্রা শুভ পূর্বে নিষেধ, রাত্রি ১২।২৮ গতে উত্তরেও নিষেধ, শেষরাত্রি ৪।১ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)-প্রতিপদের একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৫।৫৭ মধ্যে ও ৯।৩০ গতে ১।২৯ মধ্যে। অমৃতযোগ- দিবা ৩।৪২ গতে ৬।৩২ মধ্যে এবং রাত্রি ৭।৪ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১১।২১ গতে ১।৩০ মধ্যে ও ২।৫৫ গতে ৫।১ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

বয়ানে অসংগতি, প্রত্যক্ষদর্শী পাচ্ছে না পুলিশ

নাবালিকা নিগ্রহে অনেক ধন্দ

অভিরূপ দে

ময়নাগুড়ি, ৫ জুলাই : বাসে নাবালিকাকে বেহুঁশ করে তাকে যৌন নির্যাতনের ঘটনায় তদন্তে নেমে পুলিশ বেশ কিছু অসংগতি পেয়েছে। নাবালিকার পরিবারের লোকেরাও এই ব্যাপারে এদিন কোনও মন্তব্য করতে চাননি। শুক্রবার ওই নাবালিকাকে মেডিকেল টেস্টের জন্য জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে পাঠানো হয়। যদিও নাবালিকাটি স্বাস্থ্য পরীক্ষা করাতে অস্বীকার করেছে। তাকে এদিন জলপাইগুড়ির একটি হোমে পাঠানো হয়েছে। গোটা ঘটনাটি নিয়ে ধন্দ ও ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। জলপাইগুড়ির ডিএসপি (ক্রাইম) রুদ্রনারায়ণ সাউ বলেন, 'অভিযোগের ভিত্তিতে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করে তদন্ত চলছে। এর বেশি কিছু এখন বলা যাচ্ছে না।'

এদিকে, নিগৃহীতার বাবা এই ব্যাপারে কোনও মন্তব্য করতে চাননি। নিগৃহীতার মা কোনও কথা বলতে চাননি।

ময়নাগুড়ি থানায় বৃহস্পতিবার অভিযোগ দায়ের হওয়ার পর তদন্তে নেমে নাবালিকার বয়ান অনুযায়ী বেশ কিছু প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করছে পুলিশ। কিন্তু নাবালিকার বয়ানে নানা অসংগতি মেলায় ঘটনা নিয়ে ধন্দ তৈরি হয়েছে। পুলিশের কাছে অনেক বিষয়ই পরিষ্কার হচ্ছে না। শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্সগামী বাসগুলিতে এমনিতেই ভিড় থাকে যথেষ্ট। ব্যস্ততম রুটে দিনের বেলায় এক নাবালিকাকে বেহুঁশ করে বাস থেকে নামিয়ে নেওয়া হলেও বিষয়টি কোনও যাত্রী কিংবা বাসকর্মীর নজরে এল না কেন তা নিয়ে প্রথম থেকেই প্রশ্ন ছিল তদন্তকারীদের। অনেক খোঁজ করেও ঘটনার এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি। চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি বাসটিকেও। ঘটনার পর থেকে নাবালিকা একেক সময় একেক রকমের বয়ান দেওয়ায় বিষয়টি নিয়ে ধন্দ বেড়েছে। এদিন ময়নাগুড়ি থানার তদন্তকারী পুলিশকর্মীরা নাবালিকার বাড়িতে গিয়ে তার পরিবারের লোকেদের সঙ্গে কথা বলেন। নাবালিকার বয়ানও রেকর্ড করা হয়েছে।

কিছু প্রশ্ন

- ব্যস্ততম রুটে নাবালিকাকে বাস থেকে নামিয়ে নেওয়া হলেও কোনও যাত্রী কিংবা বাসকর্মীর নজরে এল না কেন
- এখনও পর্যন্ত কোনও প্রত্যক্ষদর্শী পাওয়া যায়নি
- বাস চিহ্নিত করা যায়নি
- ঘটনার পর থেকে নাবালিকা একেক সময় একেক রকমের বয়ান দিচ্ছে

গত বৃহস্পতিবার সকাল পৌনে দশটা নাগাদ নাবালিকাকে শিলিগুড়ি থেকে ময়নাগুড়ি ফেরার জন্য তার মা যে বাসটিতে তুলে দিয়েছিলেন সেই বাসটিকে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়নি। ওই বাসটির খোঁজ মিললেই গোটা বিষয়টির জট কাটা সম্ভব হবে বলে মনে করছে পুলিশ। যেহেতু ওই নাবালিকা জানিয়েছে জ্ঞান ফেরার পর সে জানতে পারে সে হাসিমারায় রয়েছে, সেকারণে ঘটনার তদন্তে পুলিশ হাসিমারাতেও যেতে পারে।

এদিকে, যাত্রীবাহী বাসে এমন ধরনের ঘটনার অভিযোগ ওঠার পর যাত্রীদের মধ্যেও চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ওই রুটে চলাচলকারী এক বাসের কর্মী জানান, শিলিগুড়ি থেকে ডুয়ার্স রুটে চলাচলকারী কোনও বাসে এই ধরনের ঘটনার কথা জানা নেই।

ডুয়ার্স মিনিবাস ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক রঞ্জন পাল বলেন, 'ইতিপূর্বে ওই রুটে চলাচলকারী কোনও বাসেই এমন ধরনের ঘটনার অভিযোগ নেই। বাসের কর্মীরা যাত্রীদের সুরক্ষার বিষয়টি মাথায় রেখে চলাচল করেন। কোনও যাত্রী বাসে সমস্যায় পড়লে কর্মীরাই আগে সাহায্য করেন।'

সরল ভিলেজ পুলিশ, সিভিক

মনজুর আলম

চোপড়া, ৫ জুলাই : চোপড়ায় এক সালিশি সভায় যুগলকে মারধরের ঘটনায় কর্তব্যে গাফিলতির অভিযোগে সংশ্লিষ্ট এলাকার একজন ভিলেজ পুলিশ এবং সিভিক ভলান্টিয়ারকে দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেওয়া হল। ভিডিও ভাইরাল হওয়ার পর চোপড়া থানার আইসিকে শোকজ করা হয়েছিল। যদিও ইসলামপুর পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার জবি থমাস বলেছেন, 'এটা আমাদের বিভাগীয় বিষয়। সবকিছু সংবাদমাধ্যমকে বলা সম্ভব নয়।'

ঘটনার পর থেকে এলাকায় থমথমে পরিস্থিতি। পুলিশি ধরপাকড় নিয়ে আতঙ্কে সবাই। এমনকি কেউ প্রকাশ্যে মুখ খুলতে চাইছেন না। মূল অভিযুক্ত তজিমুল ইসলামকে (জেসিবি) জেরা করা হয়েছে। তাঁর শাগরেদদের একে একে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাজিমুলকে আগেই ৫ দিনের পুলিশ হেপাজতে নেওয়া হয়। ধৃতকে জেরা করে ওই এলাকা থেকে আরও তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃত মোট ৪ জনই এখন পুলিশ হেপাজতে। সূত্রের খবর, শনিবার তাজিমুলকে ফের আদালতে পেশ করা হবে।

ভাইরাল ভিডিও দেখে বাকি অপরাধীদের চিহ্নিত করে তাদের খোঁজ শুরু করেছে পুলিশ। সালিশিতে নিগৃহীত তরুণী এখন ওই তরুণের বাড়িতেই রয়েছেন। নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছে তাঁদের বাড়ির বাইরে। শিফট হিসেবে একজন করে মহিলা সিভিক ভলান্টিয়ার থাকছেন সেখানে। পাশাপাশি বাড়িতে লাগানো হয়েছে সিসিটিভি ক্যামেরা।

দিল্লি থেকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের প্রতিনিধিদল এলাকায় পৌঁছেছে ইতিমধ্যে। বৃহস্পতিবার বাড়িতে গিয়ে তরুণ-তরুণীর সঙ্গে কথা বলে তাঁদের বয়ান নথিভুক্ত করেন প্রতিনিধিদলের সদস্যরা। শুক্রবারও তাঁরা এলাকায় গিয়ে স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে কথা বলেছেন। প্রতিনিধিদলটি আরও এক-দু'দিন এখানে থাকতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে।

পুলিশ এবং কমিশনের প্রতিনিধিরা সাধারণ মানুষকে আশ্বস্ত করলেও প্রকাশ্যে কেউ মুখ খুলতে চাইছে না। নীতিপুলিশির আরও বেশ কিছু ঘটনার ভিডিও প্রকাশ্যে এলেও সেই নিগৃহীত কিংবা তার পরিবারের কেউ কিছু বলতে নারাজ। তাই আপাতত পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছে পুলিশ।

PROPERTY FOR SALE AT SILIGURI

One Ground Floor Building Constructed on 6 Cottah land situated at M. R. Road (Khalpara), Siliguri (W. B.) for sale.

Interested Parties may contact :

93310 34901

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি-এর এক বাসিন্দা

এ অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তাঁর বিজয়ী টিকিট জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "এটি আমার জন্য এবং আমার পরিবারের সদস্যদের জন্য একটি আনন্দদায়ক মুহূর্ত ছিল যখন আমরা জানতে পারলাম যে ডিয়ার লটারির টিকিটটি আমি কিনেছিলাম তাতে এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার জিতেছি। আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই এই রকম একটি চমৎকার সুযোগ প্রদান করার জন্য। আমি সকলকে ডিয়ার লটারি কেনার এবং তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করার পরামর্শ দেবো।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সততা প্রমাণিত।

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা গৌতম সিং - কে 04.05.2024 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 97J 37311 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতা-

শর্টসার্কিট, পুড়ল কম্পিউটার

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে শর্টসার্কিট। যার জেরে পুড়ে গেল কম্পিউটার। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রাতে নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা কর্মীরা ঘটনার আকস্মিকতায় ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। এই পরিস্থিতির নেপথ্যে জমে থাকা বৃষ্টির জল।

লাগাতার বৃষ্টির জেরে জল থইথই ডাবগ্রাম-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস। লাটে উঠেছে পরিষেবা। পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ারদের ব্যাখ্যা, 'জাতীয় সড়কে কাজের জন্য জলনিকাশিতে সমস্যা হচ্ছে। তাছাড়া পঞ্চায়েত অফিসটি নীচু জায়গায় অবস্থিত হওয়ায় বেশিরভাগ জল অফিসে ঢুকে জমে থাকছে।' এই পরিস্থিতিতে হাঁটুসমান জলে বসে কাজ করতে হচ্ছে পদাধিকারী থেকে গ্রাম পঞ্চায়েতের আধিকারিক-কর্মীদের। এব্যাপারে বিভিন্ন মহলে চিঠি দিয়েছেন প্রধান আরতি রায়। এরমধ্যেই শর্টসার্কিট উদ্বেগ বাড়িয়েছে পঞ্চায়েত সদস্যদের।

বুধবার রাতে একটি লাইটপোস্ট ভেঙে পড়ে। বিদ্যুতের তার পড়ে জলে। যার জেরে শর্টসার্কিট এবং কম্পিউটার নষ্ট। ঘটনা প্রসঙ্গে পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার বলেছেন, 'জাতীয় সড়ক সম্প্রসারণের কারণে নিকাশিনালাগুলো ভেঙেছে। সেই কারণে সাময়িক সমস্যা দেখা দিয়েছে। ওই ওয়ার্ডের কাউন্সিলার পরিস্থিতি নিয়ে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন। কীভাবে সমাধান করা যেতে পারে, সেদিকটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হবে।'

সংশ্লিষ্ট ওয়ার্ড কাউন্সিলার শোভা সুব্বার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি ওই এলাকায় এসে ভাঙা বাড়ির সামগ্রী ফেলে গিয়েছেন।

T&C Apply. Images shown here are for representation purpose only, actual product may differ in appearance. Spencers reserves its sole and absolute right to terminate, modify or extend, at its absolute discretion, without any prior notice and without any liability (present or future), without assigning any reason the terms & conditions, whatsoever. Offer valid at select stores till stocks last. All the Offers communicated will be offered as value discounts in the customers invoice. All Products may not be available Online. For detailed Terms & Conditions please visit www.spencers.in/App/Terms&conditions. Follow us on | Customer Care No. 1800 103 0134

CIN. U51229WB2000PLC154278

২৯ লক্ষ যাত্রী

হাওড়ায় গঙ্গার নীচ দিয়ে মেট্রো চালু হওয়ার সাড়ে তিনমাসের মধ্যেই ২৯ লক্ষ যাত্রী যাতায়াত করেছেন। জানিয়েছে মেট্রো রেল কর্তৃপক্ষ।

বন্দির মৃত্যু

মেদিনীপুর কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারে এক বিচারাধীন বন্দির ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়। পূর্ব মেদিনীপুরের একটি অপহরণ মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। মুখ খোলেনি জেল কর্তৃপক্ষ।

বৃষ্টির সম্ভাবনা

শনিবার উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগনা, মুর্শিদাবাদ, নদিয়া, বীরভূম, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, পূর্ব বর্ধমান জেলায় ঝড়বৃষ্টির জন্য হলুদ সতর্কতা জারি করেছে আবহাওয়া দপ্তর।

বিডিওকে শোকজ

পঞ্চায়েত সমিতির কার্যালয়ে বর্ধমান-১ ব্লকের বিডিও রজনীশ যাদবকে আইবুড়ো ভাত খাওয়ানোর ঘটনায় রজনীশকে শোকজ করলেন পূর্ব বর্ধমানের জেলা শাসক।

বৃষ্টিভেজা একটি মুহূর্ত। শুক্রবার নদিয়ায়।- পিটিআই

ওএমআর-এর তথ্য উদ্ধারে নয়া নির্দেশ

কলকাতা, ৫ জুলাই : ২০১৪ সালের প্রাথমিকের নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ওএমআর ও সার্ভার দুর্নীতির তদন্তে প্রয়োজনে পৃথিবীর যে-কোনো প্রান্তের বিশেষজ্ঞদের শরণাপন্ন হওয়ার নির্দেশ দিলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি রাজাশেখর মান্থা। সিবিআইকেও সর্বশক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে। আদালতের বক্তব্য, আইবিএম, উইপ্রো, টিসিএস বা যে-কোনো প্রথমসারির বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সাহায্য নিক সিবিআই। ওএমআর নিয়ে সংশয় মেটাতে সরকারি বা বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সহযোগিতা নিতে পারবে তদন্তকারী সংস্থা। এমনকি এথিক্যাল হ্যাকার যদি দেশের বাইরেও থাকে তাহলেও তার সাহায্য নিতে পারবে সিবিআই। ৬ সপ্তাহ পরে মামলার পরবর্তী শুনানি।

কোর্টের বক্তব্য

- ওএমআর সংশয় মেটাতে প্রথমসারির বেসরকারি তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সাহায্য নিক সিবিআই
- এমনকি দেশের বাইরেরও এথিক্যাল হ্যাকারের সাহায্য নিতে পারবে তারা

২০১৪ সালের প্রাথমিকে নিয়োগের পরীক্ষায় আসল ওএমআর শিট আগেই নষ্ট করা হয়েছে বলে আদালতে জানিয়েছে সিবিআই। তার পরিবর্তে ডিজিটাইজড তথ্য রয়েছে বলে জানানো হয়। পরীক্ষার্থীদের ওএমআর শিট মূল্যায়নের জন্য এস বসু রায় অ্যান্ড কোম্পানি নামের একটি সংস্থাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তারা সেই শিট স্ক্যান করেছে বলে জানায় পর্ষদ। আগের শুনানিতে বিচারপতির পর্যবেক্ষণ ছিল, স্ক্যান করা হলে হার্ডডিস্কে তা থাকার কথা। যদি হার্ডডিস্কও নষ্ট করে দেওয়া হয় তাহলে সেটিও তদন্তের আওতায় আনতে হবে। হার্ডডিস্ক নষ্ট হলেও সার্ভারে আসল তথ্য থাকা দরকার। তাই ওএমআর শিট স্ক্যান করে কোন হার্ডডিস্কে রাখা হয়েছিল সে বিষয়ে সিবিআইকে তথ্য জানানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বিচারপতি মান্থা।

এদিন সিবিআই সেই তথ্য জমা দিতে পারেনি। তাই বিচারপতি মান্থার পর্যবেক্ষণ, এই মামলার তদন্তে ওএমআর শিটের তথ্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই তা উদ্ধার করা দরকার। প্রয়োজনে যে-কোনো তথ্যপ্রযুক্তি সংস্থার সাহায্য নেওয়ার নির্দেশ দেন বিচারপতি। কারণ, প্রযুক্তিগত বিষয়টি নিয়ে নিশ্চিত না হয়ে আদালত আইনি পদক্ষেপ করতে চাইছে না। এর জন্য প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ ও রাজ্যকে প্রয়োজনীয় অর্থ বহন করতে হবে বলে জানান তিনি।

বিচারপতি বলেন, 'প্রথম সার্ভারের কপি কতবার ট্রান্সফার হয়েছে? তথ্য কি এডিট হয়েছে? যদি হয়ে থাকে তাহলে কতবার? এর সন্তোষজনক জবাব পেতে চায় আদালত।' সাত সপ্তাহ পরে সিবিআইকে এই নির্দেশ কার্যকরের ক্ষেত্রে অগ্রগতির রিপোর্ট দিতে হবে আদালতে।

রাষ্ট্রপতির কাছে নালিশ রাজ্যপালের, আইনি জটের জল্পনা

অধ্যক্ষের কাছেই শপথগ্রহণ

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৫ জুলাই : রাজ্যপালের নির্দেশ কার্যত এড়িয়ে বিরোধীশূন্য বিধানসভায় তৃণমূলের ২ বিধায়ক সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও রেয়াত হোসেন সরকারকে শপথবাক্য পাঠ করালেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। যদিও পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়ের মতে, সংবিধান মেনেই শপথ দিয়েছেন অধ্যক্ষ। এদিকে শপথ যথাযথ হয়নি বলে অভিযোগ তুলে রাষ্ট্রপতির কাছে চিঠি পাঠিয়েছেন রাজ্যপাল। রাজ্যপালের প্রশ্ন, সংবিধানে বর্ণিত কোনও বিধি (রুল) কি সংবিধানের ঊর্ধ্বে হতে পারে? পালটা তোপ দাগেন অধ্যক্ষ। শুক্রবারের শপথ সংবিধানের বিধি মেনেই হয়েছে বলে দাবি করেছে বিধানসভা। তবে বিরোধী ও সংবিধান বিশেষজ্ঞদের একাংশের মতে, এরপরও শপথ নিয়ে আইনি জটিলতা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

ফল ঘোষণার ঠিক ১ মাস ১ দিন পরে শপথ হল তৃণমূলের দুই বিধায়কের। এই ঘটনায় বরানগর ও ভগবানগোলার বিধায়কদের শপথ নিয়ে যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছিল, তা মিটল বলে দাবি করছেন পরিষদীয় মন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

বৃহস্পতিবার দুপুর ২টোয় সাংবাদিক সম্মেলন ডেকে শুক্রবার বিধানসভায় বিশেষ অধিবেশনের ঘোষণার পর রাত ৯টা ২২মিনিটে রাজভবন থেকে একটি ই-মেল পায় বিধানসভার অধ্যক্ষের দপ্তর। সেখানে রাজভবন থেকে বিধানসভার ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে দুই বিধায়ককে শপথ দেওয়ার জন্য মনোনীত করে নির্দেশ দেওয়া হয়। কিন্তু সংবাদমাধ্যমে সেই কথা জানার পর বৃহস্পতিবার রাতেই আশিস রাজ্যপালের এই নির্দেশ পালনে তাঁর অক্ষমতার কথা জানান।

এদিকে নির্ধারিত সূচি অনুযায়ী এদিন বিধানসভার কার্যনির্বাহী কমিটির বৈঠকের পর অধিবেশনের শুরুতেই রাজ্যপালের নির্দেশ অনুযায়ী ডেপুটি স্পিকার আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথ দেওয়ার জন্য নির্দেশ দেন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায়। জবাবে আশিস বলেন, সভায় অধ্যক্ষের উপস্থিতিতে শপথ দিতে তিনি অপারগ। একইসঙ্গে দুই বিধায়ককে শপথ দিতে অধ্যক্ষকেই অনুরোধ করেন তিনি। এরপরই প্রথমে রেয়াত হোসেন সরকার ও পরে সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়কে শপথবাক্য পাঠ করান অধ্যক্ষ। শপথ শেষ হতেই টেবিল চাপড়ে, 'জয় বাংলা' স্লোগান দেন শাসকদলের বিধায়করা।

শ্লীলতাহানি ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রীর করা মন্তব্য নিয়ে আদালতে গিয়েছে রাজভবন। সেই মামলায় সায়ন্তিকারও নাম রয়েছে। সায়ন্তিকা বলেন, 'মামলার বিষয়টি নিয়ে এখানে কোনও মন্তব্য করব না। যা হওয়ার হয়েছে, নতুন করে আমি কোনও বিতর্ক চাইছি না। আমি রাজ্যপালের আশীর্বাদ চাইছি।' ভগবানগোলার বিধায়ক বলেন, 'ন্যায় ছিনিয়ে আনতে আমরা যে লড়াই করেছি, তার অনুপ্রেরণা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।'

বিধানসভায় শপথের পরই নিজের এক্স হ্যান্ডেলে পোস্ট করে শপথ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন রাজ্যপাল সিভি আনন্দ বোস। পোস্টে রাজ্যপালের দাবি, শপথ নিয়ম মেনে হয়নি। অনিয়মের এই শপথের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপতির কাছে অভিযোগ করেছেন তিনি। শপথ নিয়ে স্পিকার ও পরিষদীয় মন্ত্রীর দাবি নিয়ে প্রশ্ন তুলে রাজ্যপাল বলেছেন, 'সংবিধানে বর্ণিত কোনও বিধি (শপথ সংক্রান্ত, চ্যাপ্টার ২, রুল ৫) সংবিধানের ঊর্ধ্বে নয়।' যদিও রাজ্যপালের টুইটের তীব্র সমালোচনা করে অধ্যক্ষ বলেন, 'সমাজমাধ্যমে রাজ্যপালের বক্তব্যকে কোনও গুরুত্ব দিতে চাই না। যা করেছি সংবিধান মেনেই করেছি। উনি আগেই রাষ্ট্রপতির কাছে গেলে খুশি হতাম। আমাকে সরানোর ক্ষমতা রাজ্যপালের নেই।'

বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এই শপথগ্রহণের তীব্র নিন্দা করে বলেন, 'সম্পূর্ণ বেআইনি শপথ। সংবিধান বহির্ভূত কাজ করেছেন অধ্যক্ষ। ইতিমধ্যেই রাজ্যপাল রাষ্ট্রপতিকে লিখেছেন। এর ব্যবস্থা না হলে বিরোধী দলনেতা হিসাবে আমি যা করার করব। এত ইগো কেন? এত দম্ভ কেন? সংবিধান কিছু নয়, মুখ্যমন্ত্রী যা বলছেন সেটাই করতে হবে?'

সংবিধান ও সংসদ বিশেষজ্ঞদের মতে, সংবিধানের যে ১৮৮ অনুচ্ছেদের ৫ নং বিধিকে হাতিয়ার করে অধ্যক্ষ শপথ দিয়েছেন, সেখানে বলা হয়েছে, 'কোনও সদস্য ইতিপূর্বে যদি শপথ বা প্রতিজ্ঞা না নিয়ে থাকেন, তাহলে তিনি অধিবেশনের পূর্বাহ্নে প্রধান সচিবের কাছে লিখিতভাবে নোটিশ প্রদান করিয়া সভার অধিবেশনের প্রারম্ভে বা সভা চলাকালীন অধ্যক্ষ কর্তৃক নির্ধারিত সময়ে শপথ বা প্রতিজ্ঞা লইতে পারবেন।' অর্থাৎ অধ্যক্ষ মনে করলে দুই বিধায়ককে সভাতেই শপথ নেওয়ার নির্দেশ দিতে পারেন। কিন্তু তা দিতে হবে রাজ্যপাল নির্দিষ্ট ব্যক্তিকে, এক্ষেত্রে ডেপুটি স্পিকারকেই।

কিন্তু এক্ষেত্রে তা হয়নি। এখানেই নিয়ম ভাঙা হয়েছে বলে মনে করছেন তাঁরা। আর তার জেরেই শপথ যথাযথ হয়েছে কি না তার বিচারে বিষয়টি আদালতে টেনে নিয়ে যেতে পারেন রাজ্যপাল। সেক্ষেত্রে বিষয়টি শীর্ষ আদালতের সাংবিধানিক বেঞ্চ পর্যন্ত গড়াতেই পারে। তবে এই ইস্যুতে রাজ্য-রাজভবনের মধ্যে যে তিক্ততা আরও বাড়ল, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।

শপথ নেওয়ার পর রেয়াত হোসেন সরকার ও সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায়। শুক্রবার বিধানসভায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল

বগটুইয়ের স্মৃতি ফেরাল রজতপুর

বোলপুর, ৫ জুলাই : ২০২২ সালের ২১ মার্চ বগটুইয়ে দশজনকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল। এবার বোলপুর থানার রায়পুর সুপুর পঞ্চায়েতের রজতপুর গ্রামে একই পরিবারের তিনজনকে পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করল দুষ্কৃতীরা। বাড়ির মধ্যে ঘুমন্ত অবস্থায় আগুনে ঝলসে মৃত্যু হয় মা ও ছোট ছেলের। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছেন বাবা শেখ আবদুল আলিম।

পুলিশের প্রাথমিক অনুমান, কেউ বা কারা জানলা দিয়ে ঘরের মধ্যে কেরোসিন তেল ছিটিয়ে দিয়ে আগুন ধরিয়ে দেয়। প্রথম তাঁরা বুঝতে না পারলেও পরে তাঁদের চিৎকারে সবাই ঘুম থেকে উঠে আসেন। কিন্তু ততক্ষণে তিনজনই ঝলসে যান। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বোলপুর থানার পুলিশ। ইতিমধ্যে ওই পরিবারের বড় ছেলে শেখ রাজের সঙ্গে দেখা করেছেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কাজল শেখ। তিনি ওই পরিবারকে সবরকমের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন।

এসএসসির চেয়ারম্যানকে স্মারকলিপি

কলকাতা, ৫ জুলাই : আদালতের নির্দেশে বাতিল হওয়া ২০১৬ সালের শিক্ষকদের প্যানেল নিয়ে রাজ্যের স্কুল সার্ভিস কমিশনের চেয়ারম্যানের হস্তক্ষেপের দাবি জানাল সংগ্রামী যৌথমঞ্চ। শুক্রবার বিধাননগরের আচার্য ভবনে সংগঠনের এক প্রতিনিধি দল চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে একটি স্মারকলিপি দেন। তাঁদের বক্তব্য, বাতিল হওয়া ওই প্যানেলের ২৫৭৫৩ জনের সকলেই কিন্তু দোষী নন। যাঁরা দোষী তাঁদের চাকরি বাতিল হোক, কিন্তু প্রকৃত যোগ্যদের চাকরি যেন বাতিল না হয়।

রথের চাকায় শেষমুহূর্তে তুলির টান। কলকাতায় আবির চৌধুরীর তোলা ছবি।

দেড় কোটি নেওয়ায় অভিযুক্ত চিদম্বরম-জায়া

১১ বছর পর চার্জশিট, ভর্ৎসনার মুখে ইডি

কলকাতা, ৫ জুলাই : সারদা মামলায় তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট পেশ করল ইডি। ১১ বছর পর শুক্রবার এই চার্জশিট জমা দেওয়ায় বিচারকের ভর্ৎসনার মুখে পড়ল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। তাই নথি জমা পড়লেও তা গৃহীত হয়নি। ১১০০ পাতার নথিতে মূল চার্জশিট ৬৫ পাতার। সেই চার্জশিটে পি চিদম্বরমের স্ত্রী নলিনী চিদম্বরমকে অন্যতম অভিযুক্ত হিসেবে দেখানো হয়েছে। ইডির দাবি, চিদম্বরম-জায়া সারদা কর্তা সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে দেড় কোটি টাকা নিয়েছিলেন। সেই টাকা 'প্রোটেকশন মানি' হিসেবে দেওয়া হয়েছিল। ইডির এই দাবি নিয়েও বিচারকের প্রশ্নের মুখে পড়েছে ইডি।

এদিন চার্জশিট পেশ করতেই বিচারক বলেন, '১১ বছর পর কেন চার্জশিট জমা করা হল? এতদিন কী করছিলেন? কীভাবে এই দুর্নীতি হল? আমি আইনি সংস্থার মুখপাত্র নই। আগে এই নথি পড়তে হবে।' নলিনী দেবীর টাকা নেওয়া প্রসঙ্গে ইডি সূত্রে খবর, তিনি ওই টাকা ২০১১-'১২ সালে সুদীপ্ত সেনের কাছ থেকে নিয়েছেন। সেইসময় পি চিদম্বরম কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন। নলিনী দেবী জানিয়েছিলেন, তিনি আইনজীবী। ওই টাকা পরামর্শদাতা হিসেবে নিয়েছিলেন। আসলে তৎকালীন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর স্ত্রী হিসেবে তাঁকে দেওয়া হয়েছিল।

সারদা মামলা

ইডি মনে করছে, প্রোটেকশন মানি হিসেবে এই টাকা দেওয়া হয়েছিল। এতেই দ্বিমত রেখে বিচারকের প্রশ্ন, 'একজন ট্যাক্স কনসালট্যান্ট টাকা নিলে সেটা কীভাবে দুর্নীতি হয়? একজন অপরাধী তার অপরাধের টাকা থেকে যদি আইনজীবীকে দেন, তাহলে সেই আইনজীবীও কি আর্থিক তছরুপের অপরাধী হয়ে যান? উনি যদি কনসালটেন্সি নিয়ে থাকেন সেটা আয়কর দপ্তর দেখবে। আপনারা এমন একজনের বিরুদ্ধে চার্জশিট দিয়েছেন যিনি পেশায় সিএ। তাঁর বিরুদ্ধে কীভাবে চার্জশিট দেওয়া যায়? আপনাদের ভূমিকা ঠিক নয়। আপনাদের পদক্ষেপ যথাযথ নয়। আমি কোনও সংস্থার মুখপাত্র নই। কগনিজেন্স নেব না। প্রয়োজনে নোটিশ দিয়ে ডাকব। তথ্য দিয়ে আপনি প্রমাণ করুন।' ইডির চার্জশিট গৃহীত হয়নি আদালতে।

সূত্রের খবর, ইডির দাবি অনুযায়ী কোনও নথি দেখাতে পারেনি তারা। এর আগে চিদম্বরম-পত্নীকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য তলব করে ইডি। তাঁর সম্পত্তিও বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। সেইসময় নোটিশের ওপর কলকাতা হাইকোর্ট স্থগিতাদেশ দিয়েছিল। সেই স্থগিতাদেশ তুলে নেওয়ার পর সুপ্রিম কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছিলেন নলিনী দেবী। শীর্ষ আদালত জানায়, তাঁর বাড়িতে গিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করতে হবে ইডিকে। তারপর তাঁকে ইডি মেল করলেও উত্তর পাননি ইডি আধিকারিকরা।

আগামী বছর উদ্বোধন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের

কলকাতা, ৫ জুলাই : ৭ জুলাই রথের দিন দিঘার জগন্নাথ মন্দিরের উদ্বোধন হচ্ছে না। শুক্রবার তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। মন্দিরের কাজ অসম্পূর্ণ থাকায় এই বছর দিঘায় রথযাত্রা উৎসব শুরু করা যাচ্ছে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

পুরীর মন্দিরের আদলে দিঘায়ও জগন্নাথদেবের ওই মন্দির করা হচ্ছে। মূলত এই রাজ্যের বাসিন্দাদের কথা মাথায় রেখেই ওই মন্দির তৈরি হচ্ছে বলে আগেই জানিয়েছেন মমতা। ৭ জুলাই রবিবার রথযাত্রা। ওইদিনই দিঘার মন্দিরের উদ্বোধন হবে বলে রটে যায়। এমনকি পুরীর মতো রথযাত্রাও হবে বলে শোনা যায়। এই নিয়ে বিভ্রান্তি কাটাতেই মূলত মুখ্যমন্ত্রী তাঁর এক্স হ্যান্ডেলে ওই পোস্ট করেছেন। সেখানে তিনি লিখেছেন, 'আমি আনন্দের সঙ্গে ঘোষণা করছি যে, পুরীর ঐতিহ্যশালী জগন্নাথ মন্দিরের আদলে পশ্চিমবঙ্গের দিঘায় আমরা মন্দির তৈরি করছি। জগন্নাথ-বলরাম-সুভদ্রার পুজো হবে এখানেও। রথযাত্রাও পালিত হবে।' তিনি আরও লিখেছেন, এই নিয়ে নানা কথা শোনা গেলেও বাস্তব হল, মন্দিরের কিছু কাজ এখনও অসম্পূর্ণ। তাই আগামী বছর থেকে দিঘায় রথযাত্রা পালন করব। পুরীর মন্দিরের মতো এখানেও পালিত হবে রথযাত্রা। সেখানে সবাইকে আমন্ত্রণ। নতুন এই মন্দির ও উৎসব সারা ভারতের নতুন সম্প্রীতিসাধনের ক্ষেত্র হিসেবে পালিত হবে।

কাজ না পেলে বিদায় রাজনীতিকে : দিলীপ

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ৫ জুলাই : পার্টিতে তাঁর প্রয়োজন না থাকলে রাজনীতিই ছেড়ে দেবেন বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বঙ্গ বিজেপির প্রাক্তন সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তাঁর পূর্বাশ্রম আরএসএসকেও সেকথা জানিয়েছেন। শুক্রবার 'উত্তরবঙ্গ সংবাদ'কে দিলীপ বলেন, 'সংঘ প্রচারক হিসাবেই চিরকাল কাজ করে গিয়েছি। আরএসএসের কথায় সেখানকার দায়িত্ব ছেড়ে রাজনীতিতে এসেছিলাম। রাজ্যে পার্টির সভাপতি হয়েছি। রাজ্যের বিধায়ক থেকে সাংসদও হয়েছি। আরএসএসের কথায় এবার আবার নতুন কেন্দ্রে লোকসভা নির্বাচনে দাঁড়িয়েছি। হয়তো পার্টিতে আমার আর কোনও প্রয়োজন নেই। তাই রাজনীতিকে টাটা বাইবাই করা ছাড়া কী করার আছে। সবটাই সংঘ পরিবারকে জানিয়েছি।' এই সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ্যে আনলেও কবে থেকে পার্টি ছাড়ছেন সেই প্রশ্নে দিলীপের উত্তর, 'একটু অপেক্ষা করুন, সবই জানতে পারবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বদল হচ্ছে। রদবদল হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পার্টিতেও। দেখি না কী হয়। তবে আমার নির্দিষ্ট কোনও কাজ না থাকলে আমি আর পার্টিতে নেই। অন্য কাজ করব।'

তাহলে কি অন্য কোনও পার্টি করবেন নাকি নিজে নতুন কোনও দল করবেন? এই প্রশ্নে তাঁর উত্তর, 'শুধু কি পার্টি করা বা রাজনীতি করাটাই একটা কাজ, আর কোনও কাজ থাকতে পারে না? সমাজসেবাও তো একটা কাজ। অন্য দল বা পার্টি করতে যাব কেন? একটু অপেক্ষা করুন না, সব জানতে পারবেন।'

অভিমান ও হতাশা দুই-ই চেপে ধরেছে রাজ্য বিজেপিতে একসময় 'সফল' প্রবীণ এই শীর্ষনেতাকে। তাঁর কথা বলার সুরেই এদিন তা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে। তবে তাঁর সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আনার পিছনে রাজ্যের গেরুয়া শিবিরের একাংশ দিলীপের 'প্রেশার পলিটিক্স'-এর গন্ধ পাচ্ছে। ওই অংশের বক্তব্য, দলে একে একে সব পদ হারিয়ে এমনকি শেষপর্যন্ত সদ্য লোকসভা ভোটে হেরে দিলীপ দলে প্রায় কোণঠাসা। রাজ্য নেতৃত্বের কেউই এখন এই নেতার সঙ্গে যোগাযোগ রাখেন না। নিজেই নিজের মতো করে রাজ্যে ঘুরে বেড়িয়ে পার্টির কাজ করছেন। পুরোনো কর্মীদের সঙ্গে দেখা করছেন। কথা বলছেন। তবু গুরুত্ব পাচ্ছেন না দলে। এইসময় তাঁর মতো শীর্ষ ও একসময় সফল নেতার এই সিদ্ধান্ত দলের কেন্দ্রীয় শীর্ষনেতৃত্বকে চাপে ফেলতে পারে, কথা ভেবেই হয়তো তিনি রাজনীতি ছাড়ার কথা বলছেন।

এই প্রসঙ্গে দিলীপ অবশ্য তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলে ওঠেন, 'দিলীপ ঘোষকে আবার এসব করতে হবে নাকি? দিলীপ ঘোষ তাঁর দক্ষতায় পার্টির জন্য কী করেছেন তা তো রাজ্যের মানুষ জানে। ১৮ সাংসদ ও ৭৭ জন দলের বিধায়ক তো আর এমনি এমনি আমার রাজ্য সভাপতি থাকাকালীন হয়নি। পার্টির কাজ তো করতে চাই। তবে পার্টিতে আমার জন্য নির্দিষ্ট কোনও কাজ না থাকলে আমি পার্টিতে নেই। পার্টি ছেড়ে অন্য কোনও কাজ করব।'

একটু অপেক্ষা করুন, সবই জানতে পারবেন। বিজেপির সর্বভারতীয় নেতৃত্বের বদল হচ্ছে। রদবদল হবে পশ্চিমবঙ্গের রাজ্য পার্টিতেও। দেখি না কী হয়।

দিলীপ ঘোষ

দিলীপের এই সিদ্ধান্ত প্রকাশ্যে আসার পরে দলের একাধিক ছোট-বড় নেতা ও কর্মীর টেলিফোন আসতে শুরু করে তাঁর কাছে। তবে দিল্লি থেকে দলের শীর্ষনেতৃত্বের বা রাজ্য নেতৃত্বের কারও কোনও ফোন অবশ্য দিলীপ পাননি বলে নিজেই জানালেন। এই 'চাপা হতাশা' নিয়ে 'ঠোঁটকাটা' হিসাবে পরিচিত দিলীপের মন্তব্য, 'কেউ খোঁজখবর রাখলে তো ফোন করবে! কীই বা বলবে ওরা?'

সংকটে মুকুল

কলকাতা, ৫ জুলাই : মুকুল রায়ের অবস্থা এখনও সংকটজনক। মস্তিষ্কে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে। কলকাতার ফুলবাগানের একটি বেসরকারি হাসপাতালের আইসিইউতে নন ইনভেসিভ ভেন্টিলেশনে রাখা হয়েছে তাঁকে। একটি বিশেষ চিকিৎসক দল তাঁর চিকিৎসার দায়িত্বে আছেন। ওই দলের দায়িত্বে রয়েছেন স্নায়ুরোগ বিশেষজ্ঞ এসএন সিং। বুধবার কাঁচরাপাড়ার বাড়িতে মাথায় চোট পান মুকুল।

বাড়ি ছাড়ল পরিবার, অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে

সালিশিতে না যাওয়ায় মারধর

প্রদীপ চট্টোপাধ্যায়

বর্ধমান, ৫ জুলাই : আদালতে বিচারাধীন থাকা মামলার বিচারের জন্য ডাকা হয়েছিল সালিশি সভা। সেই সালিশি সভায় হাজির না হওয়ার মাশুল গুনতে হচ্ছে বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁদের ছেলেকে। তাঁদের ব্যাপক মারধর করার পাশাপাশি খুনেরও হুমকি দেওয়ার অভিযোগ উঠেছে এক তৃণমূল নেতার শাগরেদদের বিরুদ্ধে। আর হুমকি শুনে ওই বৃদ্ধ দম্পতি ও তাঁর ছেলে বাধ্য হয়েছেন ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র পালাতে। ঘটনাটি পূর্ব বর্ধমানের জামালপুর থানার কুবাজপুর গ্রামের।

এই ঘটনায় প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছে বিরোধীরা। ন্যায়বিচার পাওয়ার আশায় বৃদ্ধা দ্বারস্থ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রীর। এমনকি তিনি তাঁদের উপর হওয়া হামলা ও আক্রমণের ঘটনা লিখিতভাবে রাজ্য পুলিশের ডিজি, জেলার পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককেও জানিয়েছেন। তদন্ত করে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন জেলার পুলিশ সুপার আমন দীপ।

আক্রান্ত বৃদ্ধা সাহানারা বিবি জানান, ২০১৮ সালে তাঁর ছেলে বসির আলির সঙ্গে বর্ধমান থানা এলাকার এক তরুণীর বিয়ে হয়। কিন্তু ছেলের বিবাহিত জীবন সুখের হয় না। বৌমা বধূ নির্যাতনের অভিযোগ এনে মামলা করেন। ওই মামলায় বর্ধমান সিজেএম আদালত তাঁদের তিনজনের জামিন মঞ্জুর করে। এরপর বৌমা খোরপোশের মামলা করেন। সেই মামলা এখন বর্ধমান আদালতের বিচারাধীন রয়েছে। সেই মামলারই ফয়সালা আদালতকে টপকে করতে চাইছেন তাঁদের এলাকার তৃণমূলের নেতা। সেই কথা জানাতে ১৩ জুন তাঁদের বাড়িতে আসেন চকদিঘি অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি আজাদ রহমানের শাগরেদরা। তাঁরা জানিয়ে যান, বৌমার করা মামলা সংক্রান্ত বিষয়ে আজাদ চকদিঘির অঞ্চল তৃণমূল কংগ্রেস অফিসে সালিশি সভা ডেকেছেন। ১৪ জুন সবাইকে হাজির থাকতে হবে। তাঁরা এও জানান, যদি বৃদ্ধা দম্পতি ও ছেলে বিচারসভায় উপস্থিত না হন, তাহলে তাঁদের বাড়িঘর ভাঙচুর এবং জ্বালিয়ে দেবে। এমনকি প্রাণে মেরে ফেলারও হুমকি দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এই হুমকি পেয়েই তাঁরা ওই বিচারসভায় যাননি। সেইসঙ্গে তাঁদের ছেলে জামালপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। এরপর ওই রাতেই লাঠিসোটা ও ধারালো অস্ত্র নিয়ে তাঁদের বাড়িতে চড়াও হন আজাদের ১২ জন শাগরেদ সহ আরও অনেকে। তাঁরা ওই দম্পতির ছেলেকে মারধর করেন। ছেলেকে বাঁচাতে গেলেও তাঁদের ওপরও আক্রমণ করা হয়। এমনকি বৃদ্ধার শ্লীলতাহানি করা হয় বলে অভিযোগ।

এই অবস্থায় খবর পেয়ে পুলিশ এসে তাঁদের উদ্ধার করে এবং ছেলেকে হাসপাতালে নিয়ে যায়। সুস্থ হয়ে তাঁদের ছেলে ফের থানায় অভিযোগ জানান। কিন্তু কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হয়নি। এই অবস্থায় প্রাণ বাঁচানোর তাগিদে বাধ্য হয়ে তাঁরা বাড়ি ছেড়েছেন। ওই বৃদ্ধার কথায়, 'প্রশাসন নিরাপত্তার ব্যবস্থা না করলে আমাদের আর বাড়ি ফেরা হবে না।'

যদিও অভিযুক্ত আজাদ সব অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি কোনও সালিশি সভা ডাকিনি। মিথ্যা করে ওই ঘটনার সঙ্গে আমার নাম জড়ানো হয়েছে।'

উন্নয়নে বৈষম্যের অভিযোগ সাংসদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর অধীনস্থ দার্জিলিং, কালিম্পংয়ের উন্নয়নে পঞ্চায়েতগুলিকে কত টাকা দেওয়া হয়েছে তার হিসাব চাইলেন পাহাড়ের সদ্য নির্বাচিত বিজেপি সাংসদ রাজু বিস্ট। শুক্রবার সাংসদ এ ব্যাপারে দুই জেলা শাসককে চিঠি দেন। তাঁর অভিযোগ, পঞ্চায়েতিরাজ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় সরকার পাহাড়ের উন্নয়নে বরাদ্দ দিলেও বৈষম্য করা হচ্ছে। তৃণমূল ও তাদের জোটসঙ্গী ছাড়া বাকি পঞ্চায়েতগুলিকে টাকা দেওয়া হচ্ছে না। নানা এলাকা থেকে এমন অভিযোগ পেয়েই তিনি আর্থিক বরাদ্দের হিসাব দেওয়ার আবেদন জানান। সেই হিসাব পেলে তা নিয়ে কেন্দ্রীয় পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়নমন্ত্রীর কাছে নালিশ জানাবেন বলে হুঁশিয়ারি দেন সাংসদ।

২০২৩-এর জুলাইয়ে পাহাড়ে দ্বিস্তরীয় পঞ্চায়েত বোর্ড গঠিত হয়। সেই নির্বাচনে পঞ্চায়েত সমিতি ও গ্রাম পঞ্চায়েতের সিংহভাগই অনীত থাপার ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চা (বিজিপিএম)-এর দখলে গিয়েছে। তবে দার্জিলিংয়ের বিজনবাড়ি, মিরিক, কালিম্পংয়ের পেডং সহ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতিতে কিছু আসনে জিতেছে বিজেপি, হামরো পার্টি, মোর্চার মতো দলগুলি। সেই পঞ্চায়েতগুলিতে আর্থিক বরাদ্দ দেওয়া হচ্ছে না বলে সাংসদের অভিযোগ। তাঁর দাবি, পঞ্চায়েত ও গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রকের উপসচিবের দেওয়া তথ্যানুযায়ী, পঞ্চদশ অর্থ কমিশনের ৮৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা জিটিএতে এসেছে। এছাড়া পঞ্চায়েতের উন্নয়নে নানা প্রকল্পে পাহাড়কে আরও টাকা দেওয়া হয়েছে বলে রাজুর দাবি।

সাংসদ বলেন, 'আমি দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে জেলা শাসকের কাছে প্রতিটি পঞ্চায়েতের বরাদ্দের হিসাব জানতে চেয়েছি। আমি জেলা শাসকদের জবাব পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে আদালতেও যাব।'

সূত্রের খবর, বিজনবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতি ও সেখানকার গ্রাম পঞ্চায়েতে বিজেপি এবং হামরো পার্টির কয়েকজন সদস্য কিছুদিন ধরে তাঁদের এলাকায় কাজ হচ্ছে না বলে সামাজিক মাধ্যমে অভিযোগ তোলেন। এর প্রেক্ষিতেই সাংসদের এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। কালিম্পংয়ের জেলা শাসক সুব্রহ্মণিয়ান টি এনিয়ে মন্তব্য করতে রাজি হননি।

জিটিএ-র জনসংযোগ আধিকারিক এসপি শর্মা বলেন, 'জিটিএকে পঞ্চায়েতের উচ্চস্তর হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পাহাড়ে পঞ্চায়েতের সব কাজ জিটিএ-র মাধ্যমেই করতে হবে। কিন্তু বিজেপি সহ বিরোধী দলের বোর্ড বা জনপ্রতিনিধিরা এই নির্দেশ মানছেন না। তাই, তাঁরা হয়তো সঠিক হিসাব জানতে পারছেন না। সব পঞ্চায়েতেই সমপরিমাণ অর্থবরাদ্দ করেই কাজ করা হচ্ছে।' তিনি আরও বলেন, 'পঞ্চায়েত ভোটের আগে রাজু রাজ্য সরকার ও জিটিএকে বাদ দিয়ে কেন্দ্রের বরাদ্দ এনে পঞ্চায়েতে সরাসরি কাজ হবে বলে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এখন সেই প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল? আইন, সংবিধান মেনেই সবাইকে কাজ করতে হবে।'

দুই জেলা শাসককে চিঠি

আমি দার্জিলিং এবং কালিম্পংয়ে জেলা শাসকের কাছে প্রতিটি পঞ্চায়েতের বরাদ্দের হিসাব জানতে চেয়েছি। আমি জেলা শাসকদের জবাব পাওয়ার পরই সংশ্লিষ্ট মন্ত্রকের মন্ত্রীর সঙ্গে কথা বলব। প্রয়োজনে আদালতেও যাব।

রাজু বিস্ট

নদীভাঙনে বস্তি নিশ্চিহ্নের আশঙ্কা

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : রোহিণী নদীর জলের তোড়ে নদীর পাড় ভেঙে খাপরাইল বাজার লাগোয়া ঝালি বস্তি নিশ্চিহ্ন হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে। ঘটনায় মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝালি বস্তিতে রোহিণীর গ্রাসের আশঙ্কায় প্রায় ৩৫টি পরিবারের রাতের ঘুম উবেছে। পাহাড় থেকে নেমে আসা রোহিণী ও রক্তি নদী প্রতি বছর বর্ষায় ভয়ানক আকার ধারণ করে। যদিও এখনও বর্ষা সেই অর্থে ব্যাপক আকার নেয়নি। এর মধ্যেই রোহিণী ফুলে উঠতে শুরু করার পাশাপাশি শুরু হয়েছে ভাঙনও। স্বাভাবিকভাবেই বাসিন্দাদের মনে নদী গ্রাসের আশঙ্কা ছড়াচ্ছে।

এ প্রসঙ্গে মাটিগাড়ার বিডিও বিশ্বজিৎ দাস বলেন, 'ওখানকার পরিস্থিতির খবর পেয়েই শুক্রবার পরিদর্শনে গিয়েছিলাম। খাপরাইল বাজারের কাছেই রয়েছে ঝালি বস্তি। ওখানে থাকা মোট ৩৫টি বাড়িই বিপজ্জনক অবস্থায় রয়েছে। এর মধ্যে ছ'টি বাড়িকে রোহিণী প্রায় ছুঁয়ে ফেলেছে। যে কোনও সময় ওই বাড়িগুলি রোহিণীর গর্ভে তলিয়ে যেতে পারে। এলাকায় পরিদর্শন করে সেচ দপ্তরের সঙ্গে কথা বলেছি। ওখানে নদী শাসনে অর্থাৎ ভাঙন রোধে বাঁধ দিতে হবে। সেচ দপ্তর জানিয়েছে, ওখানে বাঁধ তৈরির জন্য এখন ডিটেলস প্রোজেক্ট রিপোর্ট বা ডিপিআর তৈরির প্রক্রিয়া চলছে। তবে, এই মুহূর্তে বাড়িগুলিকে বাঁচাতে এখনই স্পারবাঁধ তৈরি করে দেওয়া হবে। পরে স্থায়ী সমাধান করা হবে।

শোভাযাত্রা

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : খোলা জায়গায় প্রকৃতির ডাকে সাড়া দেওয়ার বিরুদ্ধে মানুষকে সচেতন করার উদ্যোগ নিল ব্লক প্রশাসন। শুক্রবার মাটিগাড়া ব্লকের পাথরঘাটা গ্রাম পঞ্চায়েতের গোয়ালজোতে বিভিন্ন স্বনির্ভর গোষ্ঠী ও সংঘের সদস্যদের নিয়ে শোভাযাত্রা, আলোচনা সভা করা হয়। শৌচাগার আছে কি নেই, বাড়ি বাড়ি গিয়ে তা খতিয়ে দেখা হয়। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, বিডিও বিশ্বজিৎ দাস প্রমুখ।

গোরু উদ্ধার

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জুলাই : পাচারের আগেই উদ্ধার করা হল ছয়টি গোরু। ফাঁসিদেওয়া থানার পুলিশ শুক্রবার গোয়ালটুলি মোড় এলাকায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে একটি পণ্যবাহী গাড়ি আটক করে। সেখানে তল্লাশি চালিয়ে গোরুগুলি উদ্ধার করা হয়। পুলিশ দেখে গাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় চালক। জানা যাচ্ছে, গাড়িটি চটহাটের দিক থেকে ফুলবাড়ির উদ্দেশে যাচ্ছিল। উদ্ধার হওয়া গোরু খোঁয়াড়ে পাঠানো হয়েছে।

গোল্ড লোনে প্রতারণায় ক্ষোভ

শুভজিৎ চৌধুরী

ইসলামপুর, ৫ জুলাই : কোনও গ্রাহকের সোনা উধাও। আবার কারও লোনের পরিমাণ হঠাৎ করে বেড়ে গিয়েছে। এমনই অভিযোগে বৃহস্পতিবার সকাল থেকে ইসলামপুর শহরের পুরাতন বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন একটি বেসরকারি গোল্ড লোন সংস্থার শাখার গেটের বাইরে ধর্নায় বসেন গ্রাহকরা। শুক্রবার রাত সাড়ে আটটা নাগাদ পুলিশের আধিকারিকরা এসে গোল্ড লোন সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন। দশদিনের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টার আশ্বাস দিলে ধর্না ওঠে। বেসরকারি গোল্ড লোন সংস্থাটির ইসলামপুর শাখার ম্যানেজার কাশীনাথ সরকার বলেন, 'শুক্রবার আমাদের শাখা খুলতে দেওয়া হয়নি। তবে কীভাবে গ্রাহকদের সমস্যার সমাধান করা যায়, তা নিয়ে ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসা হবে। চেষ্টা করা হচ্ছে, দশদিনের মধ্যে সমস্যা মেটানোর।'

২০২৩ সালের জুনে এই শাখার দুই ম্যানেজারের বিরুদ্ধে ১৬ কেজিরও বেশি সোনা চুরির অভিযোগ উঠেছিল। পাশাপাশি শাখার একজন মহিলা কর্মী সহ বাইরের দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে ইসলামপুর আদালতে তোলা হয়। সেই মামলা এই মুহূর্তে রায়গঞ্জ জেলা আদালতে চলছে। ইসলামপুর আদালত থেকে মহিলা কর্মীর জামিন মঞ্জুর হয়। বাকি চারজন কলকাতা হাইকোর্ট থেকে জামিন পেয়েছেন বলে পুলিশ সূত্রে খবর। তারপর থেকে বিভিন্ন সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন এই শাখার গ্রাহকরা।

শ্রীকৃষ্ণপুরের গ্রাহক মহম্মদ আজাদ হোসেন বলেন, ২০২২ সালে এই শাখায় সোনা রেখে লোন নিয়েছিলেন। সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল। ২০২৩ সালে এই শাখায় সোনা চুরির ঘটনা সামনে আসার পর থেকে সমস্যার শেষ নেই। তাঁর লোনের পরিমাণ নিজে নিজেই বেড়ে গিয়েছে। অভিযোগ, 'সেই সমস্যা সমাধানের জন্য একের পর এক তারিখ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এখনও সমাধান হয়নি। তার ওপর আমাদের কাগজপত্র নকল বলে জানানো হচ্ছে। তারই প্রতিবাদে আমরা বৃহস্পতিবার থেকে ধর্নায় বসেছিলাম।'

তিনি জানান, এদিনও সমস্যা সমাধানের দাবিতে শাখা খুলতে দেওয়া হয়নি। পরে রাতের দিকে পুলিশ এসে সংস্থার কর্তাদের সঙ্গে কথা বলেন। আজাদের কথায়, 'দশদিনের মধ্যে আমাদের সমস্যার সমাধান করার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। দেখা যাক, কী হয়।'

বিহারের পঠিয়া ব্লকের বাসিন্দা মহম্মদ আবু জাফরও এই গোল্ড লোন সংস্থায় ১১০ গ্রাম সোনা রেখে লোন নিয়েছিলেন। দুর্ভোগের কথা বলতে বলতে কেঁদে ফেললেন তিনি। বললেন, 'গতবছর সোনা চুরির ঘটনার কথা জানতে পেরে আমি আমার সোনার খবর নিতে আসি। আমাকে জানানো হয় সোনা উধাও হয়ে গিয়েছে। বলা হয়েছিল, কাগজ জমা দিলে সোনার পরিবর্তে আমাকে টাকা দেওয়া হবে। এখন বলা হচ্ছে, কাগজ নকল, তাই টাকা পাব না।'

ইসলামপুরে গোল্ড লোন সংস্থার শাখার গেটের সামনে ধর্না। শুক্রবার।

প্রতিবাদে ধর্না

- লোনের পরিমাণ বাড়ছে, লোনের বিনিময়ে জমা রাখা সোনাও উধাও
- আগে কাগজ দেখালে টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিলেও পরে কাগজ নকল বলে টাকা দেওয়া হচ্ছে না
- বৃহস্পতিবার থেকে ধর্নায় গোল্ড লোন সংস্থার ইসলামপুর শাখার গ্রাহকরা
- শুক্রবার দশদিনের মধ্যে সমস্যা মেটানোর চেষ্টার আশ্বাস দিলে ধর্না ওঠে

অস্ত্র সহ ধৃত ৭ দুষ্কৃতী

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় সোনার দোকানে ডাকাতির ঘটনার পর থেকেই সতর্কতা বেড়েছে শিলিগুড়িতে। এর মধ্যে শহর শিলিগুড়িতে পৃথক দুই জায়গায় অভিযান চালিয়ে দুইটি পিস্তল সহ মোট চারটি কার্তুজ উদ্ধার করল পুলিশ। গোপন সূত্রের খবরের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রধাননগর থানার পুলিশ দাগাপুরের একটি পরিত্যক্ত ঘরে অভিযান চালিয়ে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। ডাকাতির ছক কষার জন্যই ওই দুষ্কৃতীরা সেখানে মিলিত হয়। তাদের কাছ থেকে ধারালো অস্ত্রশস্ত্র মিলেছে।

অন্যদিকে, নিউ জলপাইগুড়ি থানার অন্তর্গত কাশ্মীর কলোনিতে আগ্নেয়াস্ত্র হাতবদলের সময় দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ধৃতদের মধ্যে একজন স্কুটারের ডিকিতে করে সেই পিস্তল নিয়ে এসেছিল। সবমিলিয়ে ধৃত সাত দুষ্কৃতীকে এদিন আদালতে তোলা হয়। এরমধ্যে প্রধাননগর থানা যে পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে, তাদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। ধৃতদের মধ্যে ফ্রান্সিস ক্রিসপোতা গয়েরকাটার বাসিন্দা, অভিষেক ওরাওঁ বীরপাড়া, গৌতম মাহাতো আলিপুরদুয়ার, অমিত সিং গুরংবস্তি ও সুরেশ খাতি কার্সিয়াংয়ের বাসিন্দা। এনজেপি থানার গ্রেপ্তার করা দুজনকে জলপাইগুড়ি জেলা আদালতে তোলা হয়। সবাইকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

শহরে মাসখানেক ধরেই বাইরে থেকে আসা বিভিন্ন গাড়ির ওপর নজরদারি চালাচ্ছে পুলিশ। হোটেল কিংবা পরিত্যক্ত কোনও জায়গায় কেউ দীর্ঘদিন রয়েছে কি না, সেব্যাপারেও নজরদারি শুরু হয়েছে। এরমধ্যেই বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রধাননগর থানার পুলিশের কাছে খবর আসে, দাগাপুরের একটি পরিত্যক্ত বাড়িতে কিছু ব্যক্তি ঘোরাঘুরি করছে। অভিযান চালাতেই দেখা যায়, ছয়-সাতজন ওই বাড়িতে জটলা করে রয়েছে। এরপর গোটা বাড়ি ঘিরে ভেতরে ঢোকে প্রধাননগর থানার সাদা পোশাকের পুলিশ। এরপর পাঁচজনকে পাকড়াও করা হয়। তাদের কাছ থেকে একটি পিস্তল, দুটো কার্তুজ সহ বেশ কিছু ধারালো অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার হয়। শহরের একপ্রান্তে যখন এই দৃশ্য, তখন আর এক প্রান্তে কাশ্মীর কলোনিতে পৌঁছে যায় এনজেপি থানার পুলিশ। সেখানে নারায়ণ মণ্ডল ও সনৎ বর্মন নামে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করা হয়। ধৃতদের মধ্যে নারায়ণ পশ্চিম ধনতলা ও সনৎ কামরাঙ্গাগুড়ির বাসিন্দা।

গ্রেপ্তার আরও ১

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জুলাই : জমি দখল কাণ্ডে জাতীয় সড়ক অবরোধ করার ঘটনায় শুক্রবার আরও একজনকে গ্রেপ্তার করল বিধাননগর তদন্তকেন্দ্রের পুলিশ। ধৃতের নাম সরকার মুর্মু, সে চোপড়ার বাসিন্দা।

ধৃতকে সাতদিনের পুলিশ হেপাজতের আর্জি জানিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। তবে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজত মঞ্জুর করেছেন। ওই জমি দখলের ঘটনায় আর কেউ জড়িত কি না, তা জানতে ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

সম্প্রতি ফাঁসিদেওয়া ব্লকের ভীমবারে ২৭ নম্বর জাতীয় সড়ক অবরোধ এবং জমি দখল করতে যাওয়ার অভিযোগে দুইপক্ষের বিরুদ্ধে মামলা করে পুলিশ। এখনও পর্যন্ত এই দুটি ঘটনায় গ্রেপ্তারির সংখ্যা ৪০ পার করে গিয়েছে।

বিএসএফের গুলিতে নিহত

ইসলামপুর, ৫ জুলাই : বৃহস্পতিবার গোয়ালপোখর থানার তিনগাঁও সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে এক ব্যক্তির মৃত্যু হয়েছে। মৃতের নাম মহম্মদ রাজু। জানা গিয়েছে, সে বাংলাদেশের ঠাকুরগাঁ জেলার বালিয়াডাঙ্গি থানা এলাকার বাসিন্দা ছিল। বিএসএফের দাবি, ছয়-সাত জনের একটি দল ফেন্সিং কাটার চেষ্টা করছিল। বাধা দিলে তারা জওয়ানদের উপর হামলা চালায়। জবাবে গুলি চালায় বিএসএফ। বাকিরা পালাতে সক্ষম হলেও ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় রাজুর। ময়নাতদন্তের জন্য মৃতদেহ তুলে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে।

ওই ছয়-সাত জনের দলটি ওইদিন ফেন্সিং কাটতে এসেছিল কেন, তা এখনও জানা যায়নি। তবে, পাচারের চেষ্টায় তারা ভারতীয় ভূখণ্ডে পা রাখতে চেয়েছিল বলে ধারণা অনেকের। বর্তমানে পুরো বিষয়টি তদন্ত করে দেখার পরই আসল কারণ জানা যাবে।

অবশেষে সেতুর শিলান্যাস

ফাঁসিদেওয়া, ৫ জুলাই : প্রায় চার দশকের বঞ্চনার অবসান হতে চলেছে। ফাঁসিদেওয়া ব্লকের হেটমুড়ি সিংহীঝোরা গ্রাম পঞ্চায়েতের ধিমালছাট এলাকায় চেঙ্গা নদীর উপর সেতু নির্মাণের দাবি করে আসছিলেন গ্রামবাসীরা। এর আগে বেশ কয়েকবার শিলান্যাস হলেও সেতু অধরাই ছিল। অবশেষে শুক্রবার রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ডের প্রায় সাত কোটি টাকায় চেঙ্গা নদীতে প্রায় ১০০ মিটার দীর্ঘ সেতুর শিলান্যাস করা হল।

শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, মহকুমা পরিষদের সদস্য নলিনীরঞ্জন রায়, ফাঁসিদেওয়া পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য কুমুদিনী বড়াইকের উপস্থিতিতে সেতুর শিলান্যাস করা হয়েছে। অরুণ বলেন, 'আগামী দেড় বছরের মধ্যেই সেতু নির্মাণকাজ শেষ করা হবে।'

এদিন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির ছিলেন ঠিকাদার সংস্থার প্রোজেক্ট ডিরেক্টর তাপস চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'নদীতে জল কমলেই আগামী কয়েকদিনের মধ্যে কাজ শুরু করা হবে।' সেতুর দুই প্রান্তে ৩০০ মিটার অ্যাপ্রোচ রোড বানানো হবে বলে মহকুমা পরিষদ সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফাঁসিদেওয়া

সেতু তৈরি হলে এলাকার আর্থসামাজিক উন্নয়ন হবে বলে আশাবাদী গ্রামবাসীরা। এদিন বৃষ্টি উপেক্ষা করে শতাধিক মানুষ শিলান্যাস অনুষ্ঠানে হাজির হয়েছিলেন।

ভারতীয় স্থল সেনা

JOIN INDIAN ARMY AS AN OFFICER

www.joinindianarmy.nic.in

আধিকারিক প্রবেশ

১। নিম্নবর্ণিত পাঠ্যক্রমের জন্য আবেদন আমন্ত্রণ করা হচ্ছে :-

(ক) ৬৪তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (কারিগরি) পাঠ্যক্রম (পুরুষ) এবং ৩৫তম শর্ট সার্ভিস কমিশন (কারিগরি) পাঠ্যক্রম (মহিলা) এপ্রিল ২০২৫-এর জন্য।

(খ) ৩৪তম শর্ট সার্ভিস কমিশন জেএজি পাঠ্যক্রম এপ্রিল ২০২৫-এতে আইনে স্নাতক পুরুষ এবং মহিলা প্রার্থীদের জন্য।

(গ) ৫৭তম শর্ট সার্ভিস কমিশন এনসিসি বিশেষ প্রবেশিকা পাঠ্যক্রম (পুরুষ এবং মহিলা) (যুদ্ধে হতাহত সেনাকর্মীদের আশ্রিত সমেত) এপ্রিল ২০২৫-এর জন্য।

২। অনলাইন আবেদন নিম্নলিখিত সময় পর্যন্ত খোলা থাকবে :-

(ক) শর্ট সার্ভিস কমিশন (কারিগরি) পাঠ্যক্রম-পুরুষ এবং মহিলা - ১৬ জুলাই থেকে ১৪ অগাস্ট ২০২৪

(খ) জেএজি পাঠ্যক্রম - পুরুষ এবং মহিলা - ১৫ জুলাই থেকে ১৩ অগাস্ট ২০২৪

(গ) এনসিসি বিশেষ প্রবেশিকা পাঠ্যক্রম - পুরুষ এবং মহিলা - ১১ জুলাই থেকে ০৯ অগাস্ট ২০২৪

OFFICER ENTRIES

1. Applications are invited for the following courses:-

(a) 64th Short Service Commission (Tech) Men Course and 35th Short Service Commission (Tech) Women Course Apr 2025.

(b) 34th Short Service Commission JAG Entry Scheme Course (Men & Women) Apr 2025 course for Law Graduates.

(c) 57th Short Service Commission NCC Special Entry Scheme Course Apr 2025 for Men & Women (including Wards of Battle Casualties of Army personnel).

2. Online applications will open as under:-

(a) SSC (Tech) Course - Men & Women - 16 Jul to 14 Aug 2024

(b) JAG Course - Men & Women - 15 Jul to 13 Aug 2024

(c) NCC (Special) Course - Men & Women - 11 Jul to 09 Aug 2024

দ্রষ্টব্য :-

১। সেনায় নিয়োগ সম্পূর্ণ স্বচ্ছ এবং অবাধ। দালালদের থেকে সাবধান।

২। বিস্তারিত নোটিফিকেশন এবং তথ্যের জন্য অনুগ্রহ করে www.joinindianarmy.nic.in-এতে যান।

Note :-

1. Recruitment in the Army is totally transparent and free. Beware of touts.
2. For detailed Notification, please visit www.joinindianarmy.nic.in.

CBC 10601/11/0023/2425

শনিবার, ২১ আষাঢ় ১৪৩১, ৬ জুলাই ২০২৪

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

■ ৪৫ বর্ষ ■ ৪৯ সংখ্যা

সেতুভঙ্গের দায়ে চুপ

বিহারে গত ১৭ দিনে অন্তত ১২টি সেতু ভেঙে পড়েছে। এই সেতুগুলির মধ্যে কয়েকটি নির্মীয়মাণ ছিল। আরারিয়া, সিওয়ান, পূর্ব চম্পারণ, কিশনগঞ্জ, মধুবনি, মুজফফরপুর, সারন- বিহারের একের পর এক জেলায় সেতু বিপর্যয় হয়েছে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে অভিযোগ, সেতুগুলির নির্মাণে নিম্নমানের সামগ্রী ব্যবহার করা হয়েছিল। কোথাও আবার রক্ষণাবেক্ষণের চরম অভাবকে কাঠগড়ায় তোলা হয়েছে।

বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার জেডিইউ ও শরিক বিজেপির অন্দরে অনেকদিন ধরে সুশাসনবাবু নামে পরিচিত। তিনি বিহারকে বিকাশের নয়া উচ্চতায় নিয়ে গিয়েছেন বলে প্রচার চলে উচ্চগ্রামে। অথচ তাঁর আমলে একের পর এক সেতু ভেঙে পড়া নিয়ে কোনও তাপ-উত্তাপ নেই শাসক শিবিরে। বিজেপি নেতারা প্রায়ই বলে থাকেন, যে সমস্ত রাজ্য এনডিএ শাসিত, সেখানে ডাবল ইঞ্জিনের সরকার চলে। সেই অর্থে বিহারেও ডাবল ইঞ্জিন সরকার। সেই সরকারের আমলে একের পর এক সেতু ভেঙে পড়লেও এনডিএ শিবিরে হেলদোল দেখা যাচ্ছে না।

বিজেপি এবং জেডিইউ প্রায়ই অভিযোগ করে, আরজেডি ক্ষমতায় থাকাকালীন বিহারে জঙ্গলরাজ কায়েম হয়েছিল। এই অভিযোগের সত্যতা নিয়ে আলোচনা হতেই পারে। কিন্তু যাঁরা সুশাসন এবং ডাবল ইঞ্জিন সরকারের কথা প্রচার করেন, পরপর সেতু বিপর্যয় নিয়ে তাঁদের মুখে কোনও কথা শোনা যাচ্ছে না। ভেঙে পড়া সেতুগুলির বেশিরভাগ বিহারের গ্রামীণ কাজকর্ম দপ্তরের অধীন। দপ্তরটি জেডিইউয়ের হাতে। বিহারের বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদবের অভিযোগ, ওই দপ্তরের মন্ত্রী এখনও বহালতবিয়তে। এক ডজন সেতুর বিপর্যয়ের পরও তাঁকে সরানো হয়নি।

সেতু বিপর্যয়ে কেউ হতাহত হয়নি ঠিকই, কিন্তু যে বিপুল অর্থের অপচয় এই সেতু বিপর্যয়ে হল, সেজন্য কৈফিয়ত চাওয়া এবং সর্ষের মধ্যে ভূতদের খুঁজে বের করা নীতীশ কুমার সরকারের নৈতিক দায়িত্ব। তিনি সেই কৈফিয়ত না দিলে শরিকদল বিজেপির উচিত, তাঁর ওপর চাপ সৃষ্টি করা। নীতীশ কুমার বর্তমানে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন এনডিএ সরকারের গুরুত্বপূর্ণ শরিকও বটে। তিনি কেন্দ্রের কাছে বিহারের জন্য বিশেষ রাজ্যের মর্যাদা চাইছেন। বকেয়া দাবিদাওয়াগুলি আদায় করতে কোমর বাঁধছেন। অথচ বিহারে এতগুলি সেতু ভেঙে পড়ার পরেও তাঁর ওপর পালটা চাপ সৃষ্টির রাস্তায় হাঁটছে না বিজেপি।

গেরুয়া শিবিরের এমন ভাবগতিক দেখে মনে হতেই পারে যে, কেন্দ্রের ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য নীতীশের ওপর সেতু বিপর্যয় নিয়ে কোনও চাপ তৈরি করতে চাইছে না বিজেপি নেতৃত্ব। রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতায় নীতীশ এবং বিজেপির এমন কাজকর্ম অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু নীতি-নৈতিকতার সঙ্গে এই অবস্থানের অমিল প্রায় ১৮০ ডিগ্রি। মাঝখানে ৯ মাস বাদ দিলে নীতীশ কুমার ২০০৫ থেকে টানা ১৯ বছর বিহারের মুখ্যমন্ত্রীর পদে আছেন। কখনও এনডিএ, কখনও আরজেডি-কংগ্রেসকে সঙ্গী করে নিজেকে বিহারের নয়া মসিহা হিসেবে তুলে ধরতে মরিয়া চেষ্টা চালিয়েছেন।

তাঁর সেই চেষ্টায় প্রশ্ন তুলে দিয়েছে এক ডজন সেতুর বিপর্যয়। নিজেকে বিহারের মসিহা বলে আত্মপ্রচার তাই ঘোর অন্ধকারে নিক্ষেপিত হয়েছে। সেতু বিপর্যয়ের জন্য তেজস্বী যাদব বিহারের ডাবল ইঞ্জিন সরকারের দুর্নীতি এবং স্বজনপোষণকে কাঠগড়ায় তুলেছেন। কংগ্রেসও নিশানা করেছে বিহারের বর্তমান সরকারকে। এই ধরনের সেতু বিপর্যয় 'ইন্ডিয়া' জোটের কোনও শরিক দলের শাসিত রাজ্যে ঘটলে বিজেপি এবং এনডিএ শরিকরা যে ছেড়ে কথা বলত না, তা নিয়ে সন্দেহ নেই। ইডি, সিবিআইয়ের তদন্ত পর্যন্ত শুরু হয়ে যেত হয়তো। কিন্তু বিহারে বর্তমানে এনডিএ সরকার থাকায় নীতীশ কুমার থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি, সব এনডিএ নেতার মুখে কুলুপ।

অমৃতধারা

যে জিনিসটা দেখার পরিণাম মনের ওপর খারাপ হতে পারে বুঝছ, সেক্ষেত্রে চক্ষুকে সংবরণ কর। যেমন, একটা চিত্র রয়েছে। তুমি বুঝতে পারছ ওই চিত্রটা খারাপ। যদি দেখ মনের ওপর প্রভাব বেড়ে যাবে আর সে প্রভাব থেকে তুমি বাঁচবে না, যখন বুঝছ ওই চিত্রটা খারাপ তখন ওটা না দেখাই ভালো। এটা হল চক্ষুর সংবরণ। 'সাধু সোতেন সংবরো।' বুঝছ যে কোনও একটা খারাপ গান হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হচ্ছে বা খুব খারাপ আলোচনা হতে পারে, তার আগে থেকেই কানটাকে সরিয়ে নাও। কারণ, খারাপ আলোচনা যখন কানে পৌঁছবে তখন তুমি তোমার মনকে আর নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে না, কাজেই আগে থেকেই সতর্ক হয়ে যাও। এটা হল নিয়ন্ত্রণ।

-শ্রীশ্রী আনন্দমূর্ত্তি

বিজয়োৎসবে জয়বাবুরও জয়ধ্বনি

বিশ্বজয়ীদের প্যারেডে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক মহিমার মাঝে বোর্ড সচিবের বালখিল্যপনা বিস্ময়কর।

রূপায়ণ ভট্টাচার্য

জনসমুদ্রের মধ্যে ডিঙি নৌকোর মতো দুলছে এক হুডখোলা বাস। পাশে আরব সাগর। সাগরে তেমন ঢেউ নেই, যত ঢেউ ঐশ্বরিক মানব সাগরে। বাসের ছাদে চারপাশ দেখে আলোড়িত রোহিত-বিরাটরা।

এমন ফ্রেমের কোনও ছবি কি পাওয়া যাবে?

বৃহস্পতিবার রাতে সব কাগজের অফিসই এমন প্রশ্ন হাতড়ে বেরিয়েছে। বিকেল থেকে ছবি এসেছে অজস্র। এবং অধিকাংশ ছবিতেই দেখা যাচ্ছে, বাসের ঠিক সামনে দাঁড়িয়ে দুই মূর্তিমান। জয় শা এবং রাজীব শুক্লা। ক্রিকেটারদের মধ্যে মুখ বাড়িয়ে দিয়েছেন কোথাও। কোথাও ক্রিকেটারদের পাশে। দুজনকে বাদ দিয়ে কোনও ভালো ফ্রেম হবে না, হবে না, হবে না।

এক্স হ্যান্ডলে সে সময় টুইট ট্রেন্ডিংয়ে দেখলাম, ওই দুজনের নাম। এঁদের অস্বাভাবিক উপস্থিতি চোখে পড়েছে সবার। এবং নানা মন্তব্য ঠিকরে বেরোচ্ছে টুইটে।

নমুনা এরকমঃ

১) জয় শা-ই আমাদের জয় এনেছেন। সবচেয়ে বেশি রান তাঁর। সবচেয়ে বেশি উইকেট তাঁর। সবচেয়ে বেশি ক্যাচ তাঁর। ২) ধন্যবাদ জয় শা। বিশ্বকাপে আমাদের সেরা স্কোরার। ৩) জয় শা তো বাসে সবার আগে। ওই-ই টুর্নামেন্টের সেরা। ৪) সব কিছু অস্থায়ী ক্রিকেটে। স্থায়ী শুধু রাজীব শুক্লা। ৫) নব্বই দশক হোক বা ২০২৪, রাজীব শুক্লার অবসর নেই।

তিন লাখেরও বেশি লোকের মাঝে ভিকট্রি প্যারেডের ভিডিও খুঁটিয়ে দেখলে দুটি দৃশ্য দেখে রাগও হবে, পাবে হাসিও। একবার বুমরাহের হাত থেকে কার্যত বিশ্বকাপ ছিনিয়ে সামনে এসে জনতা জনার্দনকে ট্রফি দেখাতে লাগলেন জয়। বিশ্বজয়ী ক্রিকেটারদের ভঙ্গিতে। একবার রাজীব বাসের সামনে। বিরাট এসে তাঁকে ইঙ্গিত করলেন সরে দাঁড়াতে। তারপর রোহিতকে টেনে এনে দুজনে ট্রফি দেখাতে লাগলেন জনতাকে। বিশ্বকাপ ফুটবলের ট্রফি কিন্তু বিশ্বজয়ী ফুটবলার ছাড়া কেউ ছুঁতে পারেন না। সেটাই নিয়ম।

সৌরভ যখন লর্ডসে খালি গায়ে জার্সি ওড়াচ্ছিলেন, তখনও পাশে ছিলেন রাজীব। ধোনিরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পরও। কখনও কংগ্রেস, কখনও বিরোধী- এই করতে করতে সব সময় বোর্ডে থেকে গিয়েছেন সর্বঘটের কাঁঠালি কলা রাজীব। প্রাক্তন সাংবাদিক ভদ্রলোক কংগ্রেসের নেতা হলেও কী করে তাঁকে বোর্ডে এখনও রেখে দিলেন মোদি-শা, এটা বড় রহস্য।

ফাইনালের পর রোহিতরা কাপ নিতে যাওয়ার সময় দেখেছিলাম অদ্ভুত দৃশ্য। ক্রিকেটারদের সঙ্গে কাপ নিতে হাজির জয়বাবু। এই যে মেসি, এমবাপে, নুয়ের, ইনিয়েস্তা, বুফোঁ, বড় রোনাল্ডোরা বিশ্বকাপ জিতে ফিফার মঞ্চে উৎসবে মাততেন, কখনও তাঁদের ফেডারেশনের সচিবকে এমন আদেখলামো করে মঞ্চে এসে নাচানাচি করতে দেখিনি। বোর্ড প্রেসিডেন্ট রজার বিনি জয়বাবুর হাতের পুতুল। তাঁকেও ওই সময় দেখা যায়নি। অনেক অনেক পরে, উৎসব থিতিয়ে গেলে।

বোর্ডের সরকারি এক্স হ্যান্ডলে বিজয় মুহূর্ত থেকে রোহিত-বিরাটদের পাশাপাশি বিরাট জয়কথা। জয়বাবুর সবার সঙ্গে ছবি। বিজয় মঞ্চেও তিনি, সংবর্ধনা মঞ্চেও তিনি। প্লেনেও তিনি। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ছোট ভাই বাবুনের এমন অভ্যাস ছিল কলকাতা ফুটবল মাঠে। সেটা তুলনায় নস্যি। দু'দিন আগে সংসদে রাহুলের আচরণকে বালকবুদ্ধি, বালখিল্যপনা বলেছেন মোদি। ছোটে শা'র আচরণই আসলে বালখিল্যপনা।

ভাবার চেষ্টায় ছিলাম, ধোনিরা বিশ্বকাপ জেতার সময় বোর্ড সচিব ছিলেন কে? কপিলদের বিশ্বজয়ের মুহূর্তে সচিব কে ছিলেন বোর্ডের? মনে পড়ল না। পরে নেটে আবিষ্কার করি, তিরাশিতে সচিব ছিলেন এ ডব্লিউ কানমাদিকর। ধোনিরা চ্যাম্পিয়ন হওয়ার সময় একবার ছিলেন নিরঞ্জন শা, একবার শ্রীনিবাসন। পরে সচিব হলেন সঞ্জয় জাগদালে। কোন সচিব এত নেচেছেন, প্রচার নিয়েছেন?

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে ক্রিকেটারদের সাক্ষাৎ মুহূর্তে অবশ্যই থাকতে পারেন বোর্ড প্রেসিডেন্ট বা সচিব। ইন্দিরা গান্ধি তিরাশিতে কপিলদের সঙ্গে দেখা করার সময় প্রেসিডেন্ট ছিলেন রাজনীতিক এনকেপি সালভে। কিন্তু বিজয়মঞ্চে কর্তার সহর্ষ নাচ, উল্লাস ক্রিকেটও কল্পনা করেনি কোনওদিন। প্রথম থেকে বোর্ডে প্রেসিডেন্টই সব। দেশের সব খেলাতেই এক নিয়ম। বোর্ড প্রেসিডেন্ট সালভের পর শ্রীরামন, বিশ্বনাথ দত্ত, মাধবরাও সিন্ধিয়া, আইএস বিন্দ্রা, জগমোহন ডালমিয়া, রাজ সিং দুঙ্গারপুর, এসি মুথাইয়া, শারদ পাওয়ার, শশাঙ্ক মনোহর, এন শ্রীনিবাসন, অনুরাগ ঠাকুর- নামগুলো ভাবা যাক। এঁরা সবাই রাজত্ব করেছেন। প্রেসিডেন্ট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে জয় শা সচিব হতেই আমূল বদল বোর্ড প্রশাসনে। খেলাটা যেমন ধীরে ধীরে ব্যাটারদের হয়ে গেল, ওইভাবে সচিবই সব হয়ে গেলেন বোর্ডে।

সৌরভ জমানায় প্রথম দিকে জয়বাবু গুটিয়েছিলেন। ওদিকে রাজধানীতে ক্ষমতাবান হতে থাকলেন বড়ে শা, এদিকে ক্রিকেটে ছোটে শা। সৌরভযুগের শেষ দিক থেকেই স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর ছেলে বেপরোয়া। আইপিএল ট্রফি দিতে এগিয়ে আসতেন প্রেসিডেন্টকে ঠেলে। বর্তমান প্রেসিডেন্ট বিনি তো একেবারেই জয়বাবুর মুঠোয়। তিরাশির বিশ্বজয়ী ক্রিকেটার এখন প্রেসিডেন্ট। অথচ কেউ তাঁর নাম করছে না। আড়ালে রেখে সব ক্ষীরই খেয়ে চলেছেন জয়বাবু। বলতে পারেন, জয়বাবু দলের সঙ্গে আটকে না থাকলে এত দ্রুত ওয়েস্ট ইন্ডিজে বড় বিমান পাঠানোর ব্যবস্থা হত কি না। দেশের দু'নম্বর মন্ত্রীর ছেলে যে কোনও খেলার প্রশাসনে থাকলে এগুলোই লাভ।

বিজেপির নেতারা বড্ড চ্যাঁচান পরিবারতন্ত্রের বিরুদ্ধে। দেশে নির্লজ্জ পরিবারতন্ত্রের সেরা উদাহরণ এখন আর রাহুল-প্রিয়াংকা নন। জয় শা। দিল্লি ক্রিকেট সংস্থার দিকে তাকানো যাক। সেখানে আলো করে বসে প্রয়াত অরুণ জেটলির ছেলে রোহন। ইতিহাসের ফিরোজ শা কোটলার নাম বদলে অরুণ জেটলি স্টেডিয়াম হয়ে গিয়েছে। এবং প্রেসিডেন্ট রোহন জেটলি। সচিব? নয়াদিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী, প্রয়াত বিজেপি নেতা সাহিব সিং ভার্মার ছেলে সিদ্ধার্থ।

অনেক জয়ধ্বনি হল, জয়জয়কার হল। নয়াদিল্লির কথা বলতে বলতে প্যারেডের সামাজিক, অর্থনৈতিক রাজনৈতিক তত্ত্ব উঠে আসবে। আমাদের রাজধানী কত আবেগহীন হয়ে পড়েছে। মুম্বইয়ে আরব সাগরের তীর ঢেকে গেল মানুষে মানুষে, অথচ সেদিনই পুরো সকাল রোহিত-বিরাটরা খুব সাদামাঠা কাটালেন নয়াদিল্লিতে। বিমানবন্দর ছাড়া কোথাও মানুষের ঢল নামল না বিশ্ব চ্যাম্পিয়নদের দেখার জন্য। বিমানবন্দরে ঢাকঢোল নিয়ে অভ্যর্থনা? এ তো রাজধানীতে একেবারেই রুটিন ব্যাপার।

রাজধানীতে যাঁরা থাকেন, তাঁরা অবশ্য মোটেই বিস্মিত নন। ১৯৭৫ সালে হকি টিম বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হওয়ার পর খুব হইচই হয়েছিল সেখানে। তারপর আর খেলাকে কেন্দ্র করে স্মরণীয় বিজয়োৎসবের সাক্ষী হয়নি নয়াদিল্লি। দ্রুত আবেগ কমেছে। বরং মুম্বইয়ের তিন লক্ষ সাহসী জনতা দেখাল, আবেগে তারা কলকাতাকেও টেক্কা দিতে পারে। হাথরসের পদপিষ্টের ঘটনায় ভয় না পেয়ে। সালাম মুম্বই!

মুম্বইয়ে রাস্তায় ঘুরলে কোনও চেনা বলিউডের তারকা চোখে পড়ে যায়, এত তারকা। তবু ক্রিকেটারদের দেখতে উন্মাদনা সমাজবিজ্ঞানীদের লেখার বিষয় হতে পারে। কেউ গাছের মগডালে চড়েছে, কেউ ইলেক্ট্রিক পোলের টংয়ে। বহুদূর থেকে দলে দলে ট্রেনে চার্চগেট স্টেশনে এসে তরুণেরা কাজের দিনে দৌড়েছে মেরিন ড্রাইভে, তার ব্যাখ্যা নানা রকম হতে পারে। এক, ক্রিকেট খেলাটা রক্তের মধ্যে ঢুকে গিয়েছে, যার কাছে অর্থহীন দিনের রোজগার। দুই, মুম্বইয়েও অন্য রাজ্যের মতো বেকার সমস্যা তুঙ্গে। চাকরির অভাব। নইলে লক্ষ লক্ষ তরুণ কাজ ফেলে আসত না। অথবা সম্পূর্ণ উলটোটা। তরুণদের হাতে প্রচুর টাকা। একদিন কাজে না গেলেও চলে।

মানুষ কি মোবাইল, রিল, মিম, টিকটকের লোভে হুজুগে ভেসে যাওয়ার সময়ও পায় বেশি? নাকি জনবিস্ফোরণ এক অবিশ্বাস্য জায়গায়? এদিনই মুম্বইয়ে তিনটি পুরোনো ছবি ঘুরছিল সোশ্যাল মিডিয়ায়। ১৯৭১ সালে ওয়াদেকর ওয়েস্ট ইন্ডিজ জয় করে ফেরার সময় এক গোলাপি ফিয়াট জাতীয় গাড়িতে ফিরছেন। রাস্তায় তেমন লোক নেই। ১৯৮৩-তে কপিলদের সংবর্ধনা ওয়াংখেড়েতে। অতি ম্যাড়মেড়ে প্যান্ডেলে হাতে লেখা ব্যানার। লোক তেমন নেই।

চিরকালের জন্য মনে গেঁথে যাওয়া এই ভিকট্রি প্যারেড অন্য প্রশ্ন তুলে দিয়ে গেল। রাজনৈতিক। গান্ধিদের নিয়ে বিজেপি যে পরিবারবাদের খোঁচা দেয় বারবার, জয়বাবুর কাণ্ডকারখানায় তা কি বুমেরাং হবে না? বৃহস্পতিবারই নয়াদিল্লিতে কিছু বিরোধী সাংসদ জয়বাবুর প্রসঙ্গ তুলেছেন। চোখের সামনে তৈরি হচ্ছে নিত্যনতুন উদাহরণ। রাজনাথ সিং, জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া, অনুরাগ ঠাকুর, পীযূষ গোয়েল, কিরেন রিজিজু, অজিত দোভাল, ইয়েদুরাপ্পা, ধর্মেন্দ্র প্রধান, নারায়ণ রানেদের পরিবারের ছেলে বা বাবা-মা পদ্মের নেতা। সুষমা স্বরাজ, কল্যাণ সিং, গোপীনাথ মুন্ডে, প্রমোদ মহাজনের ছেলেমেয়েরাও সাংসদ। বংশপরম্পায় রাজনীতি এখন বিজেপির কাছে কাচের ঘরে ঢিল ছোড়া হয়ে যাচ্ছে।

জয়বাবুও অনেক দূর যাবেন রাজনীতিতে এলে। গুজরাট ক্রিকেট সংস্থায় পিতা-পুত্র আর প্রেসিডেন্ট নন। প্রেসিডেন্ট ধনরাজ নাথওয়ানি, সচিব অনিল প্যাটেল। অথচ সংস্থার ওয়েবসাইট খুলে দেখুন। প্রথমেই অমিত বাণী-ছবি দিয়ে। তারপর জয়বাবুর। তিন নম্বরে পরিমল নাথওয়ানি। তিনজনের বার্তাতেই মোদির গুণগান। এই নাথওয়ানি রিলায়েন্সের বড় কর্তা। আম্বানিদের খুব কাছের। তাঁর ছেলেই গুজরাট ক্রিকেটের প্রেসিডেন্ট, মুকেশ আম্বানির ছেলে আকাশের বন্ধু।

সিনিয়ার নাথওয়ানি ঝাড়খণ্ড থেকে রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। এখন হঠাৎ অন্ধ্রে ওয়াইএসআর কংগ্রেসে যোগ দিয়ে সেখান থেকে রাজ্যসভায়। আবার মোদি-শা'র খুব ঘনিষ্ঠ। গুজরাটে টাকা ঢালেন। রাজীব শুক্লা-জয় শা'র সহাবস্থানে এবার নিশ্চয়ই অবাক হবেন না। ওপরতলার রাজনীতিতে অনেক সমীকরণ হিসেবের বাইরে। সব রাজ্যেই। বলা যায় না, জয়বাবুর ভিকট্রি প্যারেডে নাচানাচিই হয়তো তাঁর রাজনীতিতে অভিষেকের উদ্বোধনী সংগীত। বোর্ডের কুর্শি কাজে লাগিয়ে রাজনীতিতে এসেছেন বহু লোক।

জয়বাবুর সম্মানে গুজরাটের রাজ্য সংগীত দিয়ে লেখাটা শেষ করি। ১৯৬০ সালে গুজরাট প্রতিষ্ঠার সময় গেয়েছিলেন এক বাঙালি গায়ক, মান্না দে। পরে মোদির মুখ্যমন্ত্রিত্বে, রাজ্যের ৫০ বছর পূর্তিতে নতুনভাবে তৈরি করানো হয় তামিলনাড়ুর এআর রহমানকে দিয়ে। ১৮৭৩ সালে এ কবিতা লেখেন নর্মদাশংকর দাভে।

'জয় জয় গরবি গুজরাট, দীপে আরুনম প্রভাত, জয় জয় গরবি গুজরাট।'

ঐতিহাসিক বিজয় প্যারেডে জয়বাবুকে দেখে গুজরাট গর্বিতই হয়েছে! রাজনীতিতে অভিষেকের জয়শঙ্খ বাজালেই হয় এবার!

আজ

১৯০১

ভারত কেশরী শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের জন্ম ১৯০১ সালে আজকের দিনে।

১৯৮৫

বিশিষ্ট অভিনেতা রণবীর সিংয়ের জন্ম ১৯৮৫ সালে আজকের দিনে।

আলোচিত

আমি অত্যন্ত দুঃখিত। দেশের কাছে এই কথাটাই শুধু সবার আগে বলতে চাই। আমি আপনাদের সবার রাগ টের পেয়েছি। আপনাদের হতাশা টের পেয়েছি। স্পষ্ট সংকেত দিয়েছেন আমার ব্যর্থতা নিয়ে। হারের সব দায় আমার।

- ঋষি সুনক

ভাইরাল/১

সুরাটের ডুমাসে বিজয়ভাই প্যাটেলের চা যেমন মিষ্টি, তার চেয়ে মিষ্টি তাঁর গানের গলা। নিজের চায়ের স্টলে চা তৈরি করতে করতে হাতে মাইক্রোফোন নিয়ে কিশোরকুমারের বিখ্যাত গান 'চিঙ্গারি' গাইছেন। তাঁর গান শুনতে দূরদূরান্ত থেকে বহু মানুষ আসেন।

ভাইরাল/২

একেই বলে 'দো ফুল এক মালি'। বিহারের বুদ্ধগয়ায় বয়ফ্রেন্ড নিয়ে দুই তরুণীর চুলোচুলির ভিডিও ভাইরাল। দেখা যাচ্ছে, রাস্তার মাঝে দুই তরুণী একে অপরকে চুলের মুঠি ধরে টানাটানি করছে। একজন আরেকজনকে পাশের বাড়ির দেওয়ালে চেপে ধরে।

উত্তরের পাঁচালি

সাহিত্যে নিবেদিত

নারায়ণ পণ্ডিত।

আলিপুরদুয়ারের ভূমিপুত্র নারায়ণ পণ্ডিত জেলার সাহিত্য ও সংস্কৃতির আঙিনায় অত্যন্ত পরিচিত নাম। দশ ভাইবোনের মধ্যে পঞ্চম। বাবা কৈলাস পণ্ডিত ও মা বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর কঠোর অনুশাসনে যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা। আলিপুরদুয়ার কলেজের বাংলা অনার্সের প্রথম ব্যাচের ছাত্র। তরুণ বয়স থেকেই লেখালেখিতে প্রচণ্ড আগ্রহ। সৃজনশীল সত্তার পরিচয় পেয়ে প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক বীরেন সরকার থেকে শুরু করে আলিপুরদুয়ার কলেজের অধ্যাপক বেণু দত্তরায়, শক্তিপদ ঘোষ, অর্ণব সেন প্রমুখ নারায়ণকে লেখালেখির বিষয়ে অনুপ্রাণিত করেন। স্থানীয় ভোলারডাবরি সুকান্ত পাঠাগারের সাহিত্য পত্রিকায় প্রথম লেখা প্রকাশ। পরবর্তীকালে নারায়ণ লিখেছেন অসংখ্য পত্রপত্রিকায়। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য পরমাণু, প্রদক্ষিণ, নোনাই, হরিণ, মাটির ছোঁয়া, মনের মানুষ, পাশাখা, মিছিল ইত্যাদি পত্রিকা। বিদ্যুৎ স্ফুলিঙ্গ, প্রচেষ্টা, প্রয়াস ও দিশারি নামে চারটি কাব্যগ্রন্থ বেরিয়েছে। ৪০ বছর যাবৎ মঞ্জরী সাহিত্যপত্রিকা সম্পাদনা করছেন। ২০২১ সালে মনের মানুষ সাহিত্য পরিবার নারায়ণকে কাব্যরত্ন সম্মাননা দেয়। পূর্ত দপ্তরের চাকরি থেকে সম্প্রতি অবসর নিয়েছেন। গল্প, প্রবন্ধ, ছড়া, কবিতাকে সঙ্গী করেই বাকি জীবনটা কাটাতে বদ্ধপরিকর।

–মানবেন্দ্র দাস

ছোটদের জন্য

স্রেফ ছোটদের জন্য পত্রিকা প্রকাশের উদ্যোগটা আজকাল অনেকটা কমেছে। তবে উত্তরবঙ্গে কিন্তু এর খামতি নেই। বঙ্গের এই অংশের নানা প্রান্তে এই উদ্যোগ বর্তমান। আলিপুরদুয়ার থেকে প্রকাশিত 'তেপান্তরের মাঠ' এই উদ্যোগের শরিক। সম্প্রতি পত্রিকার তৃতীয় সংখ্যা প্রকাশিত হল। আলিপুরদুয়ারের পাশাপাশি জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, শিলিগুড়ি, বীরভূম, কলকাতা সহ গোটা রাজ্যের শিশুদের লেখাই এতে ঠাঁই পেয়েছে। মোট ৫৪ জনের কেউ লিখেছে গল্প, কেউবা কবিতা বা চিঠি। কেউবা আবার সায়েন্স ফিকশন। এই পত্রিকার মাধ্যমে তাদের লেখা ভালোভাবে অন্যদের হাতে পৌঁছে যাচ্ছে দেখে ভোলারডাবরির আন্তরিক চক্রবর্তী, তুফানগঞ্জের প্রিয়াংশু সাহারা খুব খুশি। সম্প্রতি ছোটদের হাত দিয়েই আলিপুরদুয়ার কোর্ট মোড় এলাকায় পত্রিকার এই সংখ্যা প্রকাশিত হল। পরিমল দে, প্রমোদ নাথের মতো বিশিষ্টরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। লেখালেখি নিয়ে ছোটদের মেতে উঠতে দেখে মনোজ সাহার মতো অভিভাবকরা খুব খুশি। তা দেখে সম্পাদক পার্থ সাহা নিশ্চিন্ত।

–আয়ুষ্মান চক্রবর্তী

নেপালে সম্মানিত

কিছুদিন আগে নেপালের ভদ্রপুরে তিনদিনব্যাপী আয়োজিত 'প্রথম অন্তঃরাষ্ট্রীয় বহুভাষিক সাহিত্য-সংগীত তথা পর্যটন প্রবন্ধন মহোৎসব'–এ সম্মানিত হলেন উত্তরের বিশিষ্ট কবি ও সাহিত্যিক নিশিকান্ত সিনহা। তাঁকে এই সম্মানে সম্মানিত করেন নেপাল সংগীত তথা নাট্য অ্যাকাডেমির অধিপতি নিশা শর্মা পোখরেল। ভারতীয় কবি হিসেবে উৎসবে আমন্ত্রিত ইসলামপুরের নিশিকান্ত কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে উপস্থিত সকলের মন জয় করেন।

–শম্পা পাল

বর্ষাই আসল সময়, গাছ লাগাও, গাছ বাঁচাও

এ বছরই বিশ্ব পরিবেশ আন্দোলনে যুগান্তকারী চিপকো আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি। উত্তরবঙ্গে তার প্রভাব কতটা পড়ল?

গোপাল দে

বর্ষা চলে এল। বৃক্ষরোপণের সময়। একদিনও সময় নষ্ট না করে গণ উদ্যোগ শুরু করা যাক। এই সময়ে সর্ব স্তরের আলোচনায় উঠে আসুক - একটি গাছ, লক্ষ প্রাণ, গাছ লাগাও - গাছ বাঁচাও। এই গাছ বাঁচানোর আন্দোলনের ৫০ বছর পূর্তি এ বছরে।

বিশ্বে পরিবেশ আন্দোলনে এক যুগান্তকারী ঘটনা ঘটেছিল আমাদের দেশের উত্তরাখণ্ডের গাড়োয়াল পাহাড়ে - 'চিপকো আন্দোলন'। ১৯৭৩ সালে গাড়োয়ালের এক অখ্যাত - রেণীগ্রামে মহিলারা গাছকে জড়িয়ে ধরে গাছ মাফিয়াদের হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন ওই অঞ্চলের সমস্ত বৃক্ষকে। পরবর্তীকালে সুন্দরলাল বহুগুণা ও চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে চিপকো আন্দোলন এক বিশেষ পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। এই আন্দোলনের আর একটি দিক হচ্ছে, এই প্রথম প্রাকৃতিক সম্পদের উপর স্থানীয় মানুষ তাঁদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন।

গাছ লাগানোর ক্ষেত্রে প্রথম পর্বের কাজ হচ্ছে চারাগাছ সংগ্রহ, অবশ্যই বন দপ্তরের, নার্সারি এই কাজে আমাদের সাহায্য করবে। তবে নার্সারিতে সব ধরনের চারাগাছ পাওয়া যাবে না। এই জল, মাটি, বাতাসের নিকট আত্মীয় চারাগাছ পাওয়া যাবে গ্রামগঞ্জের বাড়িতে। আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, পেয়ারা, তেঁতুল, কুল, জলপাই, আমড়া, বেল এইরকম অনেক ধরনের গাছের চারা সহজেই শহরের বাইরে গেলেই পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় কাজ চারাগাছ নির্বাচন, একই ধরনের চারাগাছ সর্বত্র রোপণ করা যায় না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, সরকারি বা বেসরকারি অফিস প্রাঙ্গণে শাল, সেগুন, শিশু, ইউক্যালিপ্টাস না লাগিয়ে বকুল, কদম, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া, নিম বা কিছু বৃক্ষজাতীয় ফলের গাছ লাগানো যেতে পারে। আবার নদীর ধারে ও রাস্তার দু'পাশে, খেলার মাঠের পাশে চারাগাছ নির্বাচন অন্যরকম হওয়া দরকার।

তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ কাজ অসংরক্ষিত বনাঞ্চলের পাশে, নদীর ধার দিয়ে বা খোলা পরিত্যক্ত জায়গায় আম, জাম, কাঁঠাল, তেঁতুল, লিচু, কুল, নিম ইত্যাদি গাছের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে। খুব সহজেই গ্রামাঞ্চল থেকে এই গাছগুলোর বীজ সংগ্রহ করা যেতে পারে।

চতুর্থ কাজ, আমাদের এই উত্তরের জেলাগুলোতে রয়েছে অসংখ্য চা বাগান। চা বাগিচার ছায়াগাছ হিসাবে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষজাতীয় গাছ যেমন নিম, আমলকী, হরীতকী, বহেরা, অর্জুন গাছ লাগানো যেতে পারে। সাধারণত বাগান কর্তৃপক্ষ জ্বালানি কাঠের জন্য একই ধরনের ছায়াগাছ রোপণ করে। এটা পরিবর্তন করতে হবে। আরেকটি গাছের চারাগাছ পুরোনো বাড়ির আনাচে-কানাচে সহজেই পাওয়া যায় – বট গাছ।

এই গাছটি ইকোলজিক্যালি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ গাছ। ফাঁকা জায়গায় গাছটি লাগানো যেতে পারে। কিন্তু বর্ষায় গাছ লাগানোর কাজটি করবে কারা? স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন, ক্লাব, স্কুল, কলেজের এনসিসি এবং এনএসএস দলের সদস্যবৃন্দ। শেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজটি হচ্ছে গত বছরের বর্ষায় যে চারাগাছগুলো রোপণ করা হয়েছিল সেগুলো কতটা সুস্থ আছে বা বেঁচে আছে। এই কাজটিও এই বর্ষায় করতে হবে।

এরই মধ্যে ভয়ংকর তথ্য আমাদের জানাচ্ছে ফুড অ্যান্ড অ্যাগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন, আমাদের এই ধরিত্রী থেকে ১৯৯০ সাল থেকে ২০২০ সাল পর্যন্ত ৪২০ মিলিয়ন হেক্টর বা মোট বনাঞ্চলের শতকরা ১০.৩৪ ভাগ চিরতরে হারিয়ে গিয়েছে। প্রাকৃতিক বনাঞ্চল হচ্ছে, মনুষ্যজাতির ফুসফুস। আমাদের দেশের পরিবেশ আইনগুলোকে সংশোধন করে প্রাকৃতিক বনাঞ্চলকে অনেক বেশি উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। স্বাচ্ছন্দ্যে ব্যবসায়িক সংস্থাগুলো বনাঞ্চলের ভেতরে খনিজ উত্তোলন থেকে শুরু করে নানাবিধ কাজ শুরু করেছে। প্রতি বর্ষায় লক্ষ লক্ষ গাছ রোপণ করেও বনাঞ্চলের ক্ষত মেরামত করা যাবে না। প্রকৃতির ভয়ংকর রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি।

কতদিনে আমরা সতর্ক হব?

(লেখক জনবিজ্ঞান কর্মী। শিলিগুড়ির বাসিন্দা)

শব্দরঙ্গ ■ ৩৮৭৯

১			২	★	৩		৪
	★	★		★		★	
	★	★	৫			৬	
৭	৮		★	★	★		★
★		★	★	★	৯		১০
১১		১২		১৩	★	★	
	★		★		★	★	
১৪			★	১৫			

পাশাপাশি : ১। অট্টালিকা, বড় পাকাবাড়ি ৩। যে লোহা পুড়িয়ে গোরু মোষের গায়ে দাগ দেওয়া হয় ৫। দেশি শব্দ যার অর্থ মাগুরজাতীয় বড় মাছবিশেষ ৭। সুতো কাটার যন্ত্রবিশেষ, টাকু ৯। গজদন্ত ওঠেনি এমন হস্তিশাবক ১১। বাইরের অর্থাৎ মৌখিক আস্ফালন বা বড়াই, মিথ্যা জাঁক ১৪। ওড়িশার একটি বড় শহর ১৫। সপ্তলোক বা ভুবনের চতুর্থটি, স্বর্গ।

উপর-নীচ : ১। চুনি বা রুবি ২। দড়ি ৩। ঢাকজাতীয় প্রাচীন রণবাদ্যবিশেষ ৪। নিষ্ঠুর-এর কোমল ও কাব্যরূপ ৬। সুপারি গাছ ৮। অঙ্গীকার, শপথ ১০। অপ্রাপ্ত বয়স্ক ১১। লেখক, লিপিকার বা চিত্রকর ১২। সদর দরজা, তোরণ ১৩। মুসলমানদের ধর্মনেতা বা ধর্মগুরু।

সমাধান ■ ৩৮৭৮

পাশাপাশি : ১। খুরমা ৩। লন ৫। লঘু ৬। মনন ৮। তখন ১০। সাগ্নিক ১২। শকুল ১৪। সন ১৫। লয় ১৬। রবার।

উপর-নীচ : ১। খুল্লতাত ২। মালকিন ৪। নন্দন ৭। নট ৯। নাশ ১০। সাতনর ১১। কদুত্তর ১৩। কুন্তল।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারী মঞ্জুশ্রী তালুকদারের পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : মিউনিসিপ্যাল মার্কেট কমপ্লেক্স, তৃতীয় তল, নেতাজি মোড়-৭৩২১০১, ফোন : ০৩৫১২-২২১৬৯৩ (সংবাদ), ৯৮০০৫৮৫৯৫০ (বিজ্ঞাপন ও অফিস)। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Manjusree Talukdar from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Editor: Sabyasachi Talukdar, Regn. No. 35012/1980 and Postal Regn. No. WB/NBSR/D-03/2003-08. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

শিলিগুড়ি থেকে ওয়াশিংটন, সমস্যা জলই

অনিমেষ দত্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : যদি জিজ্ঞেস করা হয়, শিলিগুড়ির সঙ্গে আমেরিকার ওয়াশিংটনের মিল কোথায়? অনেকক্ষণ মাথা চুলকে কিংবা দাঁত দিয়ে নখ কেটে যদি উত্তরটা মাথায় না আসে, তাহলে ঢক করে একগ্লাস জল খেয়ে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে জবাবটা দিতে হবে- জল। ঠিকই শুনছেন, জল।

সেদিনটাও ছিল বুধবার। ২৯ মে। ভরদুপুরে হঠাৎ মেয়র ঘোষণা করলেন- মহানন্দার 'বিষ'জল পানের অযোগ্য। তারপর যা হল, তা নিয়ে একটা পূর্ণদৈর্ঘ্যের তথ্যচিত্র বানিয়ে ফেলা যায়।

এবার আরও একটা বুধবার। ৩ জুলাই। শিলিগুড়ি থেকে আকাশপথে প্রায় ১৩,৫৮৫ কিলোমিটার দূরে ওয়াশিংটনে নয় লক্ষ কুড়ি হাজার পরিবারকে জানানো হল, পোটোম্যাক নদীর জল সরাসরি পান না করতে। ফুটিয়ে খেতে। মিল পাচ্ছেন তো এবার? দুই নদীর মিলন নিয়ে আমাদের দেশে নানা কবিতা, গল্পগাথা রয়েছে। মহানন্দা আর পোটোম্যাকের এই 'লং ডিস্টেন্স রিলেশনশিপ' নিয়ে কবি-সাহিত্যিকরা আগামীদিনে কলম ধরবেন, আশা করাই যায়। দুটি ঘটনায় আরও একটা মিল দেখুন। গৌতম দেবের ঘোষণার আগে শহরে একপ্রস্থ জল সরবরাহ হয়ে গিয়েছিল। ওয়াশিংটন, আর্লিংটন এবং ভার্জিনিয়াতেও ঘোষণার আগে একপ্রস্থ জল সরবরাহ হয়েছে।

আমেরিকার মতো দেশেও জলের সমস্যা হয়? অনেকে এমন প্রশ্ন করতেই পারেন। কিন্তু গল্প এখনও শেষ হয়নি। দুটি ঘটনায় একাধিক মিল থাকলেও একটা বৈসাদৃশ্য রয়েছে। শিলিগুড়ির ঘটনায় মহানন্দার জল পানের অযোগ্য বলে শহরবাসীকে অথই জলে ফেলে দিয়েছিলেন গৌতম। কিন্তু ওয়াশিংটনে তেমনটা হয়নি। দ্য ডিস্ট্রিক্ট অফ কলম্বিয়া ওয়াটার অ্যান্ড সুয়ের অথরিটি ওই জল ফুটিয়ে খেলে কোনও ক্ষতি নেই বলে পরামর্শ দিয়েছে।

ফিরে আসি শিলিগুড়িতে। বিশেষজ্ঞরা আগেই জানিয়েছিলেন, মহানন্দার জল দূষিত। তা জানা সত্ত্বেও সেই 'বিষ' সরবরাহ করেছিল পুরনিগম। অথচ ফুটিয়ে খাওয়ার নির্দেশ বা পরামর্শ দেয়নি। হয়তো তাঁরা জানতেন, শহরবাসী জল ফুটিয়ে খাওয়ার বিজ্ঞান বোঝে না!

তারপর শহরে দেখা গেল, জল কিনে খাওয়ার হিড়িক। একবার যখন মাথায় ঢুকে গিয়েছে জল দূষিত, ব্যাস! দৌড় লাগাও জারবন্দি জল কিনতে। ফুটিয়ে খেলে যে আর কোনও বিপদ নেই, তা কি পুরনিগমের বড় বড় মাথারা জানতেন না? নিশ্চয়ই জানতেন। ওই সময় জল ব্যবসায়ীদের কতটা মুনাফা হয়েছে, তা কি আর বলতে দিতে হবে? এখন প্রশ্ন করতে পারেন, জল ফুটিয়ে খাওয়া কি সবার পক্ষে সম্ভব? আমতা আমতা করে হয়তো মাথায় ঘুরছে, গ্যাসের যা দাম! মেয়রের কাছে সুযোগ ছিল এই ইস্যুতে কেন্দ্রকে একহাত নেওয়ার। কিন্তু হল কী? থাক সেসব।

শিলিগুড়ির বাসিন্দা তথা জলপাইগুড়ি মেডিকেল কলেজের এমএসভিপি ডাঃ কল্যাণ খান অবশ্য মনে করছেন, 'বিওডি লেভেল বেশি থাকলে জল ফুটিয়ে নিলেও তা সবসময় কার্যকরী নাও হতে পারে। তবে হ্যাঁ, জল ফুটিয়ে নিয়ে খাওয়াটা খুব সাধারণ একটি পন্থা।'

শিলিগুড়ির মানুষ যে পরিমাণ হয়রানির শিকার হয়েছিলেন, একইরকম ভোগান্তি হতে পারত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওই শহরের বাসিন্দাদের। তবে এক্ষেত্রে তা হয়নি। পরিবেশপ্রেমী সুজিত রাহার মতে, 'সমস্যা থাকলে তা সমাধানের পথও আছে। বিপদের সময় সেই সমাধানের পথ বাতলে দেওয়াটা ভীষণ জরুরি।'

পোটোম্যাকের জলে অ্যালগির সন্ধান মিলেছে, যার জেরে দূষিত হয়েছে নদীর জল। সেখানকার কর্তৃপক্ষের পরামর্শ, অন্তত এক মিনিট জল ফুটিয়ে তারপর একটু ঠান্ডা করে খাওয়া, মুখ ধোয়া, রান্নার কাজে ব্যবহার করা সহ যাবতীয় কাজ করলে আর কোনও বিপদ নেই। এতকিছুর পরেও সেখানকার বাসিন্দারা অখুশি। প্রশ্নও তুলছেন। কিন্তু বালতি নিয়ে রাস্তায় লাইন দিতে হচ্ছে না, কিংবা বেশি দাম দিয়ে জার কিনতে হচ্ছে না তাঁদের।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের কর্তারা কি একবার ওয়াশিংটন ঘুরে আসবেন?

মিল যেখানে

- ২৯ মে বুধবার শিলিগুড়িতে মেয়র গৌতম দেব ঘোষণা করেন পুরনিগমের সরবরাহ করা মহানন্দার জল পানের যোগ্য নয়
- ৩ জুলাই ওয়াশিংটনে এক ঘোষণায় ৯ লক্ষ ২০ হাজার পরিবারকে জানানো হয়েছে, পোটোম্যাক নদীর জল সরাসরি পান করা যাবে না
- গৌতম দেবের ঘোষণার আগে শিলিগুড়িতে একপ্রস্থ জল সরবরাহ করা হয়ে গিয়েছিল
- ওয়াশিংটন, আর্লিংটন এবং ভার্জিনিয়াতেও ঘোষণার আগে একপ্রস্থ জল সরবরাহ করা হয়েছে

ইন্দিরা ময়দানের কাছে দুর্ঘটনাগ্রস্ত গাড়ি। শুক্রবার।

দ্রুতগতির জন্য দুর্ঘটনা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : জোরে গাড়ি চালানোয় ফের দুর্ঘটনা থেকে বাঁচল শিলিগুড়ি। শুক্রবার দুপুরে ইন্দিরা ময়দান সংলগ্ন জাতীয় সড়কে দুই গাড়ির মধ্যে এমন সংঘর্ষ হয় যে, একটি গাড়ি রাস্তায় পাক খেতে থাকে। যদিও কেউ হতাহত হননি।

এদিন একটি গাড়ি দার্জিলিং মোড় থেকে চেকপোস্টের দিকে যাচ্ছিল। অন্য আর একটি গাড়ি চেকপোস্ট থেকে দার্জিলিং মোড়ের দিকে যাচ্ছিল। দ্বিতীয় গাড়িটির গতি বেশি ছিল বলে ওভারটেক করার সময় চালক নিয়ন্ত্রণ রাখতে পারেননি। অপর গাড়ির একপাশে সজোরে ধাক্কা মারেন। এত জোরে ধাক্কা মারেন যে, ওই গাড়ির এয়ার ব্যাগও বেরিয়ে আসে।

দুর্ঘটনার খবর পেয়ে সেখানে ভক্তিনগর থানার পুলিশ যায়। দুই গাড়ির চালক সহ যাত্রীদের উদ্ধার করা হয় এবং থানায় দুটি গাড়িকেই আনা হয়। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (ট্রাফিক) বিশ্বচাঁদ ঠাকুর অবশ্য বলছেন, 'দ্রুতগতিতে গাড়ি চালানোর বিরুদ্ধে আইনত প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।'

ডিজিটাল ক্লাসের প্রক্রিয়া শুরু

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : পড়ুয়াদের আনন্দের সঙ্গে পড়াশোনা করানোর জন্য ডিজিটাল মাধ্যমের উদ্যোগ নিয়েছে শিলিগুড়ি নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়। শনিবার স্কুলের ওয়াই-ফাই প্রযুক্তির উদ্বোধন করা হবে। সরকারি স্কুলগুলিতেও এই প্রক্রিয়া শুরু করার কথা বলেছিলেন প্রাথমিক শিক্ষা পর্ষদ সভাপতি গৌতম পাল। নেতাজি বয়েজ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক সৌগত লাহিড়ি বলেন, 'স্কুলে ডিজিটাল লার্নিং চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক পর্যায়ের কাজ শুরু হয়েছে।'

প্রতিবাদ মিছিল

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : চোপড়া এবং ফুলবাড়িতে সালিশি সভার নামে বর্বরতার বিরুদ্ধে পথে নামল সারাভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতি। শুক্রবার সংগঠনের তরফে শহরে মিছিল করা হয়। মিছিলটি অনিল বিশ্বাস ভবন থেকে শুরু হয়ে হিলকার্ট রোড ধরে হাসমি চকে আসে। এরপর সেখানে বেশ কিছুক্ষণ পথ অবরোধ করা হয়। পরে অবরোধ তুলে নিয়ে মিছিলটি আবার অনিল বিশ্বাস ভবনে গিয়ে শেষ হয়।

লোকালয়ে হাতি

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : ডাবগ্রাম-১ তরিবাড়ি এলাকায় লোকালয়ে ঢুকে পড়ল হাতি। শুক্রবার রাত ৯টা ৩০ মিনিট নাগাদ হাতিটি লোকালয়ে চলে আসে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার জেরে বেঙ্গল সাফারির পিছনের ওই এলাকায় আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। খবর পেয়ে বন দপ্তরের সারুগারা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে আসেন। পরে তাঁরা হাতিটিকে জঙ্গলে ফেরত পাঠিয়েছেন বলে জানা গিয়েছে।

শপথগ্রহণ

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি আনমলের শপথগ্রহণ হল শুক্রবার। এদিন শিলিগুড়ির একটি হোটেলে ছোট অনুষ্ঠানে সদস্যরা শপথগ্রহণ করেন। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন লায়ন্স ক্লাব অফ শিলিগুড়ি আনমলের সভানেত্রী লায়ন ডঃ প্রজ্ঞা চট্টোপাধ্যায়। সম্পাদক লায়ন বাপ্পাদিত্য রায়চৌধুরী সহ অন্য সদস্যরা।

বৃষ্টিভেজা শহর। শুক্রবার সন্ধ্যায় হাসমি চকে শান্তনু ভট্টাচার্যের তোলা ছবি।

গৃহশিক্ষকরা ফের সরব

টিউশনে যুক্ত শিক্ষকের তালিকা পেশ ডিআইকে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : ফের স্কুল শিক্ষকদের বিরুদ্ধে গৃহশিক্ষকতা করার অভিযোগ তুলে সরব হলেন গৃহশিক্ষকদের সংগঠনের সদস্যরা। শুক্রবার পশ্চিমবঙ্গ প্রাইভেট টিউটর্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে ডিআই অফিসে গিয়ে বিদ্যালয় পরিদর্শক রাজীব প্রামাণিকের কাছে দার্জিলিং জেলার ১২ জন শিক্ষকের একটি তালিকা দেওয়া হয়েছে।

এদিন শিলিগুড়ি বয়েজ ও গার্লস হাইস্কুল, তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়, বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠ, বিবেকানন্দ হাইস্কুল, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হাইস্কুল, পাথরঘাটা হাইস্কুল, হাকিমপাড়া বালিকা বিদ্যালয়ের যে সকল শিক্ষকরা প্রাইভেট টিউশন পড়াচ্ছেন, তাঁদের নাম দেওয়া হয়েছে ডিআইয়ের কাছে।

সংগঠনের সদস্য পল্টন পাত্র বলছেন, 'বহুবার শিক্ষা দপ্তর থেকে স্কুলের শিক্ষকদের মানা করা সত্ত্বেও তাঁরা টিউশন পড়াচ্ছেন। ডিআই আমাদের কাছে সেই সমস্ত শিক্ষকদের তালিকা চেয়েছিলেন। সেই মতোই আমরা এদিন ডিআইকে তালিকা দিয়েছি।' যদিও এই তালিকায় থাকা স্কুল শিক্ষকরা বিষয়টি নিয়ে মুখ খুলতে নারাজ।

সংগঠনের দার্জিলিং জেলা সম্পাদক শুভরঞ্জন সাহা বলেন, 'আইনকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে যাঁরা প্রাইভেট টিউশন করাচ্ছেন, তাঁদের তালিকা দিয়েছি। বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন ডিআই।'

স্কুল শিক্ষকদের গৃহশিক্ষকতা করার বিরুদ্ধে বহু বছর ধরে আন্দোলন করছে গৃহশিক্ষকদের সংগঠন। একাধিকবার জেলা বিদ্যালয় পরিদর্শককে অভিযোগ জানিয়েছেন তাঁরা। এমনকি শিক্ষা দপ্তরেও তালিকা পাঠিয়ে ব্যবস্থা নেওয়ার আর্জি জানানো হয়েছে সংগঠনের তরফে। এখন ডিআই কী ব্যবস্থা নেয়, সেদিকেই তাকিয়ে সংগঠনের সদস্যরা।

গোডাউন ভস্মীভূত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : মৌচাকে আগুন ধরাতে গিয়ে বিপত্তি। সেই বিপদ এমন পর্যায়ে পৌঁছাল যে, ডাবগ্রাম-২ পঞ্চায়েতের মাঝাবাড়িতে বিজেপি মণ্ডল সভাপতি বিমল দাসের তিনতলার বাড়ির ছাদের গোডাউনটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রশ্ন উঠল, তিনতলার বাড়ির ছাদে কোনও অনুমতি ছাড়া কী করে প্লাস্টিকের আসবাবপত্রের গোডাউন তৈরি করা হয়েছিল? বিষয়টা নিয়ে অবশ্য বিমলের কোনও বক্তব্য মেলেনি। তাঁকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি। ফোন ধরেননি স্থানীয় পঞ্চায়েত প্রধান মিতালি মালাকারও।

বেশ কয়েকদিন আগে বিমলের বাড়ির ছাদে একটি মৌচাক তৈরি হয়েছিল। এদিন তাতে আগুন ধরাতে যান তাঁরই এক আত্মীয়। সেসময় কোনওভাবে আগুন ধরে যায় গোডাউনে থাকা আসবাবে। আগুন বড় আকার ধারণ করায় খবর দেওয়া হয় দমকলে। দমকলের দুটো ইঞ্জিন এসে প্রায় চল্লিশ মিনিটের চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। খবর পেয়ে সেখানে যান বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি বলেন, 'কী কারণে আগুন লেগেছে, সেটা বোঝা যাচ্ছে না। তবে প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে।'

শহরজুড়ে প্রাইভেট পুলকারের রমরমা

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : পরিবহণ দপ্তরের নির্দেশিকাকে অমান্য করে স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে শিলিগুড়ি শহরের এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্ত চাকা গড়াচ্ছে প্রাইভেট নম্বরের পুলকারের। অভিযোগ, বিভিন্ন বেসরকারি ইংরেজিমাধ্যম স্কুলের সঙ্গে চুক্তি করে নাসারি এবং প্রি-নাসারির পড়ুয়াদের নিয়ে যাতায়াত করে এই পুলকারগুলি। শহরে সংখ্যাটা প্রায় ১৫০০। বিষয়টি অজানা নয় পুলিশ-প্রশাসনের। অভিযোগ, তবুও কড়া পদক্ষেপে তাদের অনীহা। এর আগেও একাধিকবার দুর্ঘটনার কবলে পড়েছে পুলকার। যদিও দার্জিলিংয়ের আরটিও (রিজিওনাল ট্রান্সপোর্ট অফিসার) সোনম লেপচার বক্তব্য, 'রোজ পুলকার নিয়ে অভিযান চলছে। স্কুলগুলিকেও আমরা চিঠি দিয়েছি। বিষয়টি আমাদের নজরে রয়েছে।'

বুধবার শিলিগুড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয় এক পথচারীর। পেশায় গৃহশিক্ষিকা রাখি বিশ্বাস ফুটপাথ ধরে হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। পেছনে দাঁড়িয়ে থাকা একটি ম্যাক্সিক্যাবকে পেছন থেকে এসে ধাক্কা মারে একটি বেসরকারি স্কুলের বাস। দাঁড়িয়ে থাকা ওই ম্যাক্সিক্যাব ফুটপাথে উঠে রাখিকে ধাক্কা মেরে পিষে দেয়।

পরিবহণ দপ্তর সূত্রে খবর, ওই বাসের ফিটনেস ফেল। দুর্ঘটনার পর ফের চর্চায় শহরজুড়ে চলাফেরা করা পুলকার। নিয়ম অনুযায়ী, প্রতিটা স্কুলবাসে একটি বিশেষ যন্ত্র ব্যবহার

এখন চলছে ১৫০০

করতে হবে। গতি ৪০ কিলোমিটারের ছাড়িয়ে গেলেই সংশ্লিষ্ট যন্ত্রের মাধ্যমে কর্তৃপক্ষের নজরে আসবে বিষয়টি। নতুন যে সমস্ত স্কুলবাস পথে নামছে, সেগুলি তৈরির সময়ই যন্ত্রটি লাগানো হচ্ছে। পুরোনোগুলিতে লাগাতে হচ্ছে আলাদাভাবে।

কিন্তু পুলকারের ক্ষেত্রে এসব নিয়ম মানার বালাই নেই। ম্যাক্সিক্যাব কিংবা চারচাকার ছোট যাত্রীবাহী গাড়িগুলো মূলত ব্যবহার করা হচ্ছে পুলকার হিসেবে। বিভিন্ন সরকারি এবং বেসরকারি স্কুল সেগুলো ব্যবহার করে। খুদে পড়ুয়াদের নিয়ে আসাযাওয়া করা পুলকারগুলোর বিরুদ্ধে প্রশাসন কোনওরকম পদক্ষেপ না করায় তাদের ভূমিকায় প্রশ্ন উঠছে।

বছর তিনেক আগে একটি পুলকার স্কুল পড়ুয়াদের নিয়ে ফুলবাড়ি ক্যানালে পড়ে গিয়েছিল। ওইসময় স্থানীয় গ্রামবাসী শিশুদের উদ্ধার করেন। অভিযোগ, তারপরও হুঁশ ফেরেনি কোনও পক্ষের। পুলকারগুলোর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবি জানিয়ে ফের সরব হয়েছেন স্কুলবাসের মালিকরা। শিলিগুড়ি স্কুলবাস চার্টার্ড ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি শুভ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বক্তব্য, 'আমাদের হাজারো নিয়ম মানতে হয়। দামি যন্ত্র লাগাতে হয় বাসে। কিন্তু পুলকারগুলি সেসবের তোয়াক্কা না করে ঝুঁকি নিয়ে চলাফেরা করছে।'

শিক্ষিকার মৃত্যুর পরও বেহাল ট্রাফিক

ভাস্কর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শিক্ষিকা রাখি বিশ্বাসের মৃত্যুর ৭২ ঘণ্টা পরও বদলাল না শিলিগুড়ির ট্রাফিকের হাল। শুক্রবারও হাসমি চকে দেখা গেল, যেখানে দুর্ঘটনা ঘটেছিল এদিনও সেখানে রাস্তাজুড়ে দাঁড়িয়ে আছে ম্যাক্সিক্যাব, টোটো। যাত্রী ওঠানামা করছেন চালকরা। এরইমধ্যে এদিন হাসমি চকে 'ম্যাজিস্ট্রেট' বোর্ড সাঁটা একটি চার চাকার গাড়ি এসে দাঁড়িয়ে থাকা ম্যাক্সিক্যাবে ধাক্কা মারে।

শিলিগুড়ি ট্রাফিকের ডিসিপি বিশ্বচাঁদ ঠাকুর বলেন, 'শহরের নানা জায়গায় হঠাৎ গাড়ি দাঁড় করিয়ে যাত্রী ওঠা-নামা চলছে। ইতিমধ্যে এনফোর্সমেন্ট ব্রাঞ্চ অভিযান শুরু করেছে। এই অভিযান চলবে।'

এরইমধ্যে এদিন সকালে প্রয়াত শিক্ষিকার বাড়িতে সমবেদনা জানাতে যান শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। তিনি পরিজনদের সঙ্গে কথা বলেন। এই খবর প্রকাশ্যে আসার পর পুর নাগরিকরা শহরের ট্রাফিক ব্যবস্থা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের মতামত জানান। ঝন্টু সাহা লেখেন, ফুটপাথে হাঁটতে গিয়েও যদি মানুষ মারা যান, তাহলে মানুষ কোথা দিয়ে হাঁটবেন?' প্রমাল বণিকের প্রস্তাব, 'যত্রতত্র গাড়ি দাঁড় করানো বন্ধ করতে হবে। ট্রাফিক পুলিশ শুধু মোটরবাইক ধরতে ব্যস্ত।' অয়ন গুহ লিখেছেন, 'শিলিগুড়ির যেসব স্কুলের বাস, ক্যাবগুলি রাস্তায় চলে, সেগুলির লাইসেন্স পরীক্ষা দরকার। বহু সময় খালাসিরাও বাস চালায়।' জয়ব্রত দাসের লেখা, 'বিভিন্ন প্রাইভেট স্কুলের বাসগুলি খুব বেপরোয়াভাবে চলে। এজন্য স্কুলগুলিকে ট্রাফিক পুলিশের নোটিশ পাঠানো জরুরি।'

হাসমি চক এলাকায় মহাবীরস্থান উড়ালপুলের দিকের রাস্তার ধারে এখনও টোটো, ম্যাক্সিক্যাব চলতি পথে দাঁড়িয়ে যাত্রী তুলছে। ৫০ মিটারের মধ্যে ট্রাফিক পুলিশ থাকলেও তাঁরা উদাসীন। সব দেখেশুনে তাঁরা না দেখার ভান করেছিলেন। একই অবস্থা সেবক মোড়, জংশন সহ বহু এলাকায়। এসব দেখে মানুষের প্রশ্ন, আর কবে ট্রাফিক পুলিশের ঘুম ভাঙবে?

> শিলিগুড়ি শহরকে সবুজে মুড়ে দিতে চাই। ফাঁকা এলাকাগুলিতে গাছ লাগানো হবে। কোথায়, কীভাবে গাছ লাগাতে হবে সেসব ঠিক করবেন বনকর্তারা। আমরা সঙ্গে থাকব।
>
> **– গৌতম দেব** *মেয়র*

সবুজায়নে উদ্যোগী পুরনিগম

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শহরজুড়ে গাছ লাগাবে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এজন্য আগামী রবিবার শহরের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখবেন মেয়র সহ বন দপ্তরের কর্তারা। সোমবার থেকে শুরু হবে গাছ লাগানো। শুক্রবার পুরনিগমের পরিবেশ কমিটি ও মেয়র পারিষদদের সঙ্গে বন দপ্তরের আধিকারিকের বৈঠকের পর এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এ ব্যাপারে পুর আধিকারিকদের প্রস্তুতির নির্দেশ দিয়েছেন মেয়র গৌতম দেব। পাশাপাশি গাছ লাগানো, পরিচর্যা, রক্ষণাবেক্ষণের জন্যে একটি বার্ষিক ক্যালেন্ডারও তৈরি করেছে শিলিগুড়ি পুরনিগম। এদিন বৈঠকের পর মেয়র বলেন, 'শিলিগুড়ি শহরকে সবুজে মুড়ে দিতে চাই। তাই, শহরের ফাঁকা এলাকাগুলিতে গাছ লাগানো হবে। কোথায়, কীভাবে গাছ লাগাতে হবে সেসব ঠিক করবেন বনকর্তারা। আমরা সঙ্গে থাকব।' যে সব পুর নাগরিকের বাড়িতে বাড়তি জায়গা থাকবে সেখানেও গাছ লাগানো হবে বলে শিলিগুড়ি পুরনিগম সূত্রে খবর।

সূত্রের খবর, শহরের সেবক রোড, বর্ধমান রোড, স্টেশন ফিডার রোডের পাশাপাশি ভিতরের পাড়াগুলিতেও গাছ লাগাবে পুরনিগম। যেখানেই একটি বড় গাছ লাগানোর মতো পর্যাপ্ত জায়গা মিলবে সেখানেই লাগানোর প্রাথমিক পরিকল্পনা করা হয়েছে। এলাকা ও মাটির অবস্থা দেখে জায়গা নিশ্চিত করবে বন দপ্তরের বৈকুণ্ঠপুর ডিভিশন। এরপর কোথায় কী গাছ লাগানো হবে তা ঠিক করবে পুরনিগমের সোশ্যাল ফরেস্ট বিভাগ। সেইমতো নিগম বন দপ্তর থেকে গাছের চারা কেনাও শুরু করেছে বলে খবর। গাছ লাগানোর পর সেগুলি রক্ষণাবেক্ষণ করবেন পুরনিগমের কর্মীরাই। নিয়মিত গাছে জল দেওয়ার জন্যে পৃথক কর্মী রাখা হবে।

প্রসঙ্গত, শিলিগুড়ি শহরে রাস্তা সম্প্রসারণ ও উন্নয়নে ইতিমধ্যে শতাধিক গাছ কাটা পড়েছে। এর জেরে শহরের বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্য নষ্ট হতে বসেছে। এই পরিস্থিতিতে শিলিগুড়ি পুরনিগম, বন দপ্তরকে প্রশ্নের মুখে পড়তে হয়েছিল। স্টেশন ফিডার রোড থেকে শুরু করে বর্ধমান রোড, সেবক রোড সর্বত্রই গাছ কাটা নিয়ে সামাজিক মাধ্যমে সমালোচনার মুখে পড়ে বর্তমান পুরবোর্ড। পরিবেশপ্রেমী সংস্থাগুলিও জোট বেঁধে প্রতিবাদে সরব হয়। এরপরই শহরের পাড়ায় পাড়ায় ও বড় রাস্তাগুলির পাশে গাছ লাগানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

রংদার

প্রচ্ছদ কাহিনী বিশ্বজয়

ভারতকে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন করে ক্রিকেটাররা ফিরলেন দেশে। বিশ্বজয়ের প্রেক্ষাপটে উঠে আসতেই পারে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ভারতের বিশ্বসেরা হওয়ার প্রসঙ্গ। রাজনীতি, ধর্ম এবং সিনেমা, তিনটি ক্ষেত্রেই বিশ্বে সাড়া ফেলেছে ভারত। এবার প্রচ্ছদে সেই বিশ্বজয়ের কথা।

প্রচ্ছদ কাহিনী : অর্ক ভাদুড়ি, প্রতীক ও পীযূষ আশ
গল্প : মানবেন্দ্র সাহা
কবিতা : অয়ন বন্দ্যোপাধ্যায়, তৈমুর খান, দেবারতি ভট্টাচার্য, অমিত কুমার দে, তন্ময় দেব, সুকান্ত মণ্ডল ও কল্যাণ দে

বিপুল দাসের ধারাবাহিক উপন্যাস অলীক পাখি
পূর্বা সেনগুপ্তর ধারাবাহিক দেবাঙ্গনে দেবার্চনা

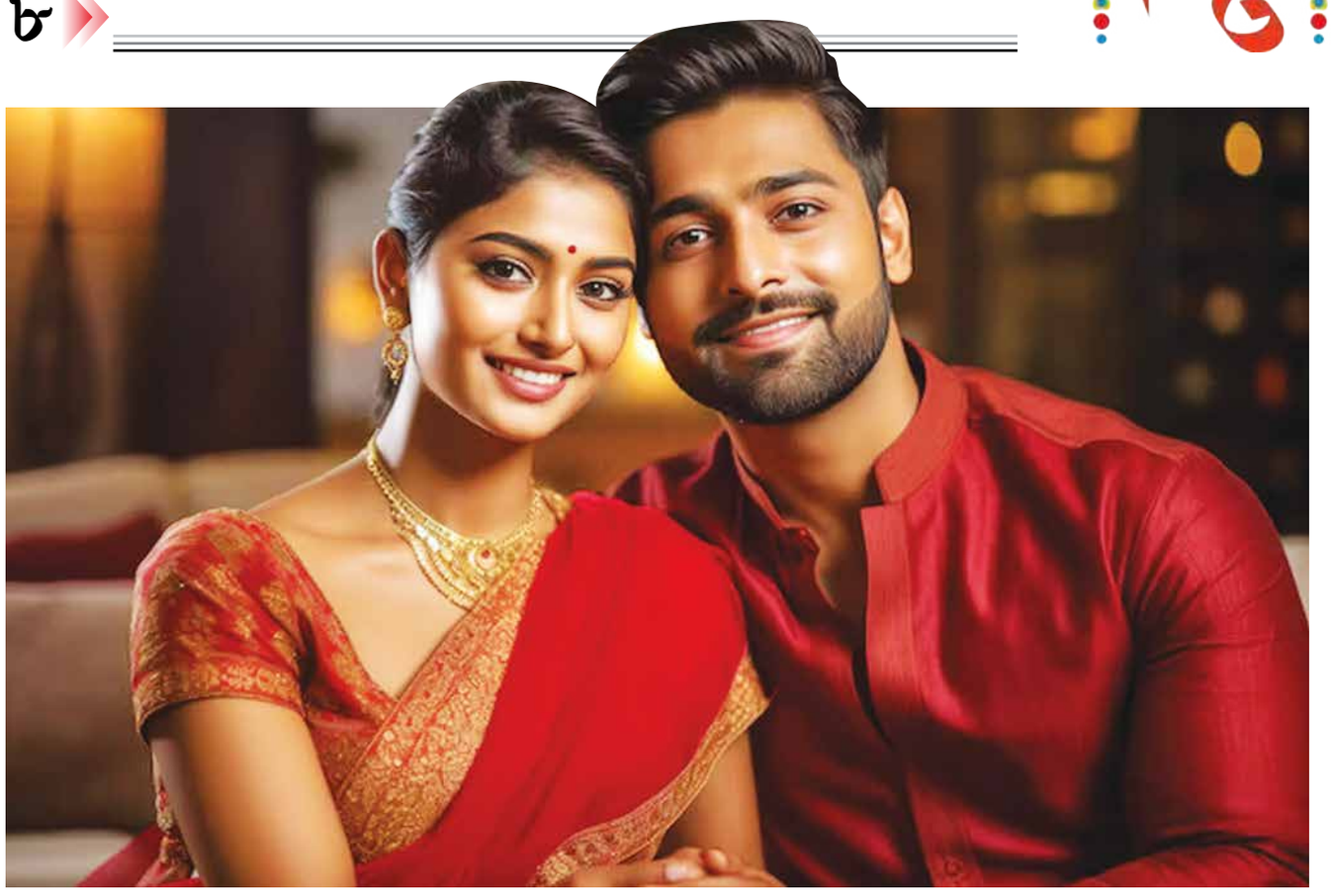

সন্তান নেওয়ার জন্য পরিবারের চাপ?

বিয়ের সাতপাক ঘুরলেন কি ঘুরলেন না, অমনি হাজারো প্রশ্ন চারদিক থেকে-- কীরে, কবে আমরা দাদু-দিদা হব? এটা ঠিক যে, নাতি-নাতনির মুখ দেখার ইচ্ছে শ্বশুর-শাশুড়ি থেকে আত্মীয়দেরও থাকে। কিন্তু জমানা বদলেছে। এখন আর বিয়ের পরে-পরেই 'উঁ-য়া-য়া' নয়। কেরিয়ার আছে যে! স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে নানা পরিকল্পনা থাকে। কিন্তু পরিবার যদি ক্রমশ চাপ দিতে থাকে, তাহলে কিন্তু নতুন বউটির ক্ষেত্রে খুব ঝামেলার। মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরও এই নিয়ে কথা শুনতে হয়। উদ্বিগ্ন না হয়ে স্মার্টভাবে সামলে নিন।

সরাসরি বলুন

আপনার বন্ধু বা ভাই-বোনের মধ্যে কেউ বাচ্চার কথা তুললে তাকে সরাসরি বলুন, এই প্রসঙ্গ আপনার আর আপনার সঙ্গীর ব্যক্তিগত সিদ্ধান্ত। বিষয়টি নিয়ে আপনার পরিকল্পনা থাকলেও সেটি নিয়ে আলোচনা যে করতে চান না সেটা বোঝান।

সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করুন

বাচ্চা নিয়ে আপনার সঙ্গীর সঙ্গে আগে কথা বলুন। কারণ, দুজনের সিদ্ধান্তই শেষ কথা। যদি বিষয়টা এমন হয় যে, সন্তান নেওয়ার বিষয়টা অযৌক্তিক নয়, তাহলে আপনারা সিদ্ধান্তে পৌঁছোতে পারেন। সঙ্গীর সঙ্গে আলোচনা করে নিলে সমস্যার দ্রুত সমাধান বেরিয়ে আসবে। জিজ্ঞাসুরাও স্বস্তি পাবেন।

প্রসঙ্গ এড়িয়ে চলুন

অনেক সুযোগসন্ধানী থাকেন, বিষয়টি সবার সামনে আলোচনার জন্য। কেউ বিষয়টি তুলে আনলে প্রসঙ্গ বদলে ফেলুন। তবে রূঢ়ভাবে নয়। বড়োদের সঙ্গে এমনভাবে কথা বলুন, যাতে তাঁরা আহত না হন। কথা ঘুরিয়ে দিন। অন্য আলোচনায় কায়দা করে ঢুকে পড়ুন।

পাত্তা দেবেন না

চারপাশের মানুষজনের সব কথা শুনতে নেই। অনেকে অনেক কিছুই বলবে। সবার কথা শোনার সময় কোথায়। ঝামেলা এড়াতে সব কথায় পাত্তা নয়।

মানসিক চাপে? ভরসা রাখুন এইসব ফুলে

কথায় বলে, সুবাসিত মন সুরভিত জীবন। সুগন্ধ, শুধু মন ভালোই করে না মানসিক চাপ কমাতেও সাহায্য করে। বর্তমান সময়ে হাজার কারণে মানসিক চাপ। এই চাপ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে কিছু ফুলের সুবাস। চলুন জেনে নেই কোন ফুলগুলো মানসিক চাপ কমায়।

ল্যাভেন্ডার
দেখতে যেমন সুন্দর, গন্ধও তেমন স্নিগ্ধ। এর গন্ধে মন হয় শান্ত। অ্যারোমা থেরাপিতে ল্যাভেন্ডার ব্যবহার করা হয় মানসিক চিন্তা, উদ্বেগ কমাতে।

ক্যামোমাইল
ক্যামোমাইল ফুল থেকে স্বাস্থ্যকর চা-ও তৈরি হয়। এর গন্ধ মন ভালো করে তুলে। উদ্বেগ, চাপ কমাতে ক্যামোমাইলের গন্ধ খুব ভালো।

জুঁই
জুঁই প্রায় সকলেই পছন্দ করেন। বাড়িতে জুঁইয়ের গাছ থাকলে টাটকা ফুলের মিষ্টি সুবাস মেলে। না হলে ঘরের মধ্যে একটি পাত্রে জল নিয়ে তাতে জুঁই ফুল ছড়িয়ে রাখলেও সুবাসে ঘর ভরে যায়। ক্লান্ত শরীরে ঘরে ফিরলে সেই গন্ধ নিমেষে মন ভালো করে দেয়।

গোলাপ
গোলাপের রূপ-গন্ধ নিয়ে আলাদা কিছু বলার নেই। কবিতা থেকে গান, প্রেম থেকে প্রার্থনা, সর্বত্রই এই ফুল। অ্যারোমাথেরাপিতে এই ফুলের ব্যবহার হয় মানসিক চাপ ও উদ্বেগ কমাতে। গোলাপের সুবাস মন ফুরফুরে রাখে।

খাসির মাংসের খাস কথা

একদিকে ঝমঝম বৃষ্টি, অন্যদিকে ঘরেতে মন রয় না। বৃষ্টিদিন মানেই মনের মাঝে উদাস উদাস ভাব। খাবারদাবারে যদি একটু ভারিক্কি ভাব থাকে, তাহলে মুড-সুইং করা বর্ষার দিনগুলোতে একটা ফিল-গুড ভাব আসবেই আসবে। মাটনে মজে যান, বিষণ্ণতা কেটে যাবেই যাবে।

মাটন কাঠি রোল

যা যা লাগবে

হাড় ছাড়া খাসির মাংস ১/২ কেজি, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, গরমমশলা ১/২ টেবিল চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চামচ, লংকাগুঁড়ো ১/২ চামচ, টকদই ৩ টেবিল চামচ, লেবুর রস ৩ টেবিল চামচ, লবণ পরিমাণ মতো, ডিম ১টি, রুটি ১টি, অলিভ অয়েল ১ টেবিল চামচ, চাট মশলা পরিমাণমতো, পেঁয়াজ স্লাইস করে নেওয়া, কাঁচালংকা কুচি ২টি, ধনেপাতা কুচি পরিমাণমতো।

যেভাবে বানাবেন

একটি পাত্রে প্রথমে খাসির মাংস নিয়ে তাতে একে একে আদাবাটা, রসুনবাটা, হলুদগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো, গরমমশলা, লেবুর রস ও টকদই মিশিয়ে মেরিনেট করে নিন। তারপর মেরিনেট করা মাটন ফ্রিজে রেখে দিন। কমপক্ষে ২ ঘণ্টা ফ্রিজে রাখতে হবে। একটি প্যানে তিন টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে খাসির মাংস ১ মিনিট ধরে ভেজে নিন। একটি ফ্ল্যাট প্যানে ৩ টেবিল চামচ তেল গরম করে তাতে একটি রুটি দিয়ে তার ওপর একটি ডিম ভেঙে দিন। তারপর অল্প আঁচে ভাজুন। ভাজা হয়ে গেলে রুটি প্যান থেকে নামিয়ে তার ওপর ভাজা মাটন দিন। রুটির ওপর মাটন দিয়ে তার ওপর পেঁয়াজ স্লাইস, কাঁচালংকা কুচি, ধনেপাতা কুচি ও চাট মশলা দিন। তারপর রুটি রোল করে নিলেই তৈরি মজাদার মাটন কাঠি রোল।

বাদাম মাটন কোর্মা

যা যা লাগবে

খাসির মাংস ৪০০ গ্রাম, বাদাম পেস্ট ১/২ কাপ, রসুনের কোয়া ৪টি, ঘি ১/২ কাপ, লবঙ্গ ২টি, হলুদগুঁড়ো ১ চা চামচ, লংকাগুঁড়ো ১ চা চামচ, দুধ ১/২ কাপ, ক্রিম ৩ চা চামচ, এলাচ ৪টি, দারুচিনি ১টি, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে বানাবেন

প্রথমে একটি পাত্রে জল গরম করে তাতে খাসির মাংস দিয়ে আরো কয়েক মিনিট সেদ্ধ করে নিন। সেদ্ধ হয়ে গেলে ওভেন থেকে নামিয়ে তাতে রসুনের কোয়া ভিজিয়ে রাখুন। তারপর একটি প্যানে ঘি গরম করে তাতে সেদ্ধ করা মাটন দিয়ে একটু ভেজে নিন। হালকা ভাজা হয়ে গেলেই তাতে একে একে রসুন, এলাচ, দারুচিনি, হলুদগুঁড়ো, লংকাগুঁড়ো, লবণ ও জল দিন। তারপর হালকা আঁচে ভেজে নিন বাদামি না হওয়া পর্যন্ত। মাংস বাদামি হলে একটু জল দিয়ে দিন। জল শুকিয়ে গেলে তাতে বাদাম পেস্ট, ক্রিম ও দুধ দিয়ে ১৫ মিনিট মতো অল্প আঁচে রান্না করে নামিয়ে নিন মজাদার বাদাম মাটন কোরমা। এবার পরিবেশনের পালা।

মাটন রোগান জোশ

যা যা লাগবে

খাসির মাংস ১ কেজি, ক্যাপসিকাম কুচি আধকাপ, তেল আধকাপ, দই ১ কাপ, পেঁয়াজ কুচি আধকাপ, আদাবাটা ২ টেবিল চামচ, রসুনবাটা ২ টেবিল চামচ, শুকনো লাল লংকার গুঁড়ো ১/২ চা চামচ, গরমমশলা গুঁড়ো ১ চা চামচ, ধনেগুঁড়ো ২ চা চামচ, হলুদগুঁড়ো ১/২ চা চামচ, জিরেগুঁড়ো ১ চা চামচ, গোলমরিচের গুঁড়ো ১ চা চামচ, লবঙ্গ কয়েকটা, এলাচ ৪-৫টা, দারুচিনি কয়েকটা, কাঠবাদাম পেস্ট ১ চা চামচ, মাখন ২ টেবিল চামচ, লবণ স্বাদমতো।

যেভাবে বানাবেন

হাঁড়িতে খাসির মাংসের সঙ্গে সব মশলা মিশিয়ে ক্যাপসিকাম কুচি ও মাখন ছাড়া মেরিনেট করে রাখুন ১ ঘণ্টা মতো। এরপর ওভেনে কম আঁচে ঘণ্টাখানেক বসিয়ে দিন।

এতে বেশি ঝোল থাকবে না, মাখা-মাখা হবে আর মাংস সেদ্ধ হয়ে গেলে নামিয়ে নিন। এবার একটা লোহার কড়াইতে ২ টেবিল চামচ মাখন দিয়ে তাতে পেঁয়াজ কুচি দিন। অল্প লাল করে ভাজুন। সঙ্গে ক্যাপসিকাম কুচি দিন। ৩ মিনিট রান্না করে এবার রান্না করা খাসির মাংস দিয়ে দিন। অল্প কিছুক্ষণ ভেজে নিয়ে নামিয়ে ফেলুন।

নজর আছে হাতের ত্বকে?

মুখটাই নাকি মনের আয়না! তা যদিও হয়, তাই বলে হাতের ত্বকের দিকে ফিরেও তাকাবেন না? বহু সৌন্দর্য সচেতন মানুষকেই দেখা যায়, মুখের যত্নে বেশি করে সময় দিতে, পয়সা খরচ করতে। কিন্তু তার একভাগও হাতের জন্য খরচ করেন না। অথচ আমরা যতবার হাত ধুই ততবার আমাদের হাত আর্দ্রতা হারায়। দৈনন্দিন কাজ ছাড়াও স্যানিটাইজার বেশি মাত্রায় ব্যবহার করলেও সেখান থেকে হাতের চামড়া শুকিয়ে যায়।

মুখের পাশাপাশি হাতের জন্যও ভালো মানের হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করতে হবে। হাতের তালু যদি হাইড্রেটেড রাখতে হয় তাহলে ভিটামিন সি-যুক্ত হ্যান্ডক্রিম বেছে নিন। এছাড়া হ্যান্ডক্রিম ব্যবহার সম্পর্কে এইসব নিয়মগুলোও মেনে চলতে হবে।

- যে কোনও রকম সংক্রমণের হাত থেকে রক্ষা করে হ্যান্ড ক্রিম। নিয়মিত ভাবে ব্যবহার করলে চামড়া শুকিয়ে যাওয়া, নখের কোনায় সংক্রমণ-- এসব হয় না।
- হ্যান্ড ক্রিম ব্যবহার করলে হাতের চামড়া থাকবে টানটান। বয়সের আগেই চামড়া কুঁচকে যাওয়ার প্রবণতা কমবে।
- বারবার হাত ধোয়া, স্যানিটাইজার ব্যবহারের ফলে হাতের সংবেদনশীলতা নষ্ট হতে পারে। আর তাই অ্যান্টি-ব্যাকটেরিয়াল বৈশিষ্ট্য রয়েছে এরকম হ্যান্ডক্রিম ব্যবহার করতে হবে।

রান্না করতে গিয়ে ফোসকা?

রান্নার সময় যদি ত্বক কোনও কারণে পুড়ে যায়, তাহলে চটজলদি সমাধান কী?

বরফ

গরম চা, জল কিংবা ভাতের ফ্যান হাতে পড়ে গেলে জ্বালাভাব কাটাতে চোখ বুজে ব্যবহার করুন বরফ। তবে প্রথমেই বরফ দেবেন না। আগে ঠান্ডা পোড়া জায়গাটা কিছুক্ষণ ভিজিয়ে রাখুন। তারপর একটি কাপড়ে করে বরফ মুড়ে পোড়া জায়গায় বেঁধে রাখুন। মিনিট ১৫ ধরে পোড়া অংশে বরফ সেঁক দিলে জ্বালা ভাব কমবে।

অ্যালোভেরা জেল

যে কোনও ক্ষত বা পোড়া ভাব কমাতে অ্যালোভেরা জেলের জুড়ি নেই। অ্যালোভেরা পাতা থেকে জেল বার করে নিন। তারপর যে অংশে ছ্যাঁকা খেয়েছেন, সেখানে মলমের মতো করে ৩০ মিনিট মালিশ করুন। উপকার পেতে সঙ্গে ব্যবহার করুন নারকেল তেল। কয়েকদিন নিয়মিত লাগালেই দাগ উধাও হবে।

লিকার চা

ত্বক পুড়ে গেলে চটজলদি জ্বালাভাব কমাতে পারে লিকার চা। ৩-৪টি লিকার চায়ের টি-ব্যাগ এককাপ ঠান্ডা জলের মধ্যে ডুবিয়ে রাখুন। সঙ্গে ছড়িয়ে দিন কিছু বরফ কুচি। কিছুক্ষণ পর সেই লিকার চা একটি তুলোর সাহায্যে ত্বকের পোড়া অংশে অল্প অল্প করে লাগাতে থাকুন। উপকারটা জলদি অনুভব করবেন।

বৃষ্টিদিনে ব্যাগ, জুতোয় জেরবার?

চলছে বর্ষাকাল। কখনো আকাশে রোদ ঝলমল করছে তো কখনো বৃষ্টি। প্রস্তুতি না থাকলে ভালো জামা-জুতো-ব্যাগ নষ্ট হয়ে যেতে পারে গন্তব্যে পৌঁছানোর আগেই। শুধু একটি ছাতা সবসময় আপনাকে রক্ষা করতে পারবে না। তাই এই সময় জুতো-জামা ব্যবহারে একটু সজাগ থাকতে হবে।

এই সময় জলেতে ভিজে স্যাঁতসেঁতে হয়ে থাকে এই ধরনের জুতো পরা যাবে না। এমন জুতো পছন্দ করুন যা জল লাগলেও কোনও সমস্যা নেই। এছাড়া যদি হঠাৎ করে কাদা লেগে যায় বা জুতো নোংরা হয়ে যায়, সঙ্গে সঙ্গে জল দিয়ে ধুয়ে ফেলুন। প্যারাস্যুট-জাতীয় কাপড়ের ব্যাগ এই সময়ের জন্য উপযোগী। রেক্সিনের ব্যাগ ব্যবহারেও সুবিধা পাওয়া যাবে। সুতি কাপড়ের ব্যাগ বৃষ্টির সময় একদমই ভালো নয়। শুকাতে অনেক সময় লাগে। আবার ভালোভাবে না শুকোলে স্যাঁতসেঁতে গন্ধ হতে পারে। ব্যাকপ্যাক ব্যবহার করলে রেইনকোট দিয়ে ঢেকে রাখার চেষ্টা করুন।

বর্ষার দিনগুলোতে গয়না পরা এড়িয়ে চলুন। গায়ে চুলকানি, গোটা ওঠার সম্ভাবনা কমবে।

এছাড়া বর্ষায় গয়না পরার ক্ষেত্রে একটু খেয়াল রাখবেন। সবচেয়ে ভালো হয় বর্ষাকালে যদি গয়না পরা এড়াতে পারেন। বৃষ্টি হোক বা না হোক বর্ষার মাস জুড়ে সঙ্গে রাখুন ছাতা ও রেইনকোট।

নিট বাতিলে নারাজ কেন্দ্র আর এনটিএ

ফাঁকফোকর বন্ধে সব রাজ্যকে আর্জি

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে বিরোধী ইন্ডিয়া জোট যতই নিট পরীক্ষা বাতিলের দাবি তুলুক, তাতে আপাতত কর্ণপাত করতে নারাজ মোদি সরকার। কেন্দ্রের সাফ যুক্তি, নিট বাতিলের যে দাবি তোলা হচ্ছে সেটা যুক্তিসম্মত নয়। বরং নিট বাতিল করে দিলে কঠোর পরিশ্রম করে পাশ করা লক্ষ লক্ষ পরীক্ষার্থী বিপাকে পড়বেন।

বৃহস্পতিবার সুপ্রিম কোর্টের কাছে হলফনামা দিয়ে কেন্দ্র বলেছে, 'যে সমস্ত পরীক্ষার্থী কোনও অসদুপায় অবলম্বন না করে নিট-ইউজি পরীক্ষায় বসেছেন, তাঁদের স্বার্থে যেন কোনওভাবেই আঘাত না লাগে। একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপকভাবে টাল খেয়েছে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ না থাকলে গোটা একটি পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়াটা মোটেই যুক্তিসঙ্গত নয়।' নিট-ইউজি পরীক্ষা বাতিলে নারাজ এনটিএ। কেন্দ্রের পর তারাও শীর্ষ আদালতে হলফনামা দিয়ে বলেছে, বিচ্ছিন্ন কিছু ঘটনার জন্য গোটা একটি পরীক্ষা বাতিল করা যায় না। অভিযুক্তের রেজাল্ট আটকে দেওয়া হয়েছে। নোটিশও জারি করা হয়েছে। পুনরায় পরীক্ষা নেওয়ার দাবিতে দায়ের হওয়া মামলাগুলির শুনানি ৮ জুলাই। প্রধান বিচারপতি ডিওয়াই চন্দ্রচূড়ের নেতৃত্বাধীন বেঞ্চে ওই শুনানি হবে।

ন্যাশনাল টেস্টিং এজেন্সি বা এনটিএ নিট-ইউজি ২০২৪ পরীক্ষা নেয়। কিন্তু প্রশ্নপত্র ফাঁসের জেরে পরীক্ষা বাতিল হয়ে যায়। বেশ কয়েকজনকে ইতিমধ্যে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কেন্দ্র জানিয়েছে, প্রশ্নপত্র ফাঁসের যে অভিযোগ উঠেছে সিবিআই তার পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করছে। সমস্ত পরীক্ষা যাতে নিখুঁত ও স্বচ্ছভাবে নেওয়া হয় সেই ব্যাপারে সরকার প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সরকারের তরফে বলা হয়েছে, পাবলিক এগজামিনেশন (প্রিভেনশন অফ আনফেয়ার মিনস) আইন কার্যকর রয়েছে। যাঁরা অসদুপায়ে পাশ করবেন তাঁদের ওই আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হবে। পরীক্ষার্থীদের স্বার্থে সমস্ত পরীক্ষার পবিত্রতা রক্ষায় সরকার সংকল্পবদ্ধ বলেও জানিয়ে দেওয়া হয়েছে হলফনামায়।

কম্পিউটারভিত্তিক পরীক্ষা। ওই পরীক্ষাগুলি যে সমস্ত কেন্দ্রে নেওয়া হবে সেখানে একজন সিভিল এবং একজন পুলিশ পর্যবেক্ষক নিয়োগ করার জন্য রাজ্যগুলিকে অনুরোধ করেছেন ভাল্লা। পাশাপাশি পরীক্ষা নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় সাধনের জন্য একজন করে স্টেট লেভেল নোডাল অফিসার নিয়োগ করতেও বলেছেন তিনি।

যে সমস্ত পরীক্ষার্থী কোনও অসদুপায় অবলম্বন না করে নিট-ইউজি পরীক্ষায় বসেছেন, তাঁদের স্বার্থে যেন কোনওভাবেই আঘাত না লাগে। একটি সর্বভারতীয় পরীক্ষার বিশ্বাসযোগ্যতা ব্যাপকভাবে টাল খেয়েছে এমন কোনও তথ্যপ্রমাণ না থাকলে গোটা একটি পরীক্ষা বাতিল করে দেওয়াটা মোটেই যুক্তিসংগত নয়।

সুপ্রিম কোর্টে কেন্দ্রের হলফনামা

এদিকে আগামীদিনে সর্বভারতীয় প্রবেশিকা পরীক্ষাগুলিতে যাতে কোনওরকম ফাঁকফোকর না থাকে সেজন্য রাজ্য সরকারগুলির সাহায্য চেয়েছে কেন্দ্র। সম্প্রতি সমস্ত রাজ্যের স্বরাষ্ট্রসচিব এবং ডিজিপিদের সঙ্গে একটি বৈঠকে বসেছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রসচিব অজয় ভাল্লা। শনিবার অল ইন্ডিয়া আয়ুষ পোস্টগ্র্যাজুয়েট এন্ট্রান্স টেস্ট (এআইএপিজিইটি) এবং ফরেন মেডিকেল গ্র্যাজুয়েট এগজাম (এফএমজিই) হওয়ার কথা। আয়ুষ মন্ত্রকের হয়ে প্রথম পরীক্ষাটি নেবে এনটিএ। অপর পরীক্ষাটি নেবে ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন (এনবিই)। দুটিই

প্রশ্নপত্র ফাঁসের ঘটনায় বৃহস্পতিবার দেশজুড়ে ছাত্র ধর্মঘট পালন করে এসএফআই সহ বেশ কয়েকটি বাম ও প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠন। তারা শিক্ষামন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধানের পদত্যাগেরও দাবি তুলেছে। কংগ্রেস সহ ইন্ডিয়া জোটের শরিকরাও নিট দুর্নীতি নিয়ে সংসদে আলোচনার দাবি তুলেছিল সদ্যসমাপ্ত বিশেষ অধিবেশনে। এদিকে নিট-নেট তর্জার মধ্যে আরএসএসের প্রভাবিত সংগঠন বিদ্যা ভারতী অ্যাপ্টিটিউড এবং অ্যাটিটিউড ভিত্তিক পরীক্ষার ধাঁচে নিট-ইউজি পরীক্ষা নিতে বলেছে। প্রবেশিকা পরীক্ষার প্যাটার্নেও পরিবর্তন আনার সওয়াল করেছে তারা।

জল মাপছে সাউথ ব্লক ■ জিতেই পরিবর্তনের ডাক নয়া প্রধানমন্ত্রীর

কাশ্মীর নিয়ে কোন পথে স্টার্মার

নয়াদিল্লি ও লন্ডন, ৫ জুলাই : '৪০০ পার' করে ব্রিটেনে ক্ষমতা দখল করেছে লেবার পার্টি। এদিনই প্রধানমন্ত্রী পদে লেবার নেতা কিয়ের স্টার্মারকে নিয়োগ করেছেন রাজা তৃতীয় চার্লস। পার্লামেন্ট ভোটে লেবারদের ভূমিধস জয়ের পিছনে স্টার্মারের নীতিগত অবস্থান গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। ১৪ বছরের কনজারভেটিভ শাসনে কাশ্মীর ইস্যুতে নিরপেক্ষ অবস্থান নিয়েছিল ব্রিটেন। কানাডা, অস্ট্রেলিয়ার মতো দেশে খালিস্তানপন্থীরা মাথাচাড়া দিলেও ব্রিটেনে কখনই তাঁদের অতিসক্রিয়তা নজরে আসেনি। তবে স্টার্মারের নেতৃত্বাধীন লেবার পার্টি ক্ষমতায় আসার পর এই দুই ইস্যুতে ব্রিটেনের অবস্থান কী হয় সেদিকে নজর রাখছে সাউথ ব্লক।

২০১৯-এ জেরেমি করবিন যখন লেবার পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন সেইসময় দলে কাশ্মীরে আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক পাঠানো সংক্রান্ত একটি প্রস্তাব পাশ হয়েছিল। সেখানে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়েও সুর চড়িয়েছিলেন লেবার নেতৃত্ব। তবে তৎকালীন কনজারভেটিভ সরকার স্পষ্ট জানিয়ে দেয়, কাশ্মীর ভারত ও পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। এক্ষেত্রে কোনওরকম হস্তক্ষেপ করবে না ব্রিটেন। তবে নিজেদের অবস্থান থেকে সরে আসেনি লেবার পার্টি। ২০২০-তে করবিনকে সরিয়ে স্টার্মার দলের শীর্ষস্থান দখল করার পর কাশ্মীর ইস্যুতে কৌশলী পদক্ষেপ করেন।

গত কয়েকবছরে সেখানকার ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন তিনি। কাশ্মীর ইস্যুটি উহ্য রেখে বৈশ্বিক নিরাপত্তা, জলবায়ু পরিবর্তন রোধ, ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক মজবুত করার মতো বিষয়গুলিকে সামনে আনেন তিনি। একাধিকবার ঘোষণা করেন, কাশ্মীর ভারত-পাকিস্তানের দ্বিপাক্ষিক বিষয়। ২০১৯-এ করবিনের কাশ্মীর প্রস্তাবের জেরে যে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোট লেবারদের হাতছাড়া হয়েছিল '২৪-এ তার বড় অংশ যে তাদের কাছে ফিরে গিয়েছে, ভোটের ফল থেকে সেটা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে।

এবারের ভোটে যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা জয়ী হয়েছেন তাঁদের বেশিরভাগই লেবার পার্টির হয়ে প্রার্থী হয়েছিলেন। ঋষি সুনক কনজারভেটিভ পার্টির প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পরেও লেবারদের পক্ষে ভারতীয় বংশোদ্ভূত ভোটের মেরুকরণ তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে। সুনক বাদে কনজারভেটিভ পার্টির ভারতীয় বংশোদ্ভূত সাংসদের সংখ্যা হাতেগোনা।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জয়ী ১০ জন শিখের সবাই লেবার পার্টির সদস্য। তাঁদের মধ্যে তনমনজিৎ সিং ধেসির খালিস্তান যোগ নিয়ে অতীতে একাধিকবার প্রশ্ন উঠেছে। এই সমীকরণ স্টারমার সরকারের ভারত নীতিকে কোনপথে পরিচালিত করে তার জন্য আরও কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

বিলেত চালাবেন শ্রমিকের ছেলে

লন্ডন, ৫ জুলাই : স্টার্মারের ম্যাজিকেই শোচনীয় পরাজয় ঋষি সুনকের। এদিন জয়ের পর স্টার্মার বলেন, 'পরিবর্তন আজ থেকেই শুরু হবে।' ১৯৬২-তে লন্ডনে জন্ম স্টারমারের। বড় হয়ে ওঠা দক্ষিণ-পূর্ব ইংল্যান্ডের সারেতে। বাবা ছিলেন কারখানার শ্রমিক। মা পেশায় নার্স। লেবার পার্টির প্রথম নেতা কিয়ের হার্ডির নামে স্টার্মারের নামকরণ করা হয়েছিল। নিম্নবিত্ত পরিবারের সন্তান স্টারমার ছেলেবেলা থেকে শ্রমিক আন্দোলন দেখেছেন কাছ থেকে। পারিবারিক সূত্রেই লেবার পার্টির সমর্থক হয়ে ওঠেন। লিডস ও অক্সফোর্ডে আইন নিয়ে পড়াশোনা করেন স্টার্মার। তিনি পরিবারের প্রথম সদস্য যিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের চৌকাঠ পেরিয়েছিলেন। আইনজীবী হওয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার আন্দোলনের সঙ্গেও ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন স্টার্মার। ক্যারিবিয়ান ও আফ্রিকার দেশগুলিতে মৃত্যুদণ্ডের সাজা লোপের জন্য দীর্ঘ আন্দোলন করেছেন তিনি। ১৯৯০-এর দশকে বহুজাতিক সংস্থা ম্যাকডোনাল্ডস ২ পরিবেশকর্মীর বিরুদ্ধে মামলা করেছিল। সেই মামলায় ওই পরিবেশকর্মীদের হয়ে লড়াই করেছিলেন স্টার্মার। ২০০৮ সালে ব্রিটেনের পাবলিক প্রসিকিউশনের ডিরেক্টর এবং ক্রাউন প্রসিকিউশন সার্ভিসের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০১৪-য় তাঁকে নাইট উপাধি দেওয়া হয়।

সক্রিয় রাজনীতিতে প্রবেশ ২০১৫-তে। বিরোধী আসনে থাকা লেবার পার্টির 'ছায়া স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী'র দায়িত্বে ছিলেন তিনি। ২০১৯-এ পার্লামেন্ট নির্বাচনে পরাজয়ের পর দলের হাল ধরেছিলেন। লেবার পার্টির অন্দরে বাম ও মধ্যপন্থীদের মধ্যে বিভেদ কাটিয়ে দলের প্রতি মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল ভারতীয় বংশোদ্ভূত সহ সংখ্যালঘুরা। মাত্র ৪ বছরের মধ্যে সেই সংকট কাটিয়ে লেবার পার্টিকে জয়ের রাস্তায় ফেরত আনলেন স্টার্মার।

১০ ডাউনিং স্ট্রিটের পথে সমর্থকদের ভিড়ের সামনে সস্ত্রীক কিয়ের স্টার্মার। লন্ডনে।

নিট-পিজির দিন বদল

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : প্রায় ২ সপ্তাহ বাদে বাতিল হওয়া নিট-পিজি পরীক্ষার নতুন দিন ঘোষণা করা হল শুক্রবার। ন্যাশনাল বোর্ড অফ এগজামিনেশন ইন মেডিকেল সায়েন্সেস (এনবিইএমএস) জানিয়েছে, ১১ অগাস্ট ওই পরীক্ষা হবে। দুটি শিফটে ওই পরীক্ষা নেওয়া হবে। প্রতিবছর সারাদেশে প্রায় ৫২ হাজার আসনে ভর্তি হওয়ার জন্য ২ লক্ষ এমবিবিএস পড়ুয়া নিট-পিজি পরীক্ষা দেন। প্রথমে ওই পরীক্ষা হওয়ার কথা ছিল ৩ মার্চ। পরে সেটি পিছিয়ে ৭ জুলাই করা হয়েছিল। কিন্তু সেটি লোকসভা ভোটের জন্য ২৩ জুন এগিয়ে আনা হয়েছিল। কিন্তু পরে তাও পিছিয়ে দেয় কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রক।

দিল্লির চেয়েও গরম শ্রীনগর

শ্রীনগর, ৫ জুলাই : সিকি শতকে এমন গরম দেখেননি কাশ্মীর উপত্যকার মানুষ। বৃহস্পতিবার শ্রীনগরের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা জুলাই মাসে স্বাভাবিক তাপমাত্রার চেয়ে ৬ ডিগ্রি বেশি এবং গত ২৫ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় আবহাওয়া দপ্তর। এর আগে শেষবার ১৯৯৯ সালের জুলাই মাসে সর্বোচ্চ ৩৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় পুড়েছিল শ্রীনগর।

আবহাওয়া দপ্তরের প্রতিবেদন বলছে, গরমের দৌড়ে শ্রীনগর এবার কলকাতা (৩১ ডিগ্রি), মুম্বই (৩২ ডিগ্রি) এবং বেঙ্গালুরু (২৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস) তো বটেই এমনকি রাজধানী দিল্লি (৩১.৭ ডিগ্রি)-কেও পিছনে ফেলে দিয়েছে।

'হাথরস কাণ্ডের জবাব সরকারকে দিতেই হবে'

স্বজনহারাদের পাশে রাহুল

হাথরস, ৫ জুলাই : এক ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগ দিয়ে ১২১ জনের মৃত্যু হয়েছে উত্তরপ্রদেশের হাথরসে। সেই ঘটনায় রাজ্য প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। কীভাবে এই অনুষ্ঠানের অনুমতি দেওয়া হল এবং কেনই বা দেওয়া হল সেই নিয়ে আলোচনা চলছে। ঘটনায় ইতিমধ্যে ৬ জন গ্রেপ্তার হলেও সেই স্বঘোষিত ধর্মগুরু সুরজ পাল ওরফে 'ভোলে বাবা'কে গ্রেপ্তার করা দূরে থাক, তাঁর টিকিও ছুঁতে পারেনি পুলিশ। এই পরিস্থিতির মধ্যেই শুক্রবার সকালে হাথরস গেলেন কংগ্রেস সাংসদ রাহুল গান্ধি। তাঁর বার্তা, সরকারকে এর জবাব দিতেই হবে।

শুক্রবার ধর্মীয় উৎসবে পদপিষ্ট হয়ে মৃতদের কয়েকজন পরিজনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। হাথরসে না গিয়ে দিল্লিতে ভারতীয় দলের ক্রিকেটারদের সঙ্গে দেখা করার জন্য বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সমালোচনা করেছিল কংগ্রেস। তারপরে রাহুলের এই সফর 'তাৎপর্যপূর্ণ' বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

রাহুল শুক্রবার সকালে প্রথম আলিগড়ের নবিপুর খুর্দ এবং পিলখনা গ্রামে যান। পদপিষ্ট হয়ে মৃত শান্তি দেবী ও মঞ্জু দেবীর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। এরপরে তিনি হাথরসের উদ্দেশে রওনা হন। মৃতদের পরিবারের সদস্যরা পরে সংবাদমাধ্যমকে জানান, রাহুল তাঁদের আর্থিক সাহায্যের আশ্বাস দিয়েছেন। বলেছেন ধৈর্য ধরতে। সবরকম সাহায্য করা হবে।

অন্যদিকে লোকসভার বিরোধী দলনেতা বলেন, 'খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বহু মানুষ মারা গিয়েছেন। বিষয়টি আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই না। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ঘাটতি রয়েছে এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারগুলিকে সর্বোচ্চ ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ওই দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।'

হাথরসের মুগলগড়িতে একটি 'সৎসঙ্গে'র ঘটনায় কংগ্রেস সহ বিরোধীদের অভিযোগ, উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের পুলিশ-প্রশাসন ভিড় নিয়ন্ত্রণে উপযুক্ত ব্যবস্থা না নেওয়াতেই এই মর্মান্তিক দুর্ঘটনা ঘটেছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, গ্রেপ্তার হওয়া ছ'জনই 'সৎসঙ্গের সেবাদার' ছিলেন। তবে মূল অভিযুক্ত 'গুরুর মুখ্য সেবাদার' দেবপ্রকাশ মধুকরের এখনও খোঁজ মেলেনি।

নিহতের পরিবারকে সান্ত্বনা বিরোধী দলনেতার। শুক্রবার আলিগড়ে।

> খুবই দুঃখজনক ঘটনা। বিষয়টি আমি রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে চাই না। তবে পুলিশ ও প্রশাসনের তরফে ঘাটতি রয়েছে। দরিদ্র পরিবারগুলিকে আর্থিক সহায়তা দেওয়ার জন্য আমি মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথকে আন্তরিকভাবে অনুরোধ করছি।
>
> **রাহুল গান্ধি**

অপেক্ষায় সেই ল্যারি

লন্ডন, ৫ জুলাই : ব্রিটিশ পার্লামেন্টে পালাবদল ঘটেছে। আসছেন নতুন প্রধানমন্ত্রী। বদল হচ্ছে ১০ ডাউন স্ট্রিটের মালিক। এত পরিবর্তন সত্ত্বেও একজন স্থির। কোনও পরিবর্তনেই তার ভ্রূক্ষেপ নেই। সে ল্যারি। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবন ১০ নম্বর ডাউনিং স্ট্রিটের বাসিন্দা বিড়াল।

নয়া প্রধানমন্ত্রীর অপেক্ষায় রয়েছে সে। তার একটি ছবি পোস্ট করা হয়েছে। তাতে দেখা যাচ্ছে, একটি ছোট্ট মঞ্চে মাইক্রোফোনের সামনে ল্যারি। যেন বক্তৃতা দিচ্ছে। যেন বলছে, মানুষ তো টোরিদের জবাব দিয়ে দিয়েছে। ২০১১ সাল থেকে ল্যারি প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের বাসিন্দা। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ক্যামেরনের প্রিয় ছিল। ল্যারি পাঁচজন প্রধানমন্ত্রীকে দেখেছে। ষষ্ঠ জনকে এবার দেখবে।

রাত ৮টার পর নেই বাইডেন

ওয়াশিংটন, ৫ জুলাই : তিনি বৃদ্ধ হয়েছেন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রচারে অংশ নেওয়ার গুরুদায়িত্ব থাকলেও নিজের বয়সের কথা ভেবে রাত আটটার পর আর কোনও অনুষ্ঠানে থাকতে রাজি নন জো বাইডেন। ডেমোক্র্যাট গভর্নরদের সঙ্গে এক বৈঠকে তিনি জানিয়ে দিয়েছেন, তাঁর বিশ্রামের দরকার। তাই রাত আটটার পর কোনও অনুষ্ঠানে ডাকলেও তাঁকে আর পাওয়া যাবে না। বুধবার হোয়াইট হাউসে ডেমোক্র্যাট দলের গভর্নরদের সঙ্গে বৈঠক হয় মার্কিন প্রেসিডেন্টের। বাইডেনের সিদ্ধান্ত খুশি করতে পারেনি গভর্নরদের।

বুধবারের বৈঠকে গভর্নরদের সঙ্গে মজা করে বাইডেন বলেন, 'আমি ভালো আছি। তবে আমার মস্তিষ্ক কী অবস্থায় রয়েছে তা জানি না!' কিন্তু বাইডেনের এই মজাটি নাকি ভালোভাবে নেননি গভর্নররা।

বাইডেনের এমন মন্তব্য নিয়ে হোয়াইট হাউসের কোনও বিবৃতি মেলেনি। বাইডেনের নির্বাচনি প্রচার বিষয়ক মুখপাত্র কেভিন মুনোজ বিষয়টিকে উড়িয়ে দিয়ে বলেন, 'প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশ রাত ৯টায় ঘুমিয়ে পড়তেন। বারাক ওবামা রাতের খাবার খেয়ে নিতেন সন্ধ্যা সাড়ে ৬টায়। সাধারণত প্রেসিডেন্টরা ব্যক্তিগত জীবনে ভারসাম্য রেখে চলেন। বাইডেনও ব্যতিক্রম নন। অন্যরা কেউই ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো নন। যিনি দিনের অর্ধেকটা সমাজমাধ্যমে ব্যয় করেন অবান্তর কথা বলে আর বাকিটা গল্ফ খেলে।'

জয়ী এমপিদের তালিকায় ১০ শিখ

লন্ডন, ৫ জুলাই : ভোটের ঝুলি ভরার লক্ষ্যে নির্বাচন এগিয়ে এনেও সফল হলেন না ঋষি সুনক। নিরঙ্কুশ জয় পেল বিরোধী লেবার পার্টি। তার চেয়েও বড় কথা ব্রিটেনের সাধারণ নির্বাচনে এবার ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থীদের জয়জয়কার। কনজারভেটিভ ও লেবার পার্টি থেকে ২৬জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত জয়ী হয়ে হাউস অফ কমন্সে এলেন। তাঁদের কারোর শিকড় কেরলে, কারোর পঞ্জাবে। শিখ সম্প্রদায় থেকে জয়ী হয়েছেন ১০জন। তাঁরা সবাই লেবার পার্টির।

বিদায়ি হাউস অফ কমন্সে ভারতীয় বংশোদ্ভূত এমপি ছিলেন ১৫জন। এবার বাড়ল। কনজারভেটিভ পার্টি হারলেও ঋষি সুনক জয়ী হয়েছেন। তিনিও ভারতীয় বংশোদ্ভূত। এই প্রথম ওয়েলস থেকে এমপি হলেন এক সংখ্যালঘু। তিনি কনিষ্ক নারায়ণ।

২০১৯-এর নির্বাচনে লেবার পার্টির ভারত বিরোধী নীতির জন্য তাঁদের দিক থেকে মুখ ফিরিয়েছিলেন ব্রিটেনের ভারতীয় বংশোদ্ভূতরা। স্টারমার তা বুঝে নীতি বদলানোয় লেবার পার্টির ঝুলি ভরে গিয়েছে। ব্রিটেনে এবার ১০৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী হয়েছিলেন। উল্লেখযোগ্য জয়ীদের মধ্যে রয়েছেন এসেক্সের উইথাম আসনে কনজারভেটিভ পার্টির প্রীতি প্যাটেল। ২০১০ সালের পর তিনি আসনটি পুনরুদ্ধার করলেন। লেস্টার ইস্ট কেন্দ্রে জয়ী কনজারভেটিভের শিবানী রাজা। ভারতীয় বংশোদ্ভূত রাজনীতিবিদ সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান দুটি কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন। অন্যদিকে, যে ১০ জন শিখ জয়ী হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তনমনজিৎ সিং ধেসি ও প্রীত কৌর গিল টানা তিনবার নির্বাচিত হলেন।

অমরনাথ যাত্রার পর ভোট জম্মু ও কাশ্মীরে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : অমরনাথ যাত্রা শেষ হলেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট করানো হতে পারে। এমনটাই দাবি করা হয়েছে একটি সূত্রে। ১৯ অগাস্ট অমরনাথ যাত্রা শেষ হচ্ছে। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের বিজেপি নেতাদের ভোটের প্রস্তুতি নেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন। বৃহস্পতিবার অমিত শা এবং বিজেপি সভাপতি জেপি নাড্ডার সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন জম্মু ও কাশ্মীরের বিজেপি নেতারা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং, যুগলকিশোর শর্মা এবং বিজেপির রাজ্য সভাপতি রবীন্দর রায়না। শনিবার জম্মু ও কাশ্মীর যাওয়ার কথা জেপি নাড্ডার।

২০১৯ সালে সংবিধানের ৩৭০ নম্বর অনুচ্ছেদ রদ হওয়ার আগে ২০১৮ সালে জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভা ভেঙে দেওয়া হয়েছিল। ২০১৪ সালে শেষবার ভোট হয়েছিল জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভায়। সেবার মোট ৮৭টি আসনে ভোট হয়েছিল। পিডিপি ২৮, বিজেপি ২৫, ন্যাশনাল কনফারেন্স ১৫ এবং কংগ্রেস ১২টি আসন পেয়েছিল। কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে পরিণত হওয়ার পর জম্মু ও কাশ্মীর বিধানসভার মোট আসনসংখ্যা হয়েছে ১১৯। এর মধ্যে ২৪টি আসন পাক অধিকৃত কাশ্মীরের জন্য সংরক্ষিত রয়েছে। ৫ আসনে সদস্য মনোনীত করা হয়।

চলতি বছর মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড, হরিয়ানাতেও বিধানসভা ভোট রয়েছে। সেক্ষেত্রে ওই তিন রাজ্যের সঙ্গেই জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট করানোর জল্পনা একেবারে খারিজ করে দিচ্ছে না কেউ। ৩০ সেপ্টেম্বরের মধ্যে জম্মু ও কাশ্মীরে বিধানসভা ভোট করানোর কথা বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। সেক্ষেত্রে বাকি তিন রাজ্যের ভোট এগিয়ে আনা হবে কিনা তা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের অন্তত ৯০টি আসনে পদ্মশিবির এবার প্রার্থী দিতে চাইছে। ভোটের আগে সরাসরি কোনও জোটে নাম না লেখালেও কাশ্মীর উপত্যকার বেশ কিছু রাজনৈতিক দলের সঙ্গে আসন সমঝোতা এবং নির্বাচনি আঁতাতে যেতে পারে বিজেপি। তবে অন্যান্য রাজ্যের মতো জম্মু ও কাশ্মীরেও কাউকে মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী করবে না গেরুয়াশিবির।

প্রিয়াংকাকে রুখতে মরিয়া রাম-বাম

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : মতাদর্শগতভাবে সিপিএম এবং বিজেপি দুই শিবিরই একেবারে ভিন্ন মেরুর বাসিন্দা। কিন্তু ওয়েনাড লোকসভা আসনে আসন্ন উপনির্বাচনে কংগ্রেস প্রার্থী প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরাকে রুখতে দুই শিবিরই সমানভাবে মরিয়া হয়ে উঠেছে। উভয় শিবিরের অবশ্য চিন্তাভাবনা আলাদা। সিপিএমের ভাবনা, প্রিয়াংকা জিতলে ২০২৬ সালের কেরল বিধানসভা ভোটে কংগ্রেস তথা ইউডিএফের অগ্রগতি ঠেকানো মুশকিল হবে এলডিএফের পক্ষে। বিজেপির অস্বাভাবিক উত্থানেও চিন্তিত বামেরা। বিজেপি অবশ্য এত কিছু ভাবছে না। ত্রিশূর জয়ের পর তারা চাইছে ওয়েনাডে হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হোক। এবারই প্রথম বিজেপি কেরল জয়ের স্বাদ পেয়েছে। ত্রিশূরের সাংসদ তথা জনপ্রিয় অভিনেতা সুরেশ গোপীকে এবার কেন্দ্রে মন্ত্রীও করেছে গেরুয়াশিবির। সেই কারণে ওয়েনাডে প্রিয়াংকার বিরুদ্ধে জনপ্রিয় কোনও নেতাকে দাঁড় করাতে চাইছে বিজেপি।

সম্প্রতি নয়াদিল্লিতে সিপিএমের কেন্দ্রীয় কমিটির বৈঠকে কেরলের খারাপ ফলের কারণ নিয়ে কাটাছেঁড়া চলে। ওই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়নও। সেখানে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয়, অবিলম্বে কেরলে বিজেপির অগ্রগতিকে প্রতিহত করা সম্ভব না হলে অচিরেই রাজ্যের শাসনক্ষমতা হারাতে হতে পারে। অন্যদিকে বৃহস্পতিবার রাতে বিজেপির সদরদপ্তরে দলের জাতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর বৈঠক হয়। তিন ঘণ্টা ধরে চলা ওই বৈঠকে ওয়েনাড উপনির্বাচন এবং ৪টি রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনের প্রস্তুতি নিয়ে আলোচনা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে।

সেতু বিপর্যয়, কোপে ইঞ্জিনিয়াররা

পাটনা, ৫ জুলাই : বিহারে একের পর এক সেতু বিপর্যয়ের জেরে এক ধাক্কায় ১৬ জন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করল রাজ্য সরকার। গত ১৭ দিনে ১২টি সেতু ভেঙে পড়েছে বিহারের বিভিন্ন জেলায়। ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্রীকে কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধী শিবির। বিরোধী দলনেতা তেজস্বী যাদব বলেন, 'বিহারে যে সেতু বিপর্যয় হয়েছে তার জন্য দায়ী নীতীশ কুমারের জেডিইউ। কারণ তাদের হাতেই গ্রামীণ কাজকর্মের দপ্তর রয়েছে। ওই দপ্তরে ব্যাপক দুর্নীতি এবং কাটমানির খেলা হয়েছে।' গ্রামীণ কাজকর্ম দপ্তরের সচিব দীপক সিং বলেন, 'আরারিয়ায় যে সেতুটি ১৮ জুন ভেঙে পড়েছিল তার কারণ খতিয়ে দেখছে কেন্দ্র ও রাজ্যের দল। মোট ৬ জন ইঞ্জিনিয়ারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে। ঠিকাদারের টাকাও আটকে দেওয়া হয়েছে।'

'পায়জামা' বিতর্কে ফের বিপদে মহুয়া

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মার বিরুদ্ধে কুরুচিকর মন্তব্যের জন্য, কৃষ্ণনগরের তৃণমূল কংগ্রেস সাংসদ মহুয়া মৈত্রের বিরুদ্ধে জাতীয় মহিলা কমিশন স্বতঃপ্রণোদিত মামলা দায়ের করল। অভিযোগ, একজন মহিলাকে অমর্যাদা করেছেন তৃণমূল সাংসদ। জাতীয় মহিলা কমিশনের পর্যবেক্ষণ মানহানিকর মন্তব্যগুলি তীব্র নিন্দাকর এবং মহুয়ার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন।

যদিও এর উত্তরে মহুয়া দিল্লি পুলিশকে চ্যালেঞ্জ করে বলেছেন, 'ক্ষমতা থাকলে আমাকে গ্রেপ্তার করে দেখান। আমি নদিয়াতে আছি।'

দিনকয়েক আগে হাথরসের পদপিষ্ট হয়ে মৃত্যুর ঘটনায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের চেয়ারপার্সন রেখা শর্মা।

সেখানের ভিডিও-তে দেখা যায়, রেখা শর্মা যখন পরিস্থিতি দেখছিলেন তখন তাঁর মাথায় পেছন থেকে ছাতা ধরে রয়েছেন এক ব্যক্তি। সামাজিকমাধ্যমে এক ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করেন, কেন রেখা শর্মা নিজের মাথায় নিজে ছাতা ধরছেন না? মহুয়া তার প্রতিক্রিয়ায় লেখেন, 'উনি নিজের বসের পায়জামা ধরতে ব্যস্ত রয়েছেন!'

এর পরেই মহুয়ার বিরুদ্ধে জাতীয় মহিলা কমিশন পদক্ষেপ করল।

পুলিশের জালে পদ্ম নেতা উত্তম

বিজেপি শিবিরের নীরবতায় উঠছে প্রশ্ন

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : জমি দখল কাণ্ডে গত সপ্তাহে গ্রেপ্তার হন ফুলবাড়ির তৃণমূল নেতা দেবাশিস প্রামাণিক। শুক্রবার আরও এক তৃণমূল কংগ্রেস নেতা গৌতম গোস্বামীকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জমি কেলেঙ্কারির সঙ্গে নাম জড়িয়েছে বহু তৃণমূল নেতার। একই ঘটনায় গজলডোবা থেকে এদিন সকালে ভোরের আলো থানার পুলিশ ধরল বিজেপি নেতা উত্তম রায়কে।

গ্রামগঞ্জে সরকারি জমি দখলের সঙ্গে শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপিও যুক্ত রয়েছে, সেটা এদিনের পর পরিষ্কার। সেই কারণেই কি একদিন আন্দোলনের পর বিজেপিকে সেভাবে রাস্তায় নামতে দেখা যায়নি? সেজন্যই জমি দখল কাণ্ডে গোটা রাজ্য উত্তাল হলেও ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি তথা রাজগঞ্জ ব্লকে আন্দোলনে নেই বিজেপি? উঠছে প্রশ্ন।

অভিযোগ মানতে নারাজ ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির বিজেপি বিধায়ক শিখা চট্টোপাধ্যায়। তিনি জানান, সরকারে না থাকায় কোথায় কত জমি দখল হয়েছে, সেটা জানেন না দলের নীচুতলার কর্মীরা। তাই তৃণমূলের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠিত করতে পারেননি তাঁরা। তাঁর যুক্তি, 'আমরা কোনওদিনও সরকারে ছিলাম না। সেই কারণে দলের নীচুতলার কর্মী-সমর্থকরা অনেক কিছুই জানতে পারে না। আমি যেহেতু অনেকদিন প্রশাসনের ভেতরে থেকে কাজ করেছি, তাই অনেক কিছু জানতে পারি।'

বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার প্রসঙ্গে তাঁর প্রতিক্রিয়া, 'অন্যায়ের সঙ্গে যারাই যুক্ত থাকুক, তাদের গ্রেপ্তার করা উচিত।'

অন্যদিকে, দলের রাজগঞ্জ পঞ্চায়েত সমিতির বিরোধী দলনেতা নিতাই মণ্ডলের মতে, এসব রাজনৈতিক প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা। তাঁর কথায়, 'সরকারি জমি উদ্ধার হোক সেটা আমরাও চাই। কিন্তু সেটা সঠিক পদ্ধতিতে হতে হবে। ১৯৯৭-'৯৮ সালে উত্তম ওই এলাকায় জমির পাট্টা পেয়েছিল। সেখানে বসবাস করার সঙ্গে সঙ্গে একটি দোকান করে সংসার চালাচ্ছে। পাট্টার কাগজ জমা রেখে ব্যাংক থেকে ঋণ পেয়েছিল সে। তাহলে সেটা অবৈধ হয় কী করে?'

তাঁর সংযোজন, তৃণমূল নেতারা বেছে বেছে বিজেপির লোকেদের বাড়ি ও জমি দেখিয়ে দিচ্ছেন। সেইমতো রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা বিরোধীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করছেন। শাসকদলের নেতা-কর্মী-সমর্থকরা সরকারি জমি দখল করে বসে থাকলেও আধিকারিকরা দেখছেন না। এগুলোর বিরুদ্ধে বিজেপি চুপ করে বসে থাকবে না বলে তাঁর দাবি। এদিন শিখা রঞ্জনের পাশে দাঁড়ালেও তাঁরই দলের আরেক নেতা নিতাই কিন্তু রঞ্জনের গ্রেপ্তার না হওয়া নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। সবমিলিয়ে, রাজগঞ্জ ব্লকে জমি ইস্যুতে বিজেপি দ্বিধাগ্রস্ত বলে মনে করছে স্থানীয় মহল।

যদিও প্রতিহিংসার বিষয়টি মানছেন না রাজগঞ্জের বিধায়ক তথা গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের ভাইস চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। তিনি বলেন, 'অপরাধী বিচার করতে গিয়ে কে তৃণমূল, কে কংগ্রেস, সেটা দেখার বিষয় নেই। আইন আইনের পথেই চলবে।'

তাঁদের দলের দেবাশিস কিংবা গৌতম গ্রেপ্তার হয়েছেন। তারপরেও বিজেপি যা খুশি তাই বলতে পারে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

নিশ্চুপ সবাই

- জমি দখল কাণ্ডে শুক্রবার তৃণমূল নেতা গৌতম গোস্বামীর সঙ্গে গ্রেপ্তার হন বিজেপি নেতা উত্তম রায়
- সরকারি জমি দখলের বিষয়ে একই পাল্লার দুইদিকে তৃণমূল এবং বিজেপি রয়েছে, সেটা পরিষ্কার
- প্রশ্ন উঠছে, সেজন্যই কি ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি তথা রাজগঞ্জ ব্লকে তৃণমূলের বিরুদ্ধে বিজেপি নীরব

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

মেরামতি।। রহতপুরে ছবিটি তুলেছেন ইসলামপুরের সৌজন্য রায়চৌধুরী।

একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া মেটানোর দাবি

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : জলপাইগুড়ি জেলার লক্ষাধিক দিনমজুরের একশো দিনের কর্মসুনিশ্চিত প্রকল্পের ২৪৮ কোটি টাকা মজুরি বকেয়া। আর এই বকেয়া অর্থ দিনমজুররা কবে পাবেন তার কোনও নিশ্চয়তা নেই বলে অভিযোগ। ২০২২ সাল থেকে ২০২৫ সালের ৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত একশো দিনের প্রকল্পে নিষেধাজ্ঞা চলছে। নিষেধাজ্ঞা না উঠলে বকেয়া অর্থ পাওয়ার কোনও সম্ভাবনা নেই দিনমজুরদের। মজুরি খাতের বকেয়া অর্থ না পাওয়ায় সারা ভারত কৃষকসভা, সংযুক্ত কিষানসভা ও অগ্রগামী কিষানসভার তরফে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। তারা দ্রুত বকেয়া মজুরি মেটানোর দাবি করেছে।

জলপাইগুড়ি জেলার একশো দিনের প্রকল্পের দায়িত্বপ্রাপ্ত অফিসার শ্যামলকান্তি শিকারির বক্তব্য, 'জলপাইগুড়ির নাগরাকাটা, মাল, ধূপগুড়ি, মেটেলি, ক্রান্তি, ময়নাগুড়ি, জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ ব্লকের একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া মজুরির পরিমাণ ২৪৮ কোটি টাকা। রাজ্য সরকারের কর্মসূচি অনুসারে কর্মশ্রী পোর্টালে অদক্ষ জব কার্ডধারী দিনমজুরদের নাম নথিভুক্ত করবার কাজ শুরু করা হয়েছে।'

রাজ্য সরকারের তরফে একশো দিনের প্রকল্পে জলপাইগুড়ি জেলাকে ৯২ কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে বলে তিনি জানিয়েছেন।

সারা ভারত কৃষকসভার নেতা অধ্যাপক জিতেন দাস বলেন, 'নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি ঘটেছে। দিনমজুররা সংসার চালাতে হিমসিম খাচ্ছেন। বিগত দু'বছরে একশো দিনের প্রকল্পের বকেয়া মজুরি মেলেনি। আমরা বকেয়া মজুরির দাবিতে দ্রুত জেলাজুড়ে আন্দোলন সংগঠিত করব।' সংযুক্ত কিষানসভার নেতা বিনয় বর্মনের বক্তব্য, 'দিনমজুরদের অসহনীয় অবস্থা। কাজ করার পর পারিশ্রমিক দেওয়া হচ্ছে না এটা সংবিধান বিরোধী। আমরা চাই কালবিলম্ব না করে বকেয়া টাকা পরিশোধ করা হোক।'

এ বিষয়ে অগ্রগামী কিষানসভার রাজ্য সভাপতি গোবিন্দ রায় বলেন, 'আমাদের সংগঠনের রাজ্য সম্মেলনে বকেয়া মজুরি নিয়ে সরব হয়েছেন নেতৃত্ব। আমরা জেলায় জেলায় বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য আন্দোলন করে চলেছি।'

উত্তরবঙ্গে সুর চড়ালেন নিরাপদ

জ্যোতি সরকার

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : শুক্রবার জলপাইগুড়ি সিপিএমের জেলা দপ্তর সুবোধ সেন ভবনে বৈঠক ও সাংবাদিক সম্মেলন করলেন নিরাপদ সরদার। সারা ভারত খেতমজুর ইউনিয়নের রাজ্য সভাপতি তথা সন্দেশখালি আন্দোলনের নেতা নিরাপদ সরদার লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, ১০০ দিনের কাজ, জমি দখল নিয়ে তৃণমূল ও বিজেপি উভয়ের বিরুদ্ধেই ক্ষোভ উগরে দিলেন। এদিন জলপাইগুড়ি জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে প্রায় দু'ঘণ্টা তিনি বৈঠক করেন। এদিনের বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জেলা সম্পাদক কৌশিক ভট্টাচার্য, সংগঠনের রাজ্য সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য জমিল ফিরদৌস এবং জেলার বিভিন্ন ব্লক প্রতিনিধিরা।

সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক নিরাপদ সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, 'উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে দু'বছরের বেশি সময় ধরে ১০০ দিনের কাজের টাকা পাননি সাধারণ মানুষ। অথচ বকেয়া আদায়ের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের বিজেপি সাংসদরা মুখে কুলুপ এঁটেছেন। সম্পন্ন বাড়ির মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পেলেও অনেকাংশে গরিব মহিলারা সেই টাকা পাচ্ছেন না।'

জেলার ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে তৃণমূল নেতারা জমি লুট করছেন এমনই অভিযোগ করেছেন তিনি। সিপিএমের প্রাক্তন বিধায়ক বলেন, 'রাজ্যের সর্বত্রই তৃণমূলের নেতারা চোখের সামনে গরিব মানুষের জমির পাট্টা কেড়ে নিচ্ছে। তবুও সরকার তাদের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করছে না।'

জেলা নেতৃত্বের সঙ্গে বৈঠকে সংগঠনকে শক্তিশালী করার বার্তা দিলেন। তাঁর বক্তব্য, '২০২৪ লোকসভাতে দল কোনও আসন না পেলেও ভোট শতাংশ বেড়েছে। মনে রাখতে হবে লাল ঝান্ডা দুর্বল হওয়া মানে গরিব মানুষ দুর্বল হওয়া। গরিব মানুষের সমস্যার কথা খেতমজুর ইউনিয়নের নেতা-কর্মীরা লিপিবদ্ধ করছেন। এরপর সেই সমস্যাগুলি নিয়ে সংগঠনের তরফে আন্দোলন করা হবে।'

বেলাকোবায় রথের মেলার প্রস্তুতি তুঙ্গে

বেলাকোবা, ৫ জুলাই : রবিবারই রথযাত্রা। তাই রথের মেলার শেষমুহূর্তের প্রস্তুতি চলছে বেলাকোবা বিবেকানন্দ কলোনি ময়দানে। তবে বৃষ্টির সম্ভাবনায় কপালে চিন্তার ভাঁজ পড়তে শুরু করেছে উদ্যোক্তাদের।

প্রতি বছরের মতো এবছরও বেলাকোবার বিবেকানন্দ কলোনিতে রথযাত্রা উৎসবের আয়োজন করা হয়েছে। এবছর এই রথযাত্রার ৩৫তম বর্ষ। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, রবিবার দুপুর বারোটা নাগাদ বিবেকানন্দ কলোনির কালী মন্দির থেকে রথযাত্রা শুরু হবে। এরপর পানিট্যাঙ্কি মোড়, হাসপাতালপাড়া হয়ে সারিয়াম কালীবাড়ি ঘুরে কলেজ মোড় হয়ে বটতলা পর্যন্ত রথ যাবে। পাশাপাশি বিকেল থেকেই শুরু হবে মেলা। ইতিমধ্যে মেলা প্রাঙ্গণ সেজে উঠেছে বৈদ্যুতিক নাগরদোলা, হরেকরকম খেলনার দোকান, পুজোর সামগ্রী, নানা ধরনের খাবারের দোকান, ফাস্ট ফুডের স্টল ইত্যাদি দিয়ে। রথযাত্রা উৎসব কমিটির সদস্য মিলন বাগচী জানান, মেলা চলবে নয়দিন ধরে। রথযাত্রার দিন থেকে শুরু হয়ে উলটো রথের দিন পর্যন্ত প্রতিদিনই সন্ধ্যায় ভাগবত পাঠ, সন্ধ্যারতি ইত্যাদি অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। থাকবে বাউল সংগীতের অনুষ্ঠানও।

তবে বৃষ্টির সম্ভাবনা নিয়ে উদ্বিগ্ন আয়োজক ও বাসিন্দারা মধ্যে। বৃষ্টি হলে মেলা প্রাঙ্গণে জলকাদা জমে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি হতে পারে। তাই মেলার নিকাশি ব্যবস্থা ভালো রাখার দাবি জানিয়েছেন এলাকাবাসী।

গৌতম গোস্বামীর বাড়ির সামনের রাস্তা তখন প্রায় শুনসান। শুক্রবার শিলিগুড়ির ভালোবাসা মোড় সংলগ্ন এলাকায়।

আত্মবিশ্বাসী গৌতম, মুষড়ে অনুগামীরা

মিঠুন ভট্টাচার্য

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : শুক্রবার সকাল থেকেই বৃষ্টি পড়ছিল। কখনও ঝিরিঝিরি, আবার কখনও মুষলধারে। আর পাঁচটা জায়গার মতোই অন্যদিনের তুলনায় এদিন পাঁচকোলগুড়ি, ভালোবাসা মোড় এলাকায় রাস্তাঘাটে কম লোকজনের দেখা মিলেছে। তবে বাধ্য হয়ে ভালোবাসা মোড় বাজারে জলকাদা পেরিয়েই বাজারের ব্যাগ হাতে কেনাকাটা করেছেন অনেকে। এই পর্যন্ত ছবিটা স্বাভাবিক ছিল। এলাকার প্রভাবশালী নেতা ওরফে সমাজসেবী যে গ্রেপ্তার হবেন, সেটা হয়তো তখন ঘুণাক্ষরেও আন্দাজ করতে পারেননি কেউ।

ছবিটা বদলাল বিকেল গড়াতেই। তখন প্রায় সাড়ে চারটা। ভালোবাসা মোড় সংলগ্ন এলাকায় গৌতম গোস্বামীর বাড়ির সামনের রাস্তাটা একেবারে শুনসান। মোড়ের মাথার দু'-একটি দোকান ছাড়া সবগুলো বন্ধ। ততক্ষণে বাতাসে ছড়িয়ে পড়েছে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির দাপুটে তৃণমূল কংগ্রেস নেতার গ্রেপ্তারির খবর। ঠিক সেই মুহূর্তে অপ্রত্যাশিতভাবে ফোন এল গৌতমের। আক্ষেপের সুর শোনা গেল তাঁর কথায়। আস্থা জানাতে ভুললেন না মুখ্যমন্ত্রী এবং অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতি। এর কিছুক্ষণ পরই পুলিশ জানাল, গৌতমকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।

বিকেলে স্থানীয় চায়ের দোকান থেকে মোড়ের মাথার আড্ডা- সর্বত্র আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রইলেন তৃণমূলের ব্লক সহ সভাপতি তথা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের (এসজেডিএ) প্রাক্তন বোর্ড সদস্য। ফিশফিশ চলল একদিকে, আরেকদিকে হতাশা গ্রাস করল দাদার অনুগামীদের।

দিনকয়েক আগে জমি দুর্নীতির অভিযোগে গ্রেপ্তার হন ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক। অভিযোগপত্রে গৌতমের নাম থাকার পর থেকেই বেপাত্তা ছিলেন তিনি। সেই সময় ধৃতের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক নেতা বলেছিলেন, 'দাদা আপাতত সরে থাকলেও ঠিক সেটিং করে বেরিয়ে আসবেন। পুলিশ দাদাকে ধরতেও পারবে না।' এদিন অবশ্য গৌতমের অধিকাংশ অনুগামীর গলায় আত্মবিশ্বাসের ছিটেফোঁটাও ধরা পড়ল না।

এক যুবনেতার কথায়, 'দেবাশিসদা (পড়তে হবে দেবাশিস প্রামাণিক) গ্রেপ্তারির আশঙ্কা করলেও তিনি সরে যাওয়ার মানুষ ছিলেন না। কিন্তু গৌতমদা অন্য ধাতুতে গড়া জিনিস। পুলিশ দাদাকে গ্রেপ্তার করতে পারবে বলে আমরা ভাবিনি।'

মুখ্যমন্ত্রী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়িতে জমি দখল প্রসঙ্গে ক্ষোভ প্রকাশ করেছিলেন। তারপরই একে একে গ্রেপ্তার হলেন তৃণমূলের দুই শীর্ষ ব্লক নেতা। এলাকায় প্রচলিত রয়েছে, দেবাশিসের কথা ছাড়া নাকি ফুলবাড়িতে গাছের পাতাও নড়ে না। গৌতমের বিরুদ্ধেও প্রভাব খাটিয়ে বেআইনি কাজকর্মে জড়িত থাকার বিস্তর অভিযোগ রয়েছে। অতীতে এই ইস্যুতে বিরোধীদের সঙ্গে সরব হয়েছেন তৃণমূলের একাংশ নেতা-কর্মী।

ফোনে এদিন গৌতমকে জিজ্ঞাসা করা হয়, 'দলের অনেকের বিরুদ্ধেই তো জমি দখলের অভিযোগ রয়েছে। আপনাদের দুজনকে সবার আগে গ্রেপ্তার করা হল কেন?' তাঁর হতাশা জড়ানো উত্তর, 'দিদির কাছে যেমন রিপোর্ট গিয়েছে, তিনি তেমনভাবে ব্যবস্থা নিতে বলেছেন। আশা করি, নিজেকে সঠিক প্রমাণ করে বেরিয়ে আসতে পারব।'

শুধু জমি দখল নয়, বিভিন্ন সময় বিভিন্ন বিতর্কে জড়িয়েছেন গৌতম। তাঁর বিরুদ্ধে রেলের জমিতে দোকান বসানোর অভিযোগ রয়েছে। রেলের জমিতেই রয়েছে তাঁর দাদার নিজস্ব এবং ভাড়া দেওয়া দোকান। এই প্রসঙ্গে গৌতমের দাদা বাপ্পার যুক্তি, 'এই এলাকায় রেলের জমিতে এক লক্ষের বেশি লোকের বসবাস। বারবার শুধুমাত্র আমাকেই কেন এসবে জড়ানো হয়?' আমার ভাই রাজনীতি করে বলে কি বিতর্কে টেনে আনা হচ্ছে?' পালটা প্রশ্ন বাপ্পার।

সবুজায়নে হাত বাড়িয়ে দিলেন বৃহন্নলারা

জলপাইগুড়ি, ৫ জুলাই : সবুজায়নের লক্ষ্যে জলপাইগুড়ির রিনা স্টাডি গ্রুপ ফর ডান্স এবং কলকাতা বৈষম্য দূরীকরণ সমিতির যৌথ উদ্যোগে দু'দিনব্যাপী বনমহোৎসব আয়োজিত হল। এই মহান কাজে হাত বাড়িয়ে দেয় জলপাইগুড়ির বৃহন্নলা আস্থা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। শুক্রবার শহরের ২ নম্বর ওয়ার্ডের বেশ কিছু পথচলতি মানুষের হাতে গাছের চারা তুলে দেওয়া হয় এবং মানুষকে সচেতন করা হয়। এদিনের আয়োজিত সভায় নৃত্যশিল্পী ও সমাজসেবী সৌগত মুখোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা সমাজের মূলস্রোতে ফিরে যেতে চাইলেও ফিরে যেতে পারি না। সুলভ শৌচালয়ে আমাদের জন্য আলাদা বিভাগ নেই। সাধারণ মানুষ কখনও টিপ্পনীর মাধ্যমে বোঝাতে চায় আমাদের জায়গা নেই। আমাদেরও মূলস্রোতে ফিরে যাওয়ার অধিকার আছে। সকলের দৃষ্টি দেওয়া উচিত।'

অন্যদিকে, এক বৃহন্নলা গুরুমা পিপাসা নারী-পুরুষের পাশাপাশি বৃহন্নলা সহ রূপান্তরিত নারী-পুরুষেরও যে সমাজে সম্মানের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার আছে সে বিষয়ে গুরুত্ব দেন। গাছের চারা বিতরণ প্রসঙ্গে তিনি পরামর্শ দেন, সন্তানসম লালন-পালন করুন। ভবিষ্যতে বেঁচে থাকতে গাছই পাশে থাকবে। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংগীতশিল্পী ও শিক্ষিকা বুলা বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি বার্তা দেন, পুরুষ, বৃহন্নলা, রূপান্তরিত নারী-পুরুষেরাও নিপীড়িত হন। কখনও মানসিক আবার কখনও শারীরিকভাবে। তাই আমাদের সকলকে এগিয়ে আসতে হবে।

সম্মেলন

মালবাজার, ৫ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সরকারি কর্মচারী ফেডারেশনের তরফে জনগণকে সরকারি পরিষেবা পৌঁছানোয় জোর দেওয়া নিয়ে আলোচনা হল মালবাজার মহকুমা শাখার সম্মেলনে। শুক্রবার মালবাজার শহরের উদীচী কমিউনিটি হলে সম্মেলনটি হয়। এদিন মহকুমার চারটি ব্লক ও শহর এলাকা থেকে সংগঠনের সদস্যরা সম্মেলনে যোগ দেন। এদিন সম্মেলনে ছিলেন জেলা পরিষদের সভাধিপতি কৃষ্ণা রায় বর্মন, মালবাজার পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি প্রমীলা মাতব্বর, নাগরাকাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি সঞ্জয় কুজুর প্রমুখ।

কর্মতীর্থ না খোলায় ক্ষতি ব্যবসায়ীদের

কৌশিক দাস

ক্রান্তি, ৫ জুলাই : বর্ষার দিনে একহাঁটু জলকাদা মাড়িয়ে আসছে না ক্রেতা। জিনিসপত্র বিক্রি না করতে পেরে আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে ব্যবসায়ীদের। প্রশাসনের তরফে কর্মতীর্থ ভবন খুলে না দেওয়ায় জলকাদার মধ্যেই সারাদিন থাকতে হচ্ছে বিক্রেতাদের। মঙ্গলবার ক্রান্তিতে সাপ্তাহিক হাট বসে। প্রায় সাড়ে ৩০০ বিক্রেতা রয়েছে এই হাটে। বছর সাতেক আগে হাট ব্যবসায়ীদের জন্য কর্মতীর্থ ভবনের কাজ শুরু হয়। উন্নয়নের স্বার্থে ব্যবসায়ীরা তাঁদের নিজ নিজ জায়গা ছেড়ে দেন। বছর তিনেক আগে কর্মতীর্থ ভবনের কাজ সম্পূর্ণ হয়ে গেলেও ব্যবসায়ীদের জন্য এখনও খুলে দেওয়া হয়নি। ফলে ঝড়-বৃষ্টির দিনে জলকাদার মধ্যেই ব্যবসা করতে হচ্ছে বিক্রেতাদের। অবিলম্বে সমস্যা সমাধান না হলে আন্দোলনের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন হাট ব্যবসায়ীরা।

বিষয়টি নিয়ে প্রশাসনের ওপর একরাশ ক্ষোভ উগরে দিচ্ছেন ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ী মধু বণিকের অভিযোগ, 'প্রশাসন দিনের পর দিন আমাদের সঙ্গে বঞ্চনা করে যাচ্ছে। বর্ষার দিনে কেউ দোকানে আসতেই চাইছে না। দিনভর দোকানে বসে বসে মাছি তাড়াতে হচ্ছে।' ময়নাগুড়ি থেকে মালপত্র নিয়ে এসেছেন সজল চক্রবর্তী। তাঁর বক্তব্য, 'বছরভর বিভিন্ন হাটে মালপত্র বিক্রি করে সংসার চালাই। কুড়ি বছরেরও বেশি সময় ধরে ক্রান্তি হাটে ব্যবসা করি। গত কয়েক বছরে ক্রান্তি হাটে ব্যবসা একেবারেই জমছে না। লাভ তো দূরের কথা পুঁজি ভাঙতে হচ্ছে।' একই বক্তব্য সুবীর বণিক, সৌরভ বাকালিদেরও। ক্রান্তি ব্লকের ক্রান্তি হাটের আলাদা গুরুত্ব রয়েছে। ক্রান্তি, চ্যাংমারি, চাঁপাডাঙ্গা, লাটাগুড়ি, মৌলানি এমনকি ময়নাগুড়ি, মালবাজার, ওদলাবাড়ি সহ একাধিক জায়গার ব্যবসায়ীরা নিজেদের পসরা নিয়ে আসেন। বৃষ্টি পড়লে হাট চত্বর জলকাদাতে ভরে যাচ্ছে। বর্ষাকাল হওয়ায় মশামাছির উৎপাতও শুরু হয়েছে।

ক্রেতা বুলু বিশ্বাসের কথায়, 'কর্মতীর্থ ভবন এখনও কেন চালু হচ্ছে না সেটা প্রশাসন বলতে পারবে।' হাটের দৈন্যদশা নিয়ে ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন অনুপ রায়, অমল রায়, গৌতম ভৌমিকরাও। ব্যবসায়ী মোস্তাক আলি জানান, 'পেটের দায়ে বৃষ্টির দিনগুলোতে আমাদের ক্রেতাদের অপেক্ষায় বসে থাকতে হয়। ক্রেতার অভাবে ব্যবসা মার খাচ্ছে।' ক্রান্তি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি পঞ্চানন রায় বলেন, 'কর্মতীর্থ চালুর ব্যাপারে দ্রুত উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।'

ফসলের ক্ষতি

রাজগঞ্জ, ৫ জুলাই : কয়েকদিনের লাগাতার বৃষ্টিতে মাঝিয়ালি গ্রাম পঞ্চায়েতের মনুয়াগঞ্জে ভাঙনের সৃষ্টি হয়েছে। মুষলধারে বৃষ্টির ফলে চা বাগানের নিকাশিনালা ভেঙে ঝোরা তৈরি হয়েছে। সেই ঝোরা ক্রমেই বাড়ছে। চাষের জমিতে পাট গাছ ভেসে গিয়েছে। প্রচণ্ড জলের স্রোতে সবমিলিয়ে প্রায় ৫ বিঘা জমি ভেঙে ঝোরায় পরিণত হয়েছে।

চলাচল বিঘ্নিত

চালসা, ৫ জুলাই : জাতীয় সড়কে গাছ পড়ে বিঘ্নিত হল যান চলাচল। শুক্রবার সকালে চালসা-বাতাবাড়ি জাতীয় সড়কের খরিয়ারবন্দর জঙ্গল এলাকায় একটি গাছ সড়কে পড়ে। ফলে প্রায় ঘণ্টাখানেক ওই এলাকায় যান চলাচল বন্ধ থাকে। চালসা রেঞ্জের বনকর্মীরা দ্রুত গাছ কেটে রাস্তা থেকে সরিয়ে দিলে যান চলাচল স্বাভাবিক হয়।

ভিডিওতে প্রশ্ন

বিন্নাগুড়ি, ৫ জুলাই : শাবক সহ ৩০-৪০টি হাতির একটি দল ছুটে বেড়াচ্ছে। এমনই একটি ভিডিও শুক্রবার সকাল থেকে সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। নেটিজেনদের অনেকেই দাবি করেন, হাতির ওই দলটি বিন্নাগুড়ি সেনাছাউনির ভেতরে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যদিও বিন্নাগুড়ি বন্যপ্রাণ শাখা সূত্রের খবর, এই ভাইরাল ভিডিওটি বিন্নাগুড়ির নয়। সেনাছাউনিতে কোনও হাতির দল ছিল না।'

চামুর্চিতে বৈঠক মনোজের

বানারহাট, ৫ জুলাই : বানারহাট ব্লকে অবস্থিত অ্যান্ড্রিউ ইউল গ্রুপের বাগানগুলির সমস্যা নিয়ে কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করার আশ্বাস দিলেন আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রের নবনির্বাচিত সাংসদ মনোজ টিগ্গা। শুক্রবার তিনি চামুর্চি ফরেস্ট বস্তির কমিউনিটি হলে দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের সঙ্গে একটি বৈঠক করেন। সাংসদ হিসেবে নির্বাচিত হওয়ার পর চামুর্চিতে এদিনই ছিল তাঁর প্রথম বৈঠক। এদিন সাংসদকে কাছে পেয়ে দলীয় কর্মীরা এলাকার থমকে থাকা বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজ ও সমস্যার কথা তুলে ধরেন। চামুর্চি ডিভিশন লাইনে বেশ কয়েক বছর ধরে ভাঙা অবস্থায় থাকা খোকা সেতু ও গুম্ফা লাইনের ভাঙা সেতু মেরামতের দাবি এদিন সাংসদের সামনে তুলে ধরেন বিজেপি কর্মীরা। পাশাপাশি বানারহাট ব্লকে অবস্থিত কেন্দ্রের ভারী শিল্পমন্ত্রকের আওতাধীন সংস্থা অ্যান্ড্রিউ ইউলের চারটি চা বাগানের শ্রমিকদের কয়েকমাস ধরে বেতন না পাওয়ার বিষয়টিও উত্থাপন করা হয় সাংসদের সামনে। বৈঠক শেষে মনোজ বলেন, 'সাংসদ তহবিল থেকে এলাকার ভাঙা সেতু ও রাস্তাগুলি তৈরির চেষ্টা করব। লোকসভার আসন্ন অধিবেশনে চা শিল্পের উন্নয়নের বিষয়ে উত্তরবঙ্গের ছয়জন সাংসদ বক্তব্য রাখবেন।'

মেটেলি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ

মেটেলি, ৫ জুলাই : খাঁচা পাতার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই বন্দি হল একটি পূর্ণবয়স্ক চিতাবাঘ। ঘটনার জেরে বৃহস্পতিবার রাতে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে মেটেলি চা বাগানে। খবর পেয়ে রাতেই বনকর্মীরা খাঁচা সহ চিতাবাঘটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যান। চিতাবাঘটি খাঁচাবন্দি হওয়ায় কিছুটা হলেও স্বস্তি ফিরেছে বাগানের বাসিন্দাদের মধ্যে।

বাগান সূত্রের খবর, গত বেশ কয়েকদিন ধরেই মেটেলি চা বাগানে চিতাবাঘের উপদ্রব দেখা দিয়েছিল। সন্ধের পর শ্রমিক মহল্লা থেকে উধাও হয়ে যাচ্ছিল শুয়োর, ছাগল, মুরগি ইত্যাদি। বাগান কর্তৃপক্ষের আবেদন মেনে বৃহস্পতিবারই বাগানটির ছোটা কোঠি লাইনের ২২ নম্বর সেকশনে বন দপ্তরের পক্ষ থেকে একটি খাঁচা পাতায় হয়। সেই খাঁচা পাতার কয়েক ঘণ্টা পরই রাতের দিকে চিতাবাঘের গর্জন শুনতে পান স্থানীয়রা। খাঁচার কাছে গিয়ে দেখা যায় একটি চিতাবাঘ ধরা পড়েছে।

খবর পেয়ে খুনিয়া রেঞ্জ অফিসার সজলকুমার দে সহ বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে এসে খাঁচা সহ চিতাবাঘটি উদ্ধার করে নিয়ে যান। বন দপ্তর সূত্রে জানানো হয়েছে, রাতেই চিতাবাঘটিকে গরুমারার জঙ্গলে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

মেটেলি চা বাগানে খাঁচাবন্দি চিতাবাঘ।

আধারের কাজে রাত জেগে অপেক্ষা

বিদেশ বসু

মালবাজার, ৫ জুলাই : লাভা থেকে মাল শহরের দূরত্ব ৫৫ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ দূরত্ব অতিক্রম করে রাত জেগে অপেক্ষা করছে এক পরিবার। স্থান মাল শহরের প্রধান ডাকঘরের গেটের বাইরে। ছেলের আধার কার্ড তৈরি করতেই হবে। তাই মা অঞ্জলি রাই লাভা থেকে চলে এসেছেন। ভোররাত থেকেই অঞ্জলি রাই দাঁড়িয়ে। এই ঘটনা উদাহরণ মাত্র। গভীর রাত থেকেই ডাকঘরের সামনে আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজ করানোর সুযোগ পেতে লাইন পড়ে যায়।

মাল শহরের মধ্যবর্তী ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের পাশের প্রধান ডাকঘরের গেটের বাইরের এই দৃশ্য এখন নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার। বহু মানুষ আধার কার্ড তৈরি, সংশোধন ইত্যাদি কাজ করাতে গভীর রাত থেকে এসে লাইনে দাঁড়ান। বিভিন্ন কাজের ক্ষেত্রে আধার কার্ড অপরিহার্য। কিন্তু মাল মহকুমা শহর তথা ডুয়ার্সে আধার কার্ড পরিষেবা কেন্দ্র এখনও অপ্রতুলই।

মালবাজারের প্রধান ডাকঘরে প্রতিদিন আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজ হয়। কিন্তু এখানে কোটা নির্দিষ্ট। দৈনিক ৩০ জনের আধার কার্ড তৈরি এবং সংশোধন ইত্যাদি কাজ এখানে হয়ে থাকে। আর এই ত্রিশের তালিকায় সুযোগ পেতে রাত থেকেই লাইন পড়ে। ডুয়ার্স কিংবা বিস্তীর্ণ পাহাড়ের এলাকার বাসিন্দারা এসে অপেক্ষা করেন। প্রবীণ হোক কিংবা শিশু গভীর রাত থেকে গেটের সামনে অপেক্ষার পালা চলে। পাছে ত্রিশের কোটায় নাম মিস হয়ে যায়। মাল ব্লকের তেশিমলার বাসিন্দা রফিকুল আলম সিদ্দিকী বলেন, 'আধার কার্ড তৈরি এবং সংশোধন সহ আনুষঙ্গিক ব্যবস্থা পর্যাপ্ত করা প্রয়োজন।'

একসময় ডাকঘর কর্তৃপক্ষ একটি দিন নির্দিষ্ট করে দিয়ে আধার কার্ডের টোকেন প্রদানের উদ্যোগ নিতেন। এক্ষেত্রেও কাতারে কাতারে ভিড় জমত। তারপর নির্দিষ্ট দিনের অপেক্ষায় চলে যেত মাসের পর মাস। ডাকঘরের পোস্ট মাস্টার সীমা মিঞ্জ বলেন, 'আমরা নিয়ম মেনেই আমাদের ডাকঘরে আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজ করছি। যতটা পারছি পরিষেবা দিচ্ছি।'

মাল শহরের প্রধান ডাকঘরে আধার কার্ড তৈরির কাজ চলছে।

পর্যাপ্ত আধার কার্ড পরিষেবা কেন্দ্র না থাকাতেই গোটা মহকুমাজুড়ে সমস্যা বেড়েছে। মাল শহরের প্রধান ডাকঘরের পাশাপাশি সত্যনারায়ণ মোড়ের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকেও আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজ হয়। অন্য কোথাও নতুন আধার কার্ড তৈরি কিংবা সংশোধনের কেন্দ্রই নেই। গরুবাথানের আপার ফাগু এলাকার নিবাসী সঞ্জয় প্রধানের কথায়, 'আমাদের পাহাড়ি এলাকাগুলোতে আধার কার্ড পরিষেবা কেন্দ্র চালু করা খুবই প্রয়োজন। অন্যথায় সকলকেই দূরদূরান্ত ছোটাছুটি করতে হচ্ছে।'

মাল পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন সাহা বলেন, 'আধার কার্ড তৈরি এবং এ সংক্রান্ত কাজ করতে জনগণকে হয়রান হতেই হচ্ছে। সত্যনারায়ণ মোড়ের একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংক ছাড়া অন্যান্য ব্যাংকে আধার কার্ড সংক্রান্ত কাজই হয় না। জরুরিভিত্তিতে উদ্যোগ নিয়েই এই সমস্যার সমাধান করা প্রয়োজন।'

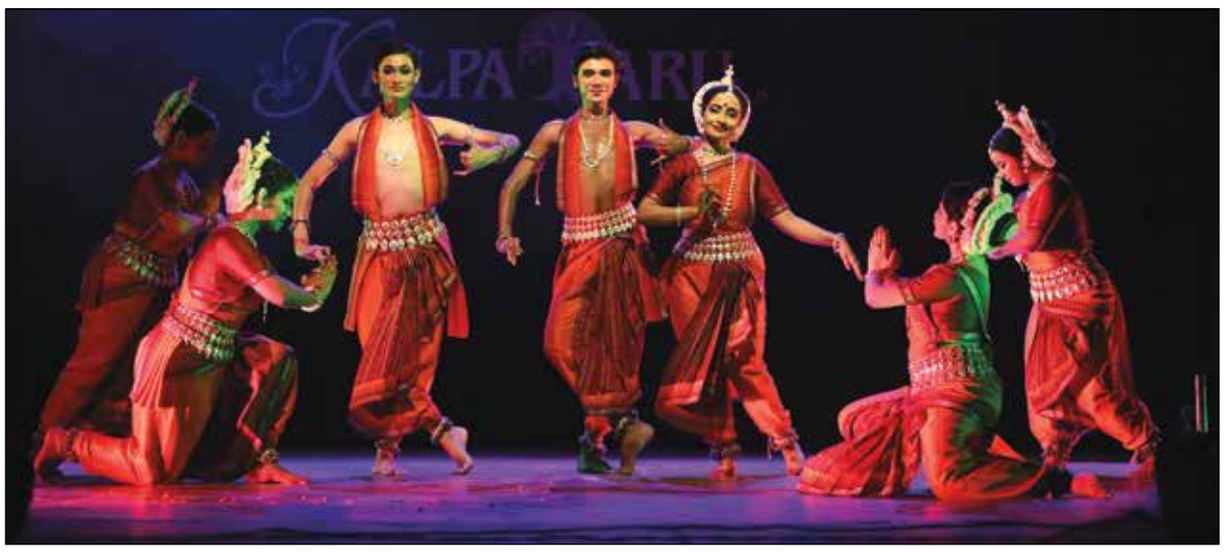

অনবদ্য।। *জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'কল্পতরু ২০২৪'-এর একটি মুহূর্ত।*

নাচের ছন্দে হৃদয়হরণ

কিছুদিন আগে জলপাইগুড়ির রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কল্পদীপ নৃত্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের বার্ষিক অনুষ্ঠান 'কল্পতরু ২০২৪' উদযাপন করা হল। প্রতিষ্ঠানের খুদে শিক্ষার্থীদের পরিবেশিত গুরুবন্দনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ডঃ ওমপ্রকাশ ভারতী। উপস্থিত ছিলেন রাজ বসু, সংযুক্তা বসু, সংগীতা চাকির মতো বিশিষ্টরাও। মূল অনুষ্ঠানে ছিল মঙ্গলাচরণ, বাটু, পল্লবী, অভিনয়, মোক্ষ ওডিশি নৃত্যের বিভিন্ন পর্যায় পরপর পরিবেশন করেন কল্পদীপের ছাত্রছাত্রীরা। এই অনুষ্ঠানের মূল আকর্ষণ ছিল ভুবনেশ্বর থেকে আগত বিখ্যাত ওডিশি নৃত্যশিল্পী গুরু সিক্তা দাসের ওডিশি নৃত্যে ও দিল্লি থেকে আগত বিখ্যাত কত্থক নৃত্যশিল্পী শ্রীমতী রূপারানি দাস বরার নৃত্য পরিবেশনা। গুরু সিক্তা দাস তাঁর গুরু কেলুচরণ মহাপাত্র দ্বারা নির্মিত রামায়ণকেন্দ্রিক একটি অনবদ্য নৃত্য পরিবেশন করেন। কত্থক নৃত্যের বিভিন্ন পর্যায় পরিবেশন করেন শ্রীমতী রূপারানি দাস। এছাড়া কল্পদীপের কর্ণধার ডঃ পম্পি পাল ওডিশি নৃত্য আঙ্গিকে ভগবতী স্তোত্রম পরিবেশন করেন। পম্পির পরিচালনায় কল্পদীপের প্রায় ৭০ জন শিক্ষার্থীর মনোগ্রাহী নৃত্য পরিবেশনা দর্শকদের মন জয় করে নেন। সঞ্চালকের ভূমিকায় ছিলেন মানস ভৌমিক।

–নিজস্ব প্রতিবেদন

দুটি নাটকে রবিস্মরণ

মধ্য কোচবিহার থিয়েটার গ্রুপের ব্যবস্থাপনায় এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নাট্য অ্যাকাডেমির সহায়তায় স্থানীয় রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে কিছুদিন আগে আয়োজিত হয়েছিল 'কোচবিহার থিয়েটার ফেস্টিভাল-২০২৪' -এর প্রথম পর্যায়। এ পর্যায়ে স্মরণ করা হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে তাঁরই রচিত দুটি পরিচিত নাট্যের সমাহারে। আয়োজক দল মঞ্চায়ন করল পূর্বাচল দাশগুপ্তের সম্পাদনা ও নির্দেশনায় 'রথের রশি' এবং আমন্ত্রিত দল চন্দননগরের 'অবশেষে' পরিবেশন করল 'বিসর্জন'। রবীন্দ্রনাথের দুটি ভিন্নধর্মী নাটকের পরিচয় যথাসাধ্য অভিনয়ের কুশলতায় মঞ্চে ফুটে উঠল। দুটি নাট্যের আবেদন আজও বলাবাহুল্য ভীষণভাবে প্রাসঙ্গিক। কিছু ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও আয়োজক দলের প্রচেষ্টা মন্দ নয়। অভিনয় এবং সংগীতে দর্শক মনে ঠাঁই করে নিয়েছেন শম্পা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাজীব রায়, চৈতন্য ঘোষ, সজল চন্দ, সুব্রত কবি, লিপিকা ভদ্র, অনামিকা দেব, প্রদ্যুম্ন ভৌমিক, অংশুমান মাহাতো, রেজাউল এবং নির্দেশক স্বয়ং অভিনয় ফুটিয়ে তুলতে সচেষ্ট ছিলেন। আলো, মঞ্চ নির্মাণ, আবহ প্রক্ষেপণ এবং রূপসজ্জায় যথাক্রমে ছিলেন পঙ্কজ মৈত্র, দেবদুলাল দাম, অভিজিৎ ভট্টাচার্য এবং গোপাল কর্মকার।

দ্বিতীয় নাট্যটিতে বিজয় দত্তের সম্পাদনা, প্রয়োগ এবং রঘুপতি চরিত্রে অভিনয় দর্শক মনে সাড়া জাগালেও মঞ্চসজ্জা নাট্যটিকে সঠিক উচ্চতায় তুলতে পারেনি। এ নিয়ে ভবিষ্যতে ভাবনার প্রয়োজন আছে। গোবিন্দ মানিক্যের চরিত্রে সৌরভ মুখোপাধ্যায়ের অভিনয় দুর্বল ঠেকেছে। ভালো লাগলো জয়সিংহ চরিত্রে ইন্দ্রনীল মুখোপাধ্যায় এবং অপর্ণা চরিত্রে দিয়া রায়ের অভিনয়। চেষ্টা করেছেন রতি চক্রবর্তী, আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়, অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ।*–নীলাদ্রি বিশ্বাস*

জমজমাট।। *কোচবিহারে রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে 'রথের রশি' নাটকের একটি মুহূর্ত।*

থিয়েটার চর্চায় আত্মসমীক্ষার প্রশ্ন

এখন শিলিগুড়ির মতো শহরে যাঁরা নাট্যচর্চা করেন, যেসব গ্রুপ থিয়েটার শৌখিন নাট্যচর্চায় বেশ নাম করেছে এবং যাঁরা নাটকে সমাজকে বার্তা দেওয়ার দাবি করেন, তাঁদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন উঠল। প্রশ্ন তুলল নবীন প্রজন্ম। সম্প্রতি উত্তাল নাট্যগৃহে বসেছিল নবীনে প্রবীণের থিয়েটার আড্ডা। নকশালবাড়ি থেকে আসা একজন নবীন থিয়েটার কর্মী বলেন, শিলিগুড়ি শহরে সংখ্যায় অনেক থিয়েটার হলেও পার্শ্ববর্তী এলাকায় সেইভাবে সব খবর পৌঁছায় না। যার জন্য অনেকক্ষেত্রেই সাধারণ মানুষের সঙ্গে থিয়েটারের সংযোগের বিষয়টি কোথাও না কোথাও বাধা পাচ্ছে। কথাটা মিথ্যে নয়। শিলিগুড়ির দীনবন্ধু মঞ্চকেন্দ্রিক গ্রুপ থিয়েটারের নাটক শহর ছাড়িয়ে পাঁচ কিলোমিটার দূরে সামান্য প্রভাবও ফেলতে পারে না, পারেনি। এমনকি আয়োজক সংস্থা উত্তাল, যারা প্রান্তিক মানুষ ও নাটককে কাছাকাছি আনার জন্য অন্তরঙ্গ নাট্যচর্চার ধারা তৈরি করেছে, বৃত্ত ভেঙে তারাও সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছাতে পারছে না।

নাট্যচর্চায় নবীন প্রজন্মের আগ্রহ নিয়ে এখন নানা প্রশ্ন ওঠে। তবে এদিনের আড্ডায় নবীন প্রজন্মের ব্যাপক অংশগ্রহণ ভরসা জুগিয়েছে সকলকে। প্রশ্ন আসে থিয়েটার বিষয়টিকে প্রফেশন হিসেবে নেওয়া যায় কি না। বিশেষ করে বেসরকারি কেন্দ্রগুলোতে যখন নৃত্য, সংগীত, অঙ্কনের মতো শৈল্পিক বিষয়গুলি শেখানো হচ্ছে সেখানে নাটক বঞ্চিত হচ্ছে কী কারণে? আর এইসব কথায় যোগ দেন শহরের বিশিষ্ট প্রবীণ নাট্যজনেরাও। তাঁদের উপস্থিতিও ছিল নজরকাড়া। সব মিলিয়ে থিয়েটার নিয়ে উত্তালের এই আয়োজন ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং কার্যকর। *–ছন্দা দে মাহাতো*

অন্য আনন্দ।। *পুতুলও কথা বলে। অনেকেরই জানা। আবার অনেকের অজানা। রাজ্য সরকারের তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের অন্তর্গত শিশুকিশোর অ্যাকাডেমির আয়োজনে পুতুলনাটক কর্মশালার সুবাদে তা আবার নতুনভাবে জানা গেল। শুক্রবার থেকে কোচবিহার রবীন্দ্র ভবনে অভিনব এই কর্মশালা শুরু হয়েছে।*

সমবেত উদযাপন

এক মুঠো রোদের ব্যবস্থাপনায় ইসলামপুরে বাংলা, বিহার ও অসমের কবি, সাহিত্যিক ও সংস্কৃতিকর্মীর অংশগ্রহণে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হয় ভাষা শহিদ দিবস উদযাপন কর্মসূচি। এছাড়াও এদিন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন উদযাপনকল্পে আয়োজিত হয় এক মনোজ্ঞ আলোচনাচক্র। ইসলামপুর মহকুমা প্রেস ক্লাবের মধ্য দিয়ে। মানিকের সাহিত্য প্রতিভা নিয়ে আলোচনা করেন চন্দন সাহা, প্রজ্ঞালিকা সরকার, স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়, সুজিত মণ্ডল, অরুণ শিকদার, ডঃ বাসুদেব রায় প্রমুখ। 'মানিক সাহিত্যের মূল্যায়ন' শীর্ষক প্রবন্ধ গ্রন্থ প্রকাশ করেন রণজিৎ হালদার। সদ্য প্রয়াত লেখক তথা সাহিত্য সংগঠক বিপদভঞ্জন হলঘরে ভাষা দিবসের তাৎপর্য বিশ্লেষণ করেন দ্বিজেন পোদ্দার, অশেষ দাস, জয়ন্তী মণ্ডল, বিহার-বাংলা সমিতির আশিস ঘোষ প্রমুখ। নৃত্য পরিবেশন করেন নটরাজ নৃত্য মন্দিরের তিন শিল্পী। কবিতা আলেখ্য উপস্থাপন করেন শিলিগুড়ির ঘোড়সওয়ার সম্পাদক নীহাররঞ্জন দাস ও কালপুরুষ নাট্য সংস্থার রীতা পাল দাস। এক মুঠো রোদ ভাষা শহিদ স্মারক সম্মান, ২০২৪ দেওয়া হয় স্মৃতিকণা মুখোপাধ্যায়কে।

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের জন্মদিন পালন করা হয় প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য নিবেদনের সরকারের স্মৃতিচারণ করেন নিশিকান্ত সিনহা। সংগীত পরিবেশন করেন অর্পিতা দত্ত ও শুক্লা সিনহা। হাস্যরস পরিবেশনায় ছিলেন কর্ণদেব রায়। বাঁশি বাজিয়ে শোনান প্রাণগোপাল বালা। কবিতা পাঠ করেন সুব্রত দেব, পম্পা দাস, সুরমা রানি, ভবেশ দাস, মৌসুমি নন্দী, মঞ্জরী পাল ধর প্রমুখ। ছড়া পরিবেশন করে শিশুশিল্পী ঈশানভি সাহা দাস। আবৃত্তি পরিবেশন করেন বাচিকশিল্পী মিঠুন দত্ত। নাটকের অংশ অভিনয় করেন উত্তম সরকার। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন কাজল দাস।

–রুবাইয়া জুঁই

বাঁশিতে বিভোর

ভারতীয় সংস্কৃতিতে বাঁশির অবদান কী তা আর নতুন করে বলার নয়। আধুনিকতার দাপটে আমাদের সনাতনী নানা সংস্কৃতিই যখন অনেকটা কোণঠাসা, তখন বাঁশির সুরে কোচবিহার সবাইকে নতুন করে পথচলার দিশা দেখাচ্ছে। লিখলেন **শিবশংকর সূত্রধর**

শ্রী কৃষ্ণের প্রিয় বাদ্যযন্ত্র ছিল বাঁশি। তাঁর বাঁশির আওয়াজ শুনে মাতোয়ারা হয়ে উঠতেন রাধা। একসময় মাঠে পশু চরাতে গিয়ে অবসর সময়ে বাঁশি বাজাত রাখালরা। যুগের পর যুগ, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে বয়ে চলা সেই বাঁশের বাঁশির সুর এখনও ঠোঁটে গেঁথে রেখেছেন শিল্পীরা। ভাওয়াইয়া গানে অন্যতম বাদ্যযন্ত্র বাঁশি। এখনও ভাওয়াইয়ার আসরে বাঁশির গুরুত্ব অনেক বেশি থাকে। অত্যাধুনিক মোড়কে বৈদ্যুতিক বাদ্যযন্ত্রের যুগে বাঁশির কদর তুলনামূলক কমতে থাকলেও বহু শিল্পী সেটিকে আপন সুরে আগলে রেখেছেন।

৪২ বছর ধরে বাঁশি নিয়ে চর্চা করেন কোচবিহারের পুণ্ডিবাড়ির বাসিন্দা বিমল দে সরকার। পেশায় শিক্ষক হলেও তিনি নেশায় বাঁশিবাদক ও ভাস্কর। ৩৫ বছর ধরে তিনি বাঁশি বাজানো শেখান। এখনও বেশ কিছু ছাত্র রয়েছে। তাদের নিয়মিত তালিম দেন। কিন্তু আক্ষেপ করে বিমলবাবু বলছিলেন, 'নবীন প্রজন্মের মধ্যে যেমন গিটার বাজানোর শখ দেখা যায়, তেমনটা বাঁশি বাজানোর ক্ষেত্রে দেখা যায় না। তার মধ্যেও অনেকে এই শিল্পকে ধরে রেখেছেন। অনুষ্ঠান মঞ্চগুলিতে শিল্পীরা গান গাওয়ার সময় সেখানে যন্ত্রশিল্পীদের মধ্যে বাঁশিবাদককে তুলনামূলক কম দেখা যায়।' তার কারণ হিসেবে যন্ত্রবিশারদরা জানালেন, বৈদ্যুতিক অনেক যন্ত্র রয়েছে যেগুলি দিয়ে অন্য বাদ্যযন্ত্র বাজানোর পাশাপাশি সেটি দিয়েই বাঁশির সুর তোলা যায়। তাই আলাদা করে বাঁশিবাদকের প্রয়োজন হয় না। বিকল্প ব্যবস্থা থাকায় পেশাদার শিল্পীরাও নাকি বাঁশিবাদকদের থেকে একটু দূরেই সরে যাচ্ছে। তবে বাঁশি বাজানোর সুরে যে মাধুর্য থাকে তা যন্ত্র দিয়ে তোলা বাঁশির সুরে কখনোই থাকে না বলে শিল্পীরা জানিয়েছেন।

কোচবিহারের সমীর দেব

বাঁশি প্রাচীন একটি বাদ্যযন্ত্র। অত্যাধুনিক বৈদ্যুতিন বাদ্যযন্ত্রের এই সময়েও আমরা বাঁশির চর্চা ধরে রেখেছি। নবীনদের মধ্যে বাঁশি বাজানো শেখার প্রবণতা কম থাকলেও এখনও অনেকে রয়েছে যারা যথেষ্ট আগ্রহ নিয়ে বাঁশি বাজানো শিখছে। হয়তো তারাই এই শিল্পকে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কাছে তুলে ধরবে।

–বিমল দে সরকার, *বাঁশিবাদক*

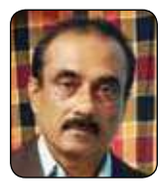

আগে মূলত তবলা বাজাতাম। ধীরে ধীরে বাঁশির প্রতি ভালোবাসা জন্মায়। এখন নিয়মিত বাঁশি বাজাই। প্রাচীন এই বাদ্যযন্ত্রগুলিকে ধরে রাখতে নবীন প্রজন্মের আরও বেশি করে এগিয়ে আসা উচিত। তবে ভালো কথা যে, মেয়েরাও এখন বাঁশি বাজানোর দিকে এগিয়ে আসছে।

–সমীর দেব, *বাঁশি শিক্ষক*

সরকারি চাকরির চাপ সামলে নিয়মিত বাঁশির চর্চা করেন। পাশাপাশি ছাত্রছাত্রীদেরও বাঁশি বাজানো শেখান। তাঁর পর্যবেক্ষণ, নিয়মিত চর্চার মধ্যে থাকলে দক্ষ বাঁশিবাদক হওয়া যায়। এখন মেয়েদের মধ্যেও বাঁশি বাজানোর প্রবণতা রয়েছে। চার বছর ধরে বাঁশি বাজানোর তালিম নিচ্ছে কোচবিহারের বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠের একাদশ শ্রেণির ছাত্রী চন্দ্রাবলী ভট্টাচার্য। শুধু ঘরোয়া অনুষ্ঠানে সীমাবদ্ধ থেকে নয়, বড় নানা অনুষ্ঠানেও দক্ষতার সঙ্গে বাঁশি বাজিয়েছে চন্দ্রাবলী ও তার সতীর্থরা।

অনেকেরই ধারণা থাকে যে মেয়েরা নাকি বাঁশি বাজায় না। আমার ছোট থেকেই বাঁশির প্রতি আগ্রহ ছিল। চার বছর আগে শেখা শুরু করি। বাঁশি আমাদের ঐতিহ্যবাহী একটি বাদ্যযন্ত্র। তাই শিল্পীদের উচিত এই শিল্পকে ধরে রাখা। আমরা নিজেদের মতো করে সেই চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি।

–চন্দ্রাবলী ভট্টাচার্য, *বাঁশি শিক্ষার্থী*

আবৃত্তি ও গানের সেরাদের পুরস্কার

আবৃত্তি ও সংগীত প্রতিযোগিতার সেরাদের পুরস্কৃত করল শিলিগুড়ির ঐতিহ্যের ধারক সাংস্কৃতিক সংস্থা মিত্র সম্মিলনী। ক'দিন আগে সংস্থার সুরেন্দ্র মঞ্চে এই অনুষ্ঠানে পুরস্কৃত করা হয় আবৃত্তিতে মিশিকা দাস, অভিস্রোত নাগ, সৌম্যজিৎ সরকার, দেবাদ্রিতা রায়, নৈঋতি মণ্ডল, অর্ণা রায়, বিজয়িনী দে, অগ্নিমিত্র আচার্য ও অনিকেত সরকারকে। বয়সভিত্তিক এই প্রতিযোগিতায় সংগীতে পুরস্কৃত হন দেবাদৃতা রায়, শ্রেয়ান দত্ত, দীপান্বিতা কর্মকার, লক্ষ্মী সেন, জাগ্রতি সাহা ও বিজয়িনী দে। বিচারক হিসেবে ছিলেন মুক্তি চন্দ, কল্লোল দে, ছন্দা দে মাহাতো, পার্থপ্রতিম মিত্র, অমিতাভ কাঞ্জিলাল, তনুশ্রী দত্ত, অনুময় সরকার ও সুবীর ভট্টাচার্য।

এই পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব। মঞ্চে সংস্থার সভাপতি অশোক ভট্টাচার্য, সাধারণ সম্পাদক সৌরভ ভট্টাচার্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক অপরাজিতা ভট্টাচার্যের সঙ্গে অনেক গুণী সদস্য শিল্পীও উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় রিয়াঙ্কা দাসের উদ্বোধনী সংগীত এবং সাধারণ সম্পাদকের স্বাগত ভাষণ দিয়ে। মিত্র সম্মিলনীর তরফে সংবর্ধিত করা হয় বিচারকমণ্ডলীর সদস্যদেরও। বিশিষ্ট রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী দেবব্রতীম চক্রবর্তী ও সুচরিতা পালের আত্মমগ্ন নিবেদনে অনুষ্ঠানের প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়। পরপর চারটি রবীন্দ্রসংগীত পরিবেশন করে তাতে নতুন মাত্রা যোগ করেন মেয়র গৌতম দেব। মিত্র সম্মিলনীর সম্পাদক জানান, কবিপ্রণামকে উপলক্ষ্য করে সংস্থা পুরোনো ঐতিহ্যকে পাথেয় করে নতুন পথে চলার চেষ্টা করছে।

- নিজস্ব প্রতিবেদন

রংতুলির কর্মশালা

মাশান চিত্রকলার উপর জলপাইগুড়ি সংলগ্ন ডেঙ্গুয়াঝাড় মোড়, তিস্তার চর এলাকাতে একটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হল। কর্মশালায় আগত শিক্ষার্থীদের হাতেকলমে মাশান চিত্রকলা শেখান বিশিষ্ট মাশান চিত্রকলা শিল্পী মধুসূদন দাস। মধুসূদন জানালেন, মাশান চিত্রকলার উপরে দেশব্যাপী আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র ও বিহারে এই চিত্রকলার প্রতি শিল্পীদের আগ্রহ বেড়েছে। এই তিন রাজ্যে মাশান চিত্রকলার উপর প্রদর্শনী হবে।

–জ্যোতি সরকার

বইটই

একজোট পরিবার

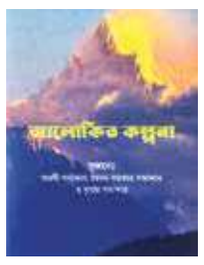

আধুনিকতার দাপটে সাহিত্যে ভাটা? মোটেও নয়। উত্তর ২৪ পরগনার মৃন্ময় সমাদ্দার ও ডোনা সমাদ্দারের চেষ্টা দেখলে মোটেও একথা সত্যি বলে মনে হবে না। নিজেরা প্রতিনিয়ত লিখে চলেছেন। নানা জায়গায় সেই সমস্ত লেখা প্রতিনিয়ত প্রকাশিত হচ্ছে। বাবা-মায়ের দেখাদেখি আট বছরের অরণিও একই রাস্তায় সওয়ার। কাব্য সৃজন পরিষদ থেকে ইতিমধ্যেই এই খুদেকে 'সুকুমার রায় শিশু সাহিত্য সম্মাননা'র জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে। পরিবারটির নানা সাহিত্যসৃষ্টিকে নিয়ে প্রকাশিত হয়েছে আলোকিত কল্পনা নামে একটি বই। মূলত গল্প আর ভ্রমণকাহিনীর বই। ভরসারও।

জীবনের রং

'আকাশের স্বপ্ন ছোঁয়া তুমি/ নিজস্ব বোধের রাত্রিভূমি/ চোখে টেনে দীর্ঘায়িত হও।' লিখেছেন উত্তম চৌধুরী। তাঁর লেখা আবেগার্দ্র কবিতার বইয়ে। যে লাইনগুলি দিয়ে এই লেখাটির শুরু সেই কবিতাটি হল 'বোধের রাত্রিভূমি'। অনবদ্য এই কবিতাটির পাশাপাশি বইটিতেও আরও ৫৫টি কবিতা রয়েছে। কবির কথায়, 'এই কাব্যগ্রন্থের দশপদী কবিতা ভিন্ন আঙ্গিকে লেখা যা বাংলা কবিতায় এক নতুন সংযোজন।' পেশায় শিক্ষক উত্তম ১৯৭৮ সাল থেকে কবিতা লিখছেন। প্রথম কবিতা প্রকাশ ১৯৮৩'তে। বাঁশব্যাংক নামে একটি গল্পগ্রন্থ লিখেছেন। করেছেন দৃশ্যমুখ নামে একটি পত্রিকা সম্পাদনাও।

মেঘের ওপারে

'বাদলা হাওয়ায় মাতামাতি/ পাগলি মেয়ের ঐ অট্টহাসি।' লিখেছেন সুব্রত সেনগুপ্ত। 'বর্ষারানি' কবিতায়। কবিতাটি রয়েছে তাঁর প্রকাশিত মেঘ বৃষ্টির দেশ থেকে বইয়ে। এছাড়াও রয়েছে আরও ৬২টি কবিতা। অসমে জন্ম সুব্রতর। দীর্ঘ চাকরি জীবন শেষে বর্তমানে আলিপুরদুয়ারের স্থায়ী বাসিন্দা। কলেজ জীবন থেকে লেখালেখি করছেন। উত্তরবঙ্গ সংবাদ সহ বহু পত্রপত্রিকায় সুব্রতর লেখা কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ছাপা হয়েছে। সুব্রত ছবি আঁকতে ভালোবাসেন। আবৃত্তির পাশাপাশি অন্যান্য সৃজনসুখে মজতেও ভালোবাসেন। অনায়াসে লিখে ফেলেন, 'তোমার উপস্থিতিতে/ পাখির বৈতালিকী অর্থময় হয়ে ওঠে।'

একগুচ্ছ কবিতা

কবিতাই জীবনের সব। পবিত্রকুমার দাস ও কল্যাণ দে'র সম্পাদনায় ক্রৌঞ্চ পত্রিকা যেন সেটাই প্রমাণ করতে বদ্ধপরিকর। কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে পত্রিকার বৈশাখ সংখ্যা। একগুচ্ছ কবিতাকে সঙ্গী করে। বেশ ভালো লাগে বেণু সরকার, সমরেশ মণ্ডল, কঙ্কণ নন্দী, সৌমিত বসুর লেখা কবিতাগুলি। গোবিন্দ মোদকের লেখা 'ভালোবাসা পিপাসার্ত হলে/ মেঘের মতো কিছু গল্প ঘনীভূত হয়।', মনকে অন্যভাবে ভাবায়। সব মিলিয়ে ১০০-রও বেশি কবিতার সংকলন। বেশ ভালো লাগে পান্নালাল মল্লিকের লেখা 'ছুটি' গল্পটিও। দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এই পত্রিকার উদ্যোগ প্রশংসনীয়।

শতবর্ষ পূরণ

দেখতে দেখতেই ১০০ বছর পূর্ণ করল জলপাইগুড়ি জেলা থেকে প্রকাশিত সংবাদ সাপ্তাহিকী 'জনমত'। জলপাইগুড়ির স্বনামধন্য ব্যক্তিত্ব জ্যোতিষচন্দ্র সান্যালের উদ্যোগ ও বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামী সতীশচন্দ্র লাহিড়ির সহায়তায় ১৯২৪ সালের ১৪ জানুয়ারি এই পত্রিকার পথ চলা শুরু। এক ইতিহাসেরও। শতবর্ষের পথ চলায় নানা স্মৃতিকে সঙ্গী করে কিছুদিন আগে প্রকাশিত হয়েছে জনমত শতবর্ষ স্মারকগ্রন্থ। আধুনিক বাঙালির চিন্তাধারা, মধ্যবিত্তের কৃষি, বিচিত্র সংলাপ, মইষালদের জীবনযাত্রার মতো অনেক কিছুকেই কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে বইটি। উত্তরবঙ্গের ইতিহাসের এক অনবদ্য দলিল। সংগ্রহে রেখে দেওয়ার মতো সংকলন।

যাঁরা বইটই বিভাগে নিজেদের প্রকাশিত বই/পত্রিকার খবর দিতে চান, তাঁরা বই/পত্রিকা পাঠান এই ঠিকানায় : উত্তরবঙ্গ সংবাদ, সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১।

জুলাই মাসের বিষয়

আজ বারি ঝরে ঝরঝর...

আলোকচিত্র প্রতিযোগিতা

ছবি পাঠানোর শেষ তারিখ

২২ জুলাই, ২০২৪

- ছবি পাঠান – photocontestubs@gmail.com-এ
- একজন প্রতিযোগী সর্বাধিক তিনটি ছবি পাঠাতে পারবেন।
- নির্বাচিত ছবি প্রকাশিত হবে ২৭ জুলাই সংস্কৃতি বিভাগে।
- ডিজিটাল ফরমাটে ছবির মাপ হবে ১৮০০ x ১২০০ পিক্সেল।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই পাঠাতে হবে – Photo Caption, ক্যামেরার বৈশিষ্ট্য ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় তথ্য।
- ছবিতে Water Mark এবং Border থাকলে তা বাতিল হবে। সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করা ছবি পাঠাবেন না।
- ছবির সঙ্গে অবশ্যই আপনার পুরো নাম, ঠিকানা ও ফোন নম্বর লিখে পাঠাবেন, অন্যথায় ছবি বাতিল বলে গণ্য হবে।
- উত্তরবঙ্গ সংবাদের কোনও কর্মী বা তাঁর পরিবারের কোনও সদস্য এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে পারবেন না।

বিরিকদাড়ায় তিস্তাগর্ভে রাস্তা

কালিম্পং ও সিকিমের লাইফলাইনে বিরিকদাড়ায় ধস। (ডানদিকে) দার্জিলিংয়ের লেবং কার্ট রোডে ধসে ক্ষতিগ্রস্ত গাড়ি। শুক্রবার।

কালিম্পং, সিকিমের লাইফলাইন চালু অনিশ্চিত

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : ধসে বিপর্যস্ত উত্তরের পাহাড়। একদিকে ধসের জেরে কালিম্পং এবং সিকিমের লাইফলাইনে যান চলাচল বেশ কয়েকদিন ধরে বন্ধ হয়ে রয়েছে। শুক্রবার নতুন করে এই রাস্তায় ধস নামায় শিলিগুড়ির সঙ্গে কালিম্পংয়ের সড়ক যোগাযোগ অনিশ্চিত হয়ে পড়ল। অন্যদিকে, দার্জিলিংয়ের রাস্তাতেও একাধিক জায়গায় ধসের জেরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। টানা বৃষ্টিতে দার্জিলিং রেলস্টেশনের কাছে এবং লেবং কার্ট রোডে ধস নেমেছে। হিলকার্ট রোডেও পাগলাঝোরা এবং মহানদী এলাকায় রাস্তায় ফাটল ধরা পড়েছে। টানা বৃষ্টির পূর্বাভাস থাকায় এই রাস্তাও ধসে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

কালিম্পংয়ের জেলা শাসক সুব্রহ্মণিয়ান টি বলেছেন, 'রাস্তা মেরামতির কাজ শুরু হয়েছে। কিন্তু টানা বৃষ্টির জেরে কাজে গতি আসছে না। পাশাপাশি নিয়মিত পাহাড় থেকে বড় বড় বোল্ডার রাস্তায় পড়ছে। ফলে অত্যন্ত ঝুঁকি নিয়ে কাজ করতে হচ্ছে। বিকল্প পথে কিছু যানবাহন চালানোর চেষ্টা করা হচ্ছে।'

টানা বৃষ্টির জেরে তিস্তা নদীতে জলস্তর অনেকটাই বেড়েছে। পাশাপাশি পাহাড়জুড়ে ধসের ঘটনাও বাড়ছে। ধসের জেরে ১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বেশ কয়েকদিন ধরেই বন্ধ। সেবক থেকে শুরু করে তিস্তাবাজার পর্যন্ত অন্তত ১০ জায়গায় রাস্তা ধসে গিয়েছে। কালিঝোরা, গেইলখোলা, বিরিকদাড়া, ২৯ মাইল, লোহাপুলে রাস্তার অনেকটা ধসে গিয়েছে। বিরিকদাড়ায় কয়েকদিন আগে রাস্তার অর্ধেক অংশ তিস্তায় ভেসে গিয়েছিল। সেখানে পূর্ত দপ্তর পাহাড় কেটে রাস্তা বের করার কাজ করছিল। এরই মধ্যে শুক্রবার সকালে বাকি অর্ধেক রাস্তাও ধসে গিয়েছে। ফলে পাহাড় কেটে পুরো রাস্তা তৈরি করতে অনেকটা সময় প্রয়োজন বলে পূর্ত দপ্তর জানিয়েছে।

এই পরিস্থিতিতে কালিম্পংয়ের সঙ্গে লাভা, গরুবাথান হয়ে শিলিগুড়ির পথে কিছু যানবাহন চলাচল করছে। পাশাপাশি কালিঝোরা থেকে এনএইচপিসির বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পেরিয়ে পনবু, রেলিখোলা হয়ে কালিম্পংয়ের মধ্যে যানবাহন চলাচল করছে। তবে, রাস্তা সংকীর্ণ হওয়ায় এই রুটে শুধুমাত্র যাত্রীবাহী ছোট গাড়ি চলাচলের অনুমতি রয়েছে। অন্যদিকে, কালিম্পং থেকে তিস্তাবাজার, পেশক রোড হয়ে দার্জিলিংয়ের রাস্তা সরকারিভাবে বন্ধ রয়েছে। তবে, এদিন এই পথে যাত্রীবাহী কিছু যানবাহন ঝুঁকি নিয়েই চলাচল করেছে।

মেল্লি থেকে রংপোর মাঝে নতুন করে ধস নামায় সিকিমের সঙ্গে সড়ক যোগাযোগও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। যাত্রীবাহী বাস, ছোট গাড়ি মেল্লি, কালিম্পং, লাভা, গরুবাথান হয়ে চলাচল করছে। সিকিমে যাতায়াতের জন্য নির্মীয়মাণ ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কেও এদিন ধস নেমেছে। ৯ মাইলে যেখানে ৭১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের সঙ্গে সংযুক্ত হচ্ছে, সেখানেও ধস নেমে রাস্তা বন্ধ।

এদিন সকালে দার্জিলিং স্টেশনের কাছে ১১০ নম্বর জাতীয় সড়ক বা হিলকার্ট রোডে ধস নামে। রাস্তার অনেকটা অংশজুড়ে ধস পড়ে থাকায় বেশ কিছুটা সময়ের জন্য যানবাহন চলাচল বন্ধ করে দিতে হয়। পরে পূর্ত দপ্তর আর্থমুভার নামিয়ে ধস সরালে যানবাহন চলাচল শুরু হয়। লেবং কার্ট রোডে ধস নামে। সিংমারির কাছে রাস্তার পাশে দাঁড় করিয়ে রাখা স্কুল পড়ুয়াদের দুটি গাড়ির উপরে এই ধস পড়ে। একটি ছোট গাড়ি রাস্তাতেই উলটে যায়। অপরটি মাটির তলায় চলে যায়। পুলিশ এবং পূর্ত দপ্তরের টিম ধস সরিয়ে গাড়ি দুটিকে বের করে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, রবিবার পর্যন্ত উত্তরবঙ্গ এবং সিকিমে ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা।

মাকে শ্বাসরোধ করে খুনে নয়া মোড়

কারাকর্মী ছেলের দগ্ধ দেহ মাটিগাড়ার মাঠে

সুবীর মহন্ত ও শমিদীপ দত্ত

বালুরঘাট ও শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : কারাকর্মীর মায়ের খুন কাণ্ডে নয়া মোড়। দার্জিলিং জেলার মাটিগাড়া থানার এক মাঠের মধ্যে থেকে মৃতদেহ ঘরবন্দি করে উধাও হওয়া ছেলে তথা কারাকর্মীর অগ্নিদগ্ধ মৃতদেহ বৃহস্পতিবার রাতে উদ্ধার হল। দেহটি শনাক্তকরণের পর সেটি ওই কারাকর্মী শোভনলাল শীলেরই বলে নিশ্চিত হন পরিবারের সদস্যরা। মাকে খুন কাণ্ডে মূল অভিযুক্তের মৃতদেহ উদ্ধারে তদন্ত বড়সড়ো ধাক্কা খাবে বলে মনে করছেন পুলিশকর্তারা। মাটিগাড়া পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে ময়নাতদন্তে পাঠায়। কিন্তু আলিপুরদুয়ার থেকে পরিবারের লোকজন সঠিক সময়ে এসে পৌঁছাতে না পারায় শুক্রবার ময়নাতদন্ত করা হয়নি। শনিবার ওই তদন্ত শেষে দেহটি পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হতে পারে।

মাটিগাড়া পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পুলিশের কাছে খবর আসে দাগাপুরের কলেজ লাগোয়া মাঠে একটি দেহ পড়ে আছে। মাটিগাড়া পুলিশ সেখানে গিয়ে দেখে এক ব্যক্তির দেহ মাঠে পড়ে রয়েছে। শরীর হালকা পুড়ে গিয়েছে। তাঁর সম্পর্কে স্থানীয়দের থেকে খোঁজখবর নেওয়া শুরু করে পুলিশ। কিন্তু কেউই কিছু জানাতে না পারায় প্রথমে পুলিশ দেহটি অজ্ঞাতপরিচয় হিসাবে চিহ্নিত করে। পুলিশ জানতে পারে, এলাকার এক শিশু প্রথমে মাঠে ধোঁয়া দেখতে পায়। খবর পেয়ে স্থানীয়রা সেখানে গিয়ে দেহটি দেখতে পান। কীভাবে শোভনলালের শরীরে আগুন লাগল, তা জানতে ওই মাঠে একটু খোঁজাখুঁজি করতেই বিস্মিত হন তদন্তকারী আধিকারিকরা। তাঁরা মাঠের একপাশে একটি ডিজেলের জার পড়ে থাকতে দেখতে পান। জারের তলায় কিছুটা ডিজেল পড়েছিল। বেশিরভাগটাই খালি ছিল। পাশে মিলেছে অর্ধেক জল ভরা একটি বোতল, বিস্কুটের প্যাকেট, দেশলাই ও একটি মোবাইল ফোন। মোবাইলটি ফ্লাইট মোডে থাকায় ইন্টারনেট বন্ধ ছিল। পুলিশের অনুমান, রাতের অন্ধকারে শোভনলাল বেশ কিছুক্ষণ সবার নজর এড়িয়ে মাঠেই বসেছিল। সেখানে সে জল-বিস্কুট খেয়েছে। প্রাথমিক তদন্তের পর পুলিশের অনুমান, শোভনলাল ওই ডিজেলেই গায়ে আগুন দিয়ে আত্মঘাতী হয়েছে। পুলিশের দাবি, মাঠটি কাদাভর্তি। অন্য কেউ তাকে মারলে সেই ব্যক্তির পায়ের চিহ্ন মিলত। মৃতের মামা পরিতোষ শীলের কথায়, 'শোভনের সঙ্গে আমাদের কোনও যোগাযোগ ছিল না। বৃহস্পতিবার রাতে ওকে হোয়াটসঅ্যাপে অনলাইনে দেখা যায়। তখনই ওকে ফোন করি। জিজ্ঞাসা করায় জানায় সে বালুরঘাটেই আছে। ওকে বালুরঘাট থানায় আত্মসমর্পণের পরামর্শ দিই। ও ফোন কেটে দেয়। শুক্রবার ভোরে মাটিগাড়া থানা ওই নম্বর থেকেই আমাদের একটি মৃতদেহ উদ্ধারের খবর দেয়।' শোভনের বোনের স্বামী গোবিন্দ শীল বলেন, 'আমার শ্বশুর সহ আরও কয়েকজন এসে মৃতদেহ শনাক্ত করলাম। এটা শোভনেরই মৃতদেহ। দেরি করে আসায় ময়নাতদন্ত হয়নি। শনিবার ময়নাতদন্তের পর দেহ বাড়ি নিয়ে ফিরব।' ২৯ জুন বালুরঘাট কেন্দ্রীয় সংশোধনাগারের কর্মী শোভনলাল শীলের কোয়ার্টার থেকে উদ্ধার হয় তাঁর মা কল্পনারানি শীলের মৃতদেহ। তাঁকে গলায় গামছা পেঁচিয়েই শ্বাসরোধ করা হয়েছে বলে পুলিশের প্রাথমিক অনুমান। খুনের পর ঘরে তালা ঝুলিয়ে পালিয়েছিল ছেলে শোভন। বালুরঘাট থানায় এমনই অভিযোগ দায়ের করেছিলেন বাবা সুবীরচন্দ্র শীল। ডিএসপি সদর বিক্রম প্রসাদ বলেন, 'মাটিগাড়ায় একজন আত্মঘাতী হয়েছেন বলে খবর মেলে। ওই ব্যক্তিই পলাতক কারাকর্মী বলে শনাক্ত করা হয়েছে।'

৩৩ পর্যটন ব্যবসায়ীর নাম নথিভুক্ত

শিলিগুড়ি, ৫ জুলাই : পর্যটন মরশুমে বেড়াতে এসে প্রতারণার ভূরিভূরি অভিযোগ ওঠে। প্রতারিত পর্যটকরা ঝামেলা এড়াতে নীরব থাকেন। কেউ কেউ যদিও থানায় অভিযোগ দায়ের করেন। প্রশাসন তদন্ত শুরু করলেও মাঝপথে প্রতারিত পর্যটকের অসহযোগিতায় সব ধামাচাপা পড়ে যায়। বর্তমানে ভুঁইফোঁড় পর্যটন সংস্থার সংখ্যাও নেহাত কম নয়। অনেকে যে শুধুমাত্র ট্রেড লাইসেন্স নিয়ে ব্যবসা করেন তার প্রমাণও পেয়েছে রাজ্য পর্যটন দপ্তর। এরপরই ওই দপ্তর পর্যটন ব্যবসায়ীদের তালিকা তৈরির জন্য নাম নথিভুক্তিকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। সেইমতো শুক্রবার মৈনাক ট্যুরিজম প্রপার্টিতে পর্যটন দপ্তর ও হিমালয়ান হসপিটালিটি অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট নেটওয়ার্ক (এইচএইচটিডিএন)-এর যৌথ উদ্যোগে একটি শিবির অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে চালসা, কার্সিয়াংয়ের বহু পর্যটন ব্যবসায়ী সহ ৩৩ জন নাম নথিভুক্ত করেন। এইচএইচটিডিএনের প্রোগ্রাম কোঅর্ডিনেটর তন্ময় গোস্বামীর কথায়, 'বৃষ্টির জন্য অনেকেই আসেননি। তাই, উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় এমন শিবির করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।' পর্যটন ব্যবসায় স্বচ্ছতার পাশাপাশি প্রশাসনকে সহযোগিতার জন্য শিবির বলে সংগঠনের সহকারী কোষাধ্যক্ষ সায়ন্তন বসু জানান। হাজির ছিলেন পর্যটন দপ্তরের সহকারী ডিরেক্টর সুরজ প্রধান। নথিভুক্ত ব্যবসায়ীরা সরকারের কাছ থেকে বাড়তি সুবিধা পাবেন বলে খবর।

হলংয়ে গেল না স্ট্যান্ডিং কমিটি

মাদারিহাট, ৫ জুলাই : হলং বনবাংলো পুড়ে যাওয়ার জন্য ইলেক্ট্রিক শর্টসার্কিট মূল কারণ বলে ধারণা বিধানসভার বন, পরিবেশ ও পর্যটন বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির। তবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনদিন ধরে বিধানসভার এই স্ট্যান্ডিং কমিটির চেয়ারম্যান সওকত মোল্লা, সদস্য খগেশ্বর রায় সহ আটজন ডুয়ার্সের পর্যটনকেন্দ্রগুলি ঘুরে শুক্রবার গজলডোবা গেলেন। এই ক'দিন তাঁরা জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজে ছিলেন। তবে পুড়ে যাওয়া হলং বনবাংলো দেখতে যাননি তাঁরা। খগেশ্বর জানিয়েছেন, যেহেতু জঙ্গল বন্ধ সেজন্যই তাঁরা হলংয়ে যাননি।

কমিটির চেয়ারম্যান জানান, কোচবিহারের বাংলাদেশ সীমান্তের তিনবিঘায় পর্যটনের প্রস্তাব বিধানসভার স্পিকারের কাছে রাখা হবে। জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের খারাপ হয়ে থাকা লাইট অ্যান্ড সাউন্ড সিস্টেম পুনরায় চালু করার প্রস্তাবও দেওয়া হবে। চিলাপাতায় আরও নজরমিনার বাড়ানো এবং রসিকবিলে পর্যটকদের যাতায়াতের জন্য বিকল্প রাস্তা তৈরির প্রস্তাব দেব আমরা।' তিনি বলেন, 'মাদারিহাটে জলদাপাড়া ট্যুরিস্ট লজের সামনে বেহাল দুটি কাঠের ব্রিজ মেরামতের জন্য আলিপুরদুয়ারের জেলা শাসককে বলেছি। প্রাথমিক রিপোর্টে যতদূর জেনেছি ইলেক্ট্রিক শর্টসার্কিট থেকেই বাংলোয় আগুন লেগেছিল। তবে সম্পূর্ণ ব্যাপারটি মুখ্যমন্ত্রী দেখছেন।'

আন্দোলন আবার কই

প্রথম পাতার পর

এখন তিনি কোথায়, বিজেপির জেলা নেতারাও সবাই জানেন না।

আন্দোলনের বড় সুযোগ এনে দিয়েছিল চোপড়া। সালিশি সভায় যুগলকে নৃশংস মারধর। ভাইরাল ভিডিওতে বোঝা গেল, বাঁশের কঞ্চি হাতে নীতিপুলিশ সেজেছেন তাজিমুল ইসলাম। তৃণমূল নেতা। এলাকায় নাকি শেষ কথা তাঁর। জেসিবি নামে সবাই চেনে। চেনে বললে ভুল, সবাই ভয় পায়। ঘটনার রেশ আছড়ে পড়ল নয়াদিল্লিতেও। কঙ্গনা রানাওয়াত ছিছি করলেন। রাজ্যসভায় নাম না করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধোনা করলেন স্বয়ং নরেন্দ্র মোদি।

কিন্তু যাঁদের জেলায় এত কাণ্ড, বিজেপির সেই উত্তর দিনাজপুরের নেতারা ঘরে আগল দিয়ে থাকলেন। ভাগ্যিস, রায়গঞ্জে উপনির্বাচনের প্রচারে এসেছিলেন শুভেন্দু। তাই বুড়ি ছুঁয়ে গেলেন চোপড়া। গেলেন মানে থানায় গিয়ে হম্বিতম্বি করলেন। সিবিআই তদন্ত দাবি করলেন। চোপড়া কতই বা দূর, শিলিগুড়ির বিধায়ক শংকর ঘোষ প্রথম গেলেন শুভেন্দুর হাত ধরে। তার আগে শিলিগুড়ি থানায় চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের বিরুদ্ধে এফআইআর করে দায় শেষ।

বিজেপির অভিধানে আসলে আন্দোলন শব্দটা যুক্তই হয়নি কখনও। আন্দোলন বলতে এই দলের নেতারা বোঝেন, গরম গরম আস্ফালন। সিবিআই-ইডি আসছে তেড়ে গোছের হুমকি। কথায় কথায় দিল্লির কাছে 'কার্যকর্তাদের' নাকে কান্না, বাংলায় সব রসাতলে যাচ্ছে স্যর, একবার দেখুন স্যর ইত্যাদি ইত্যাদি। পথে নেমে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে প্রতিবাদের ধারেকাছে যায় না বিজেপি। সুযোগ পেলেও। না কোচবিহারে, না চোপড়ায়।

সন্দেশখালিতে যাও বা প্রথম মহিলাদের সামনে রেখে কিছু বিক্ষোভ-টিক্ষোভ হল। দলের নেপথ্য ছকের কিছু ভিডিও ভাইরাল হতে সবাই গুটিয়ে গেলেন। সন্দেশখালি অস্ত্রে লোকসভা নির্বাচনে বাংলা বিজয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন শুভেন্দু-সুকান্তরা। সেই সন্দেশখালি বিজেপির অভিধান থেকেই মুছে গেল। আন্দোলন কোথাও নেই। তৃণমূলের নেই, বামেদের নেই। মানুষেরও নেই।

শিলিগুড়িতে ক'দিন জলের জন্য তীব্র হাহাকার গেল। এখনও জলের জোগান স্বাভাবিক নয়। কখনও সামান্য সময় জল আসে, কখনও আসে ঘোলা জল। প্রতিবাদে সিপিএম একদিন পুরনিগম অভিযান করে ক্ষান্ত হল। বিজেপির মহিলারা মাটির হাঁড়ি ভেঙে কয়েক ঘণ্টার বিপ্লব করলেন। আন্দোলনের দীর্ঘ ঐতিহ্য আছে বামেদের। তেভাগা, খাদ্য আন্দোলন, উত্তরবঙ্গে হাটের তোলা বন্ধ, চা শ্রমিকের বোনাস আন্দোলন ইতিহাসে লেখা হয়ে আছে।

সিপিএমের সেই ঐতিহ্য অতীত হয়ে গিয়েছিল বাম যুগেই। বামফ্রন্ট সরকারকে চোখের মণির মতো রক্ষা করার স্লোগানের আড়ালে। ঝান্ডা হাতে যাঁরা পথে নেমে আন্দোলন করতেন, তাঁরা হয়ে গেলেন পঞ্চায়েত প্রধান, সদস্য, সভাপতি, সভাধিপতি। প্রশাসনকে ধমকে দাবি আদায় করে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করতে গিয়ে আন্দোলনের ভাষাটাই ভুলে গিয়েছিল সিপিএম। ক্ষমতা থেকে ১০ বছর নির্বাসনে থেকেও আন্দোলনে ফিরতে পারেনি।

জমি কেলেঙ্কারিতে শিলিগুড়ির অদূরে তৃণমূলের দেবাশিস প্রামাণিক গ্রেপ্তার হলেন। নাম জড়াচ্ছে আরও অনেক নেতার। কিন্তু না বিজেপি, না সিপিএম, সেই নেতাদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করার দাবিতে কারও আন্দোলন নেই। নরককুণ্ড হয়ে আছে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। নাঃ, শিলিগুড়িতে আন্দোলন দূরের কথা, প্রতিবাদ পর্যন্ত নেই। মালদার চাতরা বিল ভরাট হচ্ছে। প্রতিবাদ করছেন শুধু পরিবেশপ্রেমীরা। আত্রেয়ীর দূষণেও দায় যেন শুধু পরিবেশকর্মীদের।

রাজনৈতিক দল শুধু একে অপরের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার আর আস্ফালনে ব্যস্ত। যত গরম গরম বুলি, মিডিয়ায় সেই নেতার রেটিং তত বেশি। সেই বুলি শিখছে পরবর্তী প্রজন্ম। আন্দোলনের ভাষা শেখানোর কেউ নেই। রাগ, ক্ষোভ, আপত্তি, প্রতিবাদ ইত্যাদির একমাত্র ঠাঁই সোশ্যাল মিডিয়া। সেখানে একেক জন 'ইনফ্লুয়েন্সার।' সোশ্যাল মিডিয়ায় ডাক দিয়ে আন্দোলনের কোনও উদ্যোগ নেই। ইউরোপ, আমেরিকায় হয়। ইরানে দেখেছি। ঘরের কাছে মায়ানমারেও হয়েছিল জুন্টা সরকারের বিরুদ্ধে।

ভারতে যেন মানুষকে সংগঠিত করার কাজ থেকে দূরে সরার প্রতিযোগিতা। সব দলই তাই। রাজনীতির অভিধান থেকে আন্দোলন যেন 'হাওয়া, হাওয়া।' 'হাওয়া হাওয়া ও হাওয়া খুশবু লুটা দে...।' সত্যিই সিঙ্গুর, নন্দীগ্রাম আন্দোলনের কান্ডারি ছিল কি তৃণমূল? নন্দীগ্রামে তো কৃষক বিদ্রোহ। রুখে দাঁড়িয়েছিল মানুষ। সিঙ্গুরে আন্দোলন বলতে পথের ধারে দীর্ঘ ধর্না। তাতে কাজ হয়নি বলছি না। ভীষণ চাপে পড়েছিল সরকার। কিন্তু তাতে মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের চেষ্টা তত ছিল না।

ভোরের আলোয়

প্রথম পাতার পর

পাট্টার জমি কিনেছেন বলছেন সেই পাট্টাগুলো আগে যাচাই করে দেখা হোক। লোক ঠকানোর জন্য পাট্টার গল্প ফাঁদা হতে পারে।' তাহলে শাসকদলের কাউন্সিলার হয়ে কীভাবে তিনি পাট্টার জমি কিনলেন তার উত্তর অবশ্য দেননি দুলাল। বিদ্যুৎও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি।

এ তো গেল তৃণমূল নেতা ও তাঁদের ঘনিষ্ঠদের কীর্তি। তবে জমি মাফিয়াদের পাল্লায় পড়ে সব খোয়ানোর মুখে বহু সাধারণ মানুষ। ভোরের আলোয় হাওয়ামহলের সামনে দীর্ঘদিন থেকেই ঝালমুড়ি বিক্রি করেন হাতিয়াডাঙ্গার এক ব্যক্তি। ঋণ করে এবং পরিবারের সদস্যদের জমানো টাকা মিলিয়ে পাঁচ লক্ষ টাকা দিয়ে গজলডোবার মিলনপল্লি এলাকায় দুই কাঠা জমি কিনেছেন। কিন্তু সেই জমির কোনও কাগজপত্র নেই তাঁর কাছে। উচ্ছেদ হওয়ার আশঙ্কায় এখন নেতাদের দোরে দোরে ঘুরে বেড়াচ্ছেন তিনি। তাঁর কথা, 'শিলিগুড়ির এক তৃণমূল নেতাই জমির খোঁজ দিয়েছিলেন। তাঁর কথায় ভরসা করে টাকা দিয়েছিলাম। সাদা কাগজে লিখে দিয়েছে। তবে কোনও পাট্টা বা খতিয়ান দেয়নি। উনি (নেতা) বলেছিলেন, কিছুদিনের মধ্যে পাট্টার কাগজ দেবেন। এখন দেখা করছেন না। সারাজীবন যা জমিয়েছিলাম সব দিয়ে জমি কিনেছি। ওই জমি নিয়ে নিলে পথে বসব।'

ঝালমুড়ি বিক্রেতার মতোই এক স্থানীয় তৃণমূল নেতার কাছে সাড়ে তিন লক্ষ টাকা দিয়ে দেড় কাঠা জমি কিনে বিপাকে পড়েছেন গজলডোবার এক ছোট ব্যবসায়ী। ভোরের আলো থানা লাগোয়া এলাকায় চা, ফাস্ট ফুড বিক্রির দোকান আছে তাঁর। দোকানের পাশেই রয়েছে ওই জমি। মাফিয়াদের ফাঁদে পা দিয়ে সর্বস্বান্ত হওয়ার মুখে আরও অনেকে।

পাট্টার জমি কেনায় দুলাল বা বিদ্যুৎদের বিরুদ্ধে কেন মামলা হবে না সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি প্রশাসনের কর্তারা। 'ব্লক প্রশাসন বিষয়গুলি দেখছে', এক লাইনেই দায় সেরেছেন গজলডোবা উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান খগেশ্বর রায়। আদৌ কি হবে সঠিক বিচার নাকি আলালের ঘরের দুলাল হয়েই থেকে যাবেন তৃণমূল কাউন্সিলার? এই প্রশ্নই এখন বড় হয়ে উঠেছে।

রঞ্জনের বাগানবাড়ি

প্রথম পাতার পর

সূত্রের খবর, ভূমি ও ভূমি সংস্কার দপ্তরের অভিযোগের ভিত্তিতে বৃহস্পতিবার রাত ন'টা নাগাদ উত্তমকে ভোরের আলো থানায় ডাকে পুলিশ। থানায় পৌঁছাতেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। গেট বাজার থেকে গজলডোবা যাওয়ার রাস্তার ডানপাশে একটি রিসর্ট রয়েছে তাঁর। সেটি দেখাশোনা করেন তাঁর ছেলে তাপস রায়। প্রবল বৃষ্টির মধ্যে এদিন দুপুরে বিরাট পুলিশবাহিনী নিয়ে আর্থমুভার সমেত সেখানে হাজির হন রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্তকুমার বর্মন, বিএলএলআরও সুখেন রায়, পুলিশ আধিকারিক মানবেন্দ্র দাস প্রমুখ। কিন্তু জমির কাগজ দেখার পর রিসর্ট না ভেঙেই ফিরে যেতে হয় তাঁদের। এরপরই রঞ্জন শীলশর্মার বাগানবাড়িতে গিয়ে ঘরের দেওয়াল সহ একটি অংশ ভেঙে দেওয়া হয়।

এদিন রিসর্ট ভাঙার প্রসঙ্গে বিএলএলআরও সুখেন রায়ের সাফাই, 'আমি রিসর্ট ভাঙতে বলিনি। আমরা এখানে জমি সার্ভে করতে এসেছি।' সার্ভে করতে এলে বিরাট পুলিশবাহিনী ও আর্থমুভার কেন? সুখেনের জবাব, 'আমাকে না বলে বিডিও সাহেবকে বলুন।' বিডিও অবশ্য মুখে কুলুপ এঁটেছেন।

উত্তমের ছেলে তাপস বলছেন, 'বৃহস্পতিবার রাতে বাবার সঙ্গে বাড়ি ফিরছিলাম। ভোরের আলো থানার সামনে বাবা আমাকে বলে পুলিশ ডেকেছে, দুই মিনিটের কথা আছে বলছে। আমাকে বাইরে রেখে বাবা থানায় যায়। এর কিছুক্ষণ পরেই দেখি বাবাকে একটি পুলিশের গাড়িতে তুলে বাইরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কী কারণে বাবাকে গ্রেপ্তার করা হল এখনও পর্যন্ত জানায়নি পুলিশ।' উত্তমের স্ত্রী মায়ারানির কথায়, 'আমাদের হোটেলের জমি ১৯৯৮ সালে পাট্টা নেওয়া। জমির উপর ব্যাংক ঋণ নেওয়া আছে। হোটেলের ট্রেড লাইসেন্সও আছে। নিয়মিত জমির খাজনা দেওয়া হয়।'

বিজেপির মান্তাদারি অঞ্চল কনভেনার দুলাল অধিকারীর ব্যাখ্যা, 'সরকারি জমি উদ্ধার করতে গিয়ে তৃণমূল নেতাদের নাম পরপর বেরিয়ে আসায় প্রশাসনিক চাপে এই কাজ করেছে পুলিশ।'

ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি মাফিয়াদের নিয়ে হুঁশিয়ারি দেওয়ার পর গ্রেপ্তার হন ব্লক সভাপতি দেবাশিস প্রামাণিক। ব্লক সহ সভাপতি গৌতম গোস্বামীও এদিন ধরা দিয়েছেন। এবার সেই তালিকায় নাম জুড়ল বিজেপি নেতা উত্তম রায়ের।

শিশুকে খুবলে খেল চিতাবাঘ

বানারহাট, ৫ জুলাই : বন্ধুদের সঙ্গে চা বাগানে শাক তুলতে গিয়ে আচমকা চিতাবাঘের হানায় প্রাণ গেল এক শিশুর। শুক্রবার বিকালে ঘটনাটি ঘটেছে তোতাপাড়া চা বাগানের গুদাম লাইনে। পুলিশ জানায়, শিশুটির নাম দিলজিৎ মহালি (৮)। গুদাম লাইনে তার বাড়ি।

বিকালে চার বন্ধুর সঙ্গে গুদাম লাইন সংলগ্ন বাগানের ড্রেনের পাশে শাক তুলতে বেরিয়েছিল। শাক তোলার সময়ে আচমকা চা বাগানে থাকা চিতাবাঘটি দিলজিতের ওপর হামলা চালায়। বন্ধুকে চিতাবাঘ মুখে করে টেনে নিয়ে গিয়ে জঙ্গলে ঢুকে পড়ছে এই ভয়াবহ দৃশ্য দেখে বাকি বন্ধুরাও সেখান থেকে পালিয়ে যায়। তাদের থেকে ঘটনার খবর শুনে বাগানের স্থানীয়রা বানারহাট থানা ও বন দপ্তরে খবর দেন। অধিকাংশ শ্রমিক বন দপ্তর ও পুলিশকর্মীদের আশার অপেক্ষা না করেই তোতাপাড়া চা বাগানের গুদাম লাইন সংলগ্ন চা বাগানে ঝাঁপিয়ে পড়েন। আধ ঘণ্টার বেশি সময় ধরে খোঁজ চালানোর পর ঘটনাস্থল থেকে প্রায় ৫০ মিটার দূরে চা বাগানের ৬ নম্বর সেকশনে শিশুটির খুবলে খাওয়া রক্তাক্ত দেহ দেখতে পান স্থানীয়রা।

সেমিনার

বাগডোগরা, ৫ জুলাই : শিবমন্দিরে শিলিগুড়ি বিএড কলেজের উদ্যোগে ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ সোশ্যাল সায়েন্স রিসার্চ (আইসিএসএসআর) অনুমোদিত এবং সহায়তায় দু'দিনের সেমিনারের আয়োজন করা হয়েছে। শুক্রবার সেমিনারটির উদ্বোধন করেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের মেয়র গৌতম দেব। সেমিনারের বিষয়বস্তু কোলাবোরেশন বিটুইন অ্যাডভান্স টেকনলজি অ্যান্ড এডুকেশন, স্কোপ অ্যান্ড চ্যালেঞ্জেস। দেশবিদেশের গবেষক এবং ছাত্রছাত্রীরা অনলাইন এবং অফলাইন মাধ্যমে এই সেমিনারে অংশ নিয়েছিলেন।

ফের সালিশি বিতর্ক

প্রথম পাতার পর

নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্যকে কান ধরে ওঠবস করানো থেকে সাধারণ মানুষকে পা ধরিয়ে প্রাণভিক্ষা চাওয়ানোর মতো গুরুতর অভিযোগও রয়েছে খালেকের বিরুদ্ধে। একটি পুরোনো ভিডিও সম্প্রতি ফের ভাইরাল হয়েছে। সেখানে দেখা যাচ্ছে, এক ব্যক্তি খালেকের পা ধরে ক্ষমা চাইছেন। সেই ব্যক্তির জামায় লাল দাগ (ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি উত্তরবঙ্গ সংবাদ)। এর আগেও একবার ভিডিওটি ভাইরাল হয়েছিল।

ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস বলেছেন, 'টাকা তোলা, মারধর, জমি লিখিয়ে নেওয়ার অভিযোগ রয়েছে খালেকের বিরুদ্ধে। এছাড়া তার নামে ওয়ারেন্ট ছিল। অভিযান চালিয়ে তাকে গ্রেপ্তার করা হল।' পুলিশ জানিয়েছে, আবদুলের খোঁজে নিয়মিত তল্লাশি চলছে। সরকারি আইনজীবী সঞ্জয় ভাওয়াল শুক্রবার বলছিলেন, 'একাধিক মামলায় অভিযুক্ত খালেককে আদালতে পেশ করা হলে বিচারক তিনদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।'

সম্প্রতি চোপড়ার লক্ষ্মীপুরে তরুণীকে সালিশি সভায় পেটানোর ভিডিও ভাইরাল হতেই রাজ্য সহ জাতীয় রাজনীতিতে বিতর্ক শুরু হয়। কড়া বার্তা দেন মুখ্যমন্ত্রী। তারপরই টনক নড়ে পুলিশের। সুজালির দাপুটে বিতর্কিত নেতা আবদুলকে এখনও পর্যন্ত ধরতে না পারলেও গ্রেপ্তার করা হল খালেককে। যদিও এই পদক্ষেপকে 'ড্যামেজ কন্ট্রোলের চেষ্টা' বলে কটাক্ষ করছেন বিরোধীপক্ষ থেকে এলাকাবাসীর একাংশ। প্রশ্ন উঠছে, সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে ফোনে কথা বলছেন আবদুল। সেক্ষেত্রে মোবাইল লোকেশন ট্র্যাক করে কেন তাঁকে গ্রেপ্তার করছে না পুলিশ? এই প্রসঙ্গে অভিযোগ, পুলিশের একাংশের সঙ্গেও আবদুলের ফোনে যোগাযোগ রয়েছে।

সরকারি আইনজীবী জানিয়েছেন, অপহরণ, জখম, খুন, রাহাজানি এবং আগ্নেয়াস্ত্র আইনে অভিযুক্ত খালেক।

ইসলামপুর থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করলেও সুজালি গ্রাম পঞ্চায়েত চোপড়া বিধানসভা এলাকার অধীন। লক্ষ্মীপুরে মারধরে অভিযুক্ত তৃণমূল নেতা সহ তাঁর গ্যাংয়ের অনেকেই ইতিমধ্যে গ্রেপ্তার হয়েছে। এবার খালেক গ্রেপ্তার হওয়ায় চোপড়ার বিধায়ক হামিদুল রহমানের অস্বস্তি আরও বাড়ল বলে মনে করছেন অনেকে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এলাকাবাসীর একাংশ বলছেন, 'সঠিক সময়ে দল কঠোর পদক্ষেপ করলে তাজিমুল, আবদুল বা খালেকদের অত্যাচার থেকে আমরা অনেক আগেই মুক্তি পেতাম।'

চা নিলাম প্রক্রিয়া সংস্কারে দ্রুত বৈঠক

নাগরাকাটা, ৫ জুলাই : চা নিলামের প্রক্রিয়া সংস্কার নিয়ে টি বোর্ড ১২ জুলাই বৈঠক ডাকাল। কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্সে ওই বৈঠকটি হবে। তাতে নিলামের সঙ্গে জড়িত সংশ্লিষ্ট নানা মহলের দুজন করে প্রতিনিধিকে থাকার কথা বলা হয়েছে।

এর আগে টি বোর্ডের তরফে দেশের চা নিলাম ব্যবস্থার সংস্কারের জন্য আর রামাশেষণের নেতৃত্বে তিন সদস্যের একটি কমিটি তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল।

তাঁরা সম্প্রতি ২০৪ পাতার খসড়া সুপারিশ পেশ করেছে। এর ওপরই বৈঠকে আলোচনা হবে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের সর্বভারতীয় সংগঠন কনফেডারেশন অফ ইন্ডিয়ান স্মল টি গ্রোয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি বিজয়গোপাল চক্রবর্তীর কথায়, সংস্কারের পর নিলাম ব্যবস্থার যেরকম পরিবর্তন করা হোক না কেন তা ক্ষুদ্র চা চাষি বান্ধব হতে হবে। চায়ের নিলামমূল্যে স্বচ্ছতা আনা সবচেয়ে বেশি জরুরি। সেটা নিশ্চিত করা প্রয়োজন।'

শিলিগুড়ি চা নিলামকেন্দ্র সূত্রে খবর, রামাশেষণ কমিটি আরও নানা সুপারিশের পাশাপাশি নিলাম পর্বের সময়সীমা কমানোর ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। বর্তমানে শিলিগুড়ি নিলামকেন্দ্রে বাগান থেকে তৈরি চা আসার পর নিলামে উঠতে মোট ১৭ দিন সময় লাগে। আগে এটা প্রথমে ২১ ও পরে ১৯ দিন ছিল।

শিলিগুড়ি টি অকশন কমিটির চেয়ারম্যান মহেন্দ্র বনসাল বলেন, 'ওই সময়সীমা রামাশেষন কমিটি ১০ দিনে নামিয়ে আনার সুপারিশ করেছে। যা সম্ভব নয়। এখানে বড়জোর সেটা ১৬ দিন করা যেতে পারে। সময় কমালে নিলাম ব্যবস্থাই ভেঙে পড়বে। বৈঠকে এই বক্তব্য তুলে ধরা হবে।'

জমি কাণ্ডে গ্রেপ্তার

প্রথম পাতার পর

এরপর তাঁকে পুলিশ ভ্যানে তুলে মাটিগাড়া থানায় নিয়ে আসা হয়।

এরই মধ্যে বিকেল সাড়ে চারটে নাগাদ গৌতম নিজে উত্তরবঙ্গ সংবাদকে ফোন করে তাঁর প্রতিক্রিয়া দেন। তাঁর সাফাই, 'আমি হায়দরাবাদে চিকিৎসার জন্য গিয়েছিলাম। বিভিন্নভাবে আমার সম্বন্ধে অনেক কিছু আলোচনার খবর শুনে আমি পুলিশের কাছে আত্মসমর্পণের সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এই মুহূর্তে আত্মসমর্পণ করতেই যাচ্ছি।'

গৌতমকে কখন কোথায় গ্রেপ্তার করা হয়েছে, জানতে ডিসিপি (হেডকোয়ার্টার) দীপক সরকারকে প্রশ্ন করলেও তিনি কোনও উত্তর দেননি। জবাবে তিনি শুধু বলেন, 'থানা থেকে জেনে নিন।'

এনজেপির অম্বিকানগরের বাসিন্দা গৌতম নিজেকে সমাজসেবী বলেই পরিচয় দেন সর্বত্র। এর আগেও জমি দখলের মতো বিতর্কিত ঘটনায় নাম জড়িয়েছে তাঁর। রেলের জমি দখল করে দোকান, বাড়ি তৈরির অভিযোগও রয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ির জমি মাফিয়াদের নিয়ে কড়া হুঁশিয়ারি দিতেই শিলিগুড়িছাড়া হন গৌতম। যেদিন দেবাশিস গ্রেপ্তার হন, সেদিন থেকেই বন্ধ হয়ে যায় তাঁর ফোন। এরপর থেকে পুলিশ তাঁকে খুঁজছিল।

এদিন গৌতম দাবি করেছেন, তিনি অভিযোগকারীকে চেনেন না। তাঁর বক্তব্য, 'আমি জুলাপিকে চিনি না। সম্ভবত সেও আমাকে চেনে না। তবুও কেন কীসের অভিযোগ জানি না।' তাহলে কি ষড়যন্ত্রের শিকার হলেন? এমন প্রশ্নে অবশ্য নিরুত্তর থেকেছেন তিনি।

প্রধানমন্ত্রী পদে স্টার্মার

প্রথম পাতার পর

নেমে এসেছে ভারতীয় বংশোদ্ভূতের নেতৃত্বাধীন কনজারভেটিভ পার্টি। সুনক হারলেও সব দল মিলে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে জয়ীদের মধ্যে ভারতীয় বংশোদ্ভূতদের সংখ্যা নেহাত কম নয়। বিভিন্ন দলের ১০৭ জন ভারতীয় বংশোদ্ভূত প্রার্থী সংসদে নির্বাচিত হলেন। উল্লেখযোগ্য জয়ীদের মধ্যে আছেন কনজারভেটিভ পার্টির প্রীতি প্যাটেল ও শিবানী রাজা।

আরেক ভারতীয় বংশোদ্ভূত সুয়েলা ব্র্যাভারম্যান দুটি কেন্দ্র থেকে জয়লাভ করেছেন। বিজয়ী ১০ জন শিখ লেবার পার্টির। তাঁদের মধ্যে তনমনজিৎ সিং ধেসি ও প্রীত কাউর গিল টানা তিনবার নির্বাচিত হলেন। দেওয়ালের লিখন আঁচ করে দেরি করেননি ঋষি সুনক। পদত্যাগ করেন তড়িঘড়ি। দেখা করেন রাজা তৃতীয় চার্লসের সঙ্গে। তার আগে টেলিফোনে শুভেচ্ছা জানান স্টার্মারকে। ইতিমধ্যে লেবার পার্টির নেতাকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেছেন রাজা চার্লস। ব্রিটেনের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

নিরঙ্কুশ জয়ের পর জনসেবার রাজনীতিকে ফিরিয়ে আনার যে ডাক স্টার্মার দিয়েছেন, তা কনজারভেটিভদের উদ্দেশে কটাক্ষ বলে মনে করা হচ্ছে। ব্রিটেনের নবনিযুক্ত প্রধানমন্ত্রীর ভাষায়, 'রাজনীতিকে আমাদের জনসেবায় ফিরিয়ে আনতে হবে। প্রমাণ করতে হবে, মানুষের কল্যাণ করতে পারে রাজনীতি।' পরাজয় স্বীকারের পাশাপাশি কনজারভেটিভদের বিপর্যয়ের দায় নিজের কাঁধে তুলে নিয়েছেন সুনক। তিনি বলেন, 'আমি আপনাদের সবার রাগ টের পেয়েছি। আপনাদের হতাশা বুঝতে পেরেছি। স্পষ্ট সংকেত দিয়েছেন আমার ব্যর্থতা নিয়ে।'

দল হারলেও তিনি অবশ্য নিজের আসন রিচমন্ড অ্যান্ড নর্থ অ্যালারটন ধরে রেখেছেন। ৭১টি আসন পেয়ে ব্রিটেন পার্লামেন্টে তৃতীয় শক্তি হিসাবে উঠে এসেছে লিবারাল ডেমোক্র্যাটরা। ব্রিটেনে বৃহস্পতিবার ভোট হয় ব্যালট পেপারে। শুক্রবার ভোটগণনা শুরু হওয়ার পর বেলা গড়াতেই স্পষ্ট হয় একপেশে জয় নিশ্চিত লেবার পার্টির। ৯৮টি রাজনৈতিক দল এই ভোটে অংশগ্রহণ করেছিল। ৩৫টি দল মাত্র একটি করে আসনে লড়াই করেছে। অতীতের সব রেকর্ড ভেঙে প্রার্থী হয়েছিলেন ৪,৫১৫ জন। প্রতি আসনে গড়ে ৭ জন প্রার্থী ছিলেন।

দেশবাসীকে বিশ্বকাপ ট্রফি উৎসর্গ রোহিতের

ফাইনালের আগে চাপে ছিলাম, মোদির কাছে বিরাট স্বীকারোক্তি

নয়াদিল্লি ও মুম্বই, ৫ জুলাই : টিম ইন্ডিয়ার টি২০ বিশ্বকাপ জয় এখন ইতিহাস। সেই ইতিহাস গড়ার কারিগররা ইতিমধ্যেই নিজেদের বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। আপাতত বিশ্রামের মোডে ঢুকে পড়েছেন রোহিত শর্মা, বিরাট কোহলি, জসপ্রীত বুমরাহরা।

কিন্তু তার মধ্যেই বার্বাডোজ থেকে প্রথমে দিল্লি ও পরে মুম্বই- দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের বহু স্মৃতি পড়ে রয়েছে। ক্রিকেট নিয়ে আসমুদ্রহিমাচলের আবেগ নতুন কোনও তথ্য নয়। অতীতেও ভারতীয় দলের সাফল্যে এভাবেই আবেগে ভেসেছে গোটা দেশ। গতকাল রাতের মুম্বইতেও অতীতের সেলিব্রেশনের পুনরাবৃত্তি দেখা গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের চোখে যেমন দেখা গিয়েছে আনন্দাশ্রু। তেমনই টিম ইন্ডিয়ার সদস্যদের অনেকেই গতরাতের মুম্বইতে ট্রফি নিয়ে রাজকীয় সংবর্ধনার আসরে চোখের জল ধরে রাখতে পারেননি।

অধিনায়ক রোহিত এমনই আবেগে ভেসে মেরিন ড্রাইভে লাখো মানুষের জমায়েতে ঘোষণা করে দিয়েছেন, বিশ্বকাপ ট্রফি ভারতবাসীর। আবেগের সাগরে ভেসে হিটম্যান বলেছেন, 'এই বিশ্বকাপ ট্রফি গোটা দেশের। ভারতের সব মানুষের। এই ট্রফি দেশবাসীকে উৎসর্গ করতে চাই আমি।' বার্বাডোজের মাটিতে টিম ইন্ডিয়ার অপরাজিত থেকে দ্বিতীয় কুড়ির বিশ্বকাপ ট্রফি জয় ভারতীয় ক্রিকেটের অন্দরের অনেক সমীকরণ বদলে দিয়ে গিয়েছে। রোহিত-বিরাটদের পাশে রবীন্দ্র জাদেজাও টি২০ ক্রিকেট থেকে অবসর নিয়ে ফেলেছেন। অতীতে এমন কখনও হয়নি যে, বিশ্বকাপ জয়ের পর সংশ্লিষ্ট দলের তিন সদস্য প্রাক্তনদের তালিকায় নাম লিখিয়ে ফেলছেন। এবার সেটাও দেখে ফেলেছে দুনিয়া। তাই ভারত অধিনায়ক রোহিত আবেগে ভেসে দেশবাসীকে বিশ্বকাপ ট্রফি উৎসর্গ করে বলে ফেলেছেন, 'বিশ্বকাপ জয়ের রাতটা যেমন কখনও ভুলতে পারব না। তেমনই ট্রফি নিয়ে

মুম্বইয়ে ট্রফি নিয়ে বৃহস্পতিবার রোহিত শর্মাদের শোভাযাত্রার ছবি তুলতে এক ভক্ত গাছে উঠে পড়েছিলেন। কোনওরকম অবলম্বন ছাড়াই তিনি হাত ছেড়ে ছবি তুলতে থাকেন। এই দৃশ্য দেখে ভয় পেয়ে যান রোহিত। বাস থেকেই তিনি সেই সমর্থককে বকা দেন।

মুম্বইয়ের এই উন্মাদনাও চিরকাল মনে থেকে যাবে। সেলিব্রেশনের এই রাতটা স্পেশাল।' এমন আবেগের মধ্যেই রাতে মুম্বইয়ে নিজের বাড়ি ফিরেও বিস্মিত হয়ে যান হিটম্যান। তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু, আত্মীয়রা মিলে গভীর রাতেও রোহিতের জন্য অপেক্ষা করছিলেন তাঁরই বাড়িতে। রোহিত ফেরার পর ফের একপ্রস্থ পার্টি শুরু হয়ে যায়।

অধিনায়ক রোহিত যখন দেশবাসীকে ট্রফি উৎসর্গ করে আপামর ভারতবাসীর হৃদয় জিতে নিয়েছেন নতুনভাবে। তেমনই টিম ইন্ডিয়ার অনেকেই তাঁদের মনের জানালা খুলেছেন। আর সেটা হয়েছিল গতকাল বার্বাডোজ থেকে দিল্লি ফেরার পর যখন ভারতীয় ক্রিকেট দল হাজির হয়েছিল প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির দরবারে। সেখানেই কোহলি প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে বিশ্বকাপ নিয়ে আলোচনার স্বীকার করে নিয়েছেন, ফাইনালের আগে প্রবল চাপে ছিলেন তিনি। আত্মবিশ্বাস তলানিতে ঠেকেছিল। প্রধানমন্ত্রীর দরবারে বিরাট স্বীকারোক্তির বিষয়টি আজ সামনে এসেছে। কোহলি বলেছেন, 'বিশ্বকাপের শুরু থেকে খুব একটা ছন্দে ছিলাম না। মনে হয়েছিল, নিজের ও দলের জন্য কি ঠিক কাজ করছি আমি। রবি ভাই (শাস্ত্রী) আমায় ভরসাও দিয়েছিলেন। কিন্তু তারপরও ফাইনালের আগে প্রবল চাপে ছিলাম। আত্মবিশ্বাস তলানিতে চলে গিয়েছিল। যদিও ফাইনালে ব্যাট হাতে কিছু সময় উইকেটে কাটানোর পর নিজের ছন্দও ফিরে পেয়েছিলাম।'

এদিকে, কোহলি-রোহিত-জাদেজাদের অবসরের পর ভারতীয় দলের সেরা বোলার জসপ্রীত বুমরাহও টি২০ ক্রিকেটকে বিদায় জানাতে পারেন, গত কয়েকদিন ধরেই এমন জল্পনা চলছিল। গতরাতে বুমরাহ নিজেই সেই জল্পনা শেষ করে দিয়ে জানিয়েছেন, আপাতত তাঁর কোনও ফর্ম্যাটের ক্রিকেটকেই বিদায় জানানোর কোনও পরিকল্পনা নেই।

খেলায় আজ

১৯৫৭ : প্রথম আফ্রো-আমেরিকান হিসেবে উইম্বলডনে চ্যাম্পিয়ন হলেন আলথিয়া গিবসন। মহিলাদের সিঙ্গলসের ফাইনালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের তারকা ৬-৩, ৬-২ গেমে হারিয়েছেন ডার্লিন হার্ডকে।

সেরা অফবিট খবর

মেসিদের টেক্কা দিয়েছেন রোহিতরা

টি২০ বিশ্বকাপ জিতে দেশে ফেরার পর রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলিদের দেখতে দিল্লি বিমানবন্দরে মানুষের ঢল নেমেছিল। একই ছবি দেখা যায় মুম্বইয়েও। যা দেখে আফগানিস্তানের উইকেটরক্ষক রহমানুল্লাহ গুরবাজ বলেছেন, 'লিওনেল মেসির আর্জেন্টিনার বিশ্বকাপ জয়ের পর বুয়েন্স আইরেসে ভিকট্রি প্যারেডকেও ছাপিয়ে গিয়েছে মুম্বই।'

ভাইরাল

ভক্তের টি-শার্ট হার্দিকের হাতে

ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়ামে বন্দে মাতরম গাইছিলেন টিম ইন্ডিয়ার সদস্যরা। সুর মেলাচ্ছিল পুরো স্টেডিয়াম। সেই সময় হাওয়ায় এক ভক্তের টি-শার্ট ভাসতে ভাসতে এসে পৌঁছায় হার্দিক পান্ডিয়ার হাতে। শার্টটি ধরেই তিনি মাটিতে ফেলে দেন। জসপ্রীত বুমরাহ তখন হার্দিকের পেছনেই ছিলেন। এই ঘটনায় তিনি জোরে জোরে হাসতে শুরু করেন।

স্পোর্টস কুইজ

১. বলুন তো ইনি কে?

২. কার নেতৃত্বে জিম্বাবোয়েতে প্রথম ওডিআই সিরিজে জয় পায় ভারত?

■ উত্তর পাঠান এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বরে ৯৩৩৯৬৮৬৭৫৯। আজ বিকাল ৫টার মধ্যে। ফোন করার প্রয়োজন নেই। সঠিক উত্তরদাতার নাম প্রকাশিত হবে উত্তরবঙ্গ সংবাদে।

সঠিক উত্তর

১. কুলদীপ যাদব, ২. চিলি।

সঠিক উত্তরদাতারা

বিস্ময়কুমার সাহা, স্নেহাশিস রায়চৌধুরী, শম্ভু দত্ত, দেবোপর্ণা চক্রবর্তী, সৃঞ্জয় চক্রবর্তী, অলিভিয়া চক্রবর্তী, সবুজ উপাধ্যায়, শিবেন্দ্র বীর, প্রদীপকুমার মুহুরি, জনি দে, মালা পাসোয়ান, দেবাশী নন্দী, মিঠুন সরকার, অয়নিকা সরকার, শুভরঞ্জন সরকার, দেবর্ষি সরকার, স্বপ্না সরকার, মৈনাক সমাজদার, সায়ন, নিবেদিতা হালদার, রনি মৃণাল দে, নীলরতন সরকার, রুয়েল আলম, সমরেশ বিশ্বাস, নীলেশ সরকার, অমৃত হালদার, শুভম দেব, নির্মল সরকার, আকাশ ভট্টাচার্য, অসীম হালদার।

বাগানে নিশ্চিত আলবার্তো

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : স্কটিশ ডিফেন্ডার টম অ্যালড্রেডের পর এবার দ্বিতীয় বিদেশি ডিফেন্ডারের নামও ঘোষণা করে দিল মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। স্প্যানিশ সেন্টার ব্যাক আলবার্তো রডরিগেজের সঙ্গে কথাবার্তা আগেই উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর পাঠকদের জানানো হয়েছে। তাঁর সঙ্গে চুক্তি পাকা হওয়ার কথা এদিন জানিয়ে দিল মোহনবাগান।

গত মরশুমে গোল খাওয়ার এবং ডিফেন্ডারদের চোট-আঘাত সমস্যা ভুগিয়েছে মোহনবাগানকে। তাই এবার আগে থেকেই বাড়তি সতর্ক নতুন কোচ হোসে মোলিনা। তিনি রক্ষণ আঁটোসাঁটো করতেই দ্বিতীয় বিদেশি ডিফেন্ডার নিয়ে নিলেন শুরুতেই। ইন্দোনেশিয়ার পার্সিব বানডং থেকে এলেন তিনি। স্প্যানিশ লিগে আগে খেলেছেন। ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি উচ্চতার রডরিগেজ সেট পিসে দক্ষ বলে জানিয়েছেন মোহনবাগান কর্তৃপক্ষ। মোলিনা জানিয়েছেন, 'আলবার্তো নিজের শক্তি ও আগ্রাসী মনোভাব নিয়ে রক্ষণ সামলাতে পারে। সঙ্গে দারুণভাবে আক্রমণও তৈরি পারে। দুই পা'ই কার্যকরী। গত মরশুমে ইন্দোনেশিয়ায় নিজের ক্লাবকে চ্যাম্পিয়ন করানোয় আলবার্তোর গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা ছিল। আমাদের প্রস্তাবে সাড়া দিয়ে ও এসেছে বলে আমরা খুশি।'

সদ্য বাগানে যোগ দেওয়া এই ডিফেন্ডার বলেন, 'ইন্ডিয়ান সুপার লিগের খেলা আমি দেখেছি। লিগে মোহনবাগানের দাপটও দেখেছি। এখানকার সমর্থকদের আবেগও আমার আসার অন্যতম কারণ।'

ফুলের পাপড়ি বিছিয়ে রোহিত শর্মাকে বাড়িতে অভ্যর্থনা জানানো হল।

বাড়ি ফিরে স্ত্রী ও বোনের সঙ্গে সূর্যকুমার যাদব।

দূর থেকে উৎসবে 'শামিল' অশ্বীনও

গর্বে বুক ভরে গিয়েছে : শাহরুখ

মুম্বই, ৫ জুলাই : বৃহস্পতিবার বলিউড নগরীতে কার্যত জনসমুদ্র।

চ্যাম্পিয়নদের বরণে মেরিন ড্রাইভ, ওয়াংখেড়ে স্টেডিয়াম চত্বর জনারণ্য। প্রিয় তারকাদের একঝলক দেখার তাগিদ। রোহিত ব্রিগেডের যে সাফল্যে গর্বের সুর প্রধানমন্ত্রীর গলায়। গর্বিত গোটা দেশ। বলিউড বাদশা শাহরুখ খানও।

বিশ্বজয়ীদের উদ্দেশ্যে আবেগঘন বার্তায় সেকথাই জানিয়েছেন তিনি। মুম্বইয়ে দলকে ঘিরে উন্মাদনার মাঝেই রোহিতদের উদ্দেশ্যে সামাজিকমাধ্যমে কিং খানের দীর্ঘ পোস্ট। যেখানে শাহরুখ লিখেছেন, 'ওদের দেখে দারুণ খুশি আমি। গর্বে আমার বুক ভরে গিয়েছে। ভারতীয় হিসেবে দলকে এই উচ্চতায় পৌঁছে যেতে দেখা আমাদের কাছে অবিশ্বাস্য মুহূর্ত। লাভ ইউ অল মাই টিম ইন্ডিয়া।'

হুডখোলা বাসে শহর পরিক্রমার পর ঐতিহাসিক ওয়াংখেড়েতে সংবর্ধনা। সেখানেও নাচে-গানে উৎসবে মেতেছিলেন বিশ্বজয়ীরা। কখনও শাহরুখের সিনেমার বিখ্যাত 'চাক দে ইন্ডিয়া' গানে পা মেলানো তো কখনও সবাই মিলে গাইলেন 'বন্দে মাতরম'।

রাতভর উৎসবের কথা শাহরুখের টুইটে। অভিনন্দন জানিয়েছেন ভারতীয় ক্রিকেট বোর্ড, জয় শাহ সহ পুরো বিসিসিআই টিমকে। কিং খান তুলে ধরেন বাইশ গজে রোহিত ব্রিগেডের গর্জনের নেপথ্যে ঘাম ঝরানোর সাপোর্ট স্টাফদের অক্লান্ত পরিশ্রমকেও।

> গতকাল মুম্বইয়ের ভারতীয় দলের বিজয়োৎসবের ছবি, ভিডিও দেখে মন ভরে গিয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। আগামীতেও যা বজায় থাকবে। আবারও তোমাদের জন্য গর্বিত।
>
> **শাহরুখ খান**

ওয়াংখেড়ের উৎসবের রাতে নস্টালজিক রবিচন্দ্রন অশ্বীন। উসকে দিচ্ছিল ২০১১-র সোনালি রাতের স্মৃতি। সেদিন দলের সঙ্গে ভিকট্রি ল্যাপ দিয়েছিলেন মাহি ব্রিগেডের অন্যতম সদস্য অশ্বীনও। গতকাল দূর থেকে যে দৃশ্য দেখে মন ভরালেন। সতীর্থদের প্রতি আবেগি বার্তায় নিজের সেই অনুভূতি তুলেও ধরেন পাঁচশো টেস্ট উইকেটের মালিক।

কিং খানের সুর টেনেই অশ্বীনও লিখেছেন, 'গতকাল মুম্বইয়ের ভারতীয় দলের বিজয়োৎসবের ছবি, ভিডিও দেখে মন ভরে গিয়েছে। ক্রীড়াক্ষেত্রে ভারতের অবদান অনস্বীকার্য। আগামীতেও যা বজায় থাকবে। আবারও তোমাদের জন্য গর্বিত।'

কোহলিদের জার্সিকে অবসরের দাবি রায়নার

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মাদের সম্মান জানিয়ে দুইজনের জার্সিকে অবসরে পাঠানো উচিত। অতীতে শচীন তেন্ডুলকার, মহেন্দ্র সিং ধোনিদের অবসরের পর এহেন পদক্ষেপ করেছিল ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড। বিরাট-রোহিতেরও সেই সম্মান প্রাপ্য। দাবি সুরেশ রায়নার।

টি২০ ক্রিকেটকে দুইজনে আলবিদা জানিয়েছেন। রায়না চান, আগামীদিনে রোহিত (৪৫), বিরাটের (৪৫) নম্বর লেখা জার্সি পরে আর কোনও ভারতীয় ক্রিকেটার যেন খেলতে না নামেন। বলেছেন, 'ভারতীয় ক্রিকেটকে সবকিছু দিয়েছে ওরা। অসংখ্য সাফল্য উপহার দিয়েছে। অবদানকে সম্মান জানিয়ে বিরাট, রোহিতের ১৮, ৪৫ নম্বর জার্সিকে অবসরে পাঠানোর এটাই

সানির নজরে 'সেরা' ক্যাপ্টেন রোহিত

সঠিক সময়। প্রতিটি তরুণ ক্রিকেটার অনুপ্রেরণা পাবে ওদের জার্সি থেকে।'

এদিকে, বিশ্বজয়ী ভারতীয় দলের নজরকাড়া পারফর্মারের তকমা রোহিতকে দিচ্ছেন সুনীল গাভাসকার। গোটা টুর্নামেন্টে বল হাতে আগুন ঝরিয়েছেন জসপ্রীত বুমরাহ। যখনই দল কঠিন পরিস্থিতিতে, উদ্ধার করেছেন। ফাইনাল দ্বৈরথেও ডেথে বুমরাহর দুই ওভার বদলে দেয় ম্যাচের রং। ইমপ্যাক্ট রেখেছেন হার্দিক পান্ডিয়া, অক্ষর প্যাটেলরা। তবে সানির চোখে নজরকাড়া পারফর্মার নেতা রোহিতই। তাঁর যুক্তি, যথার্থ অর্থেই চ্যাম্পিয়ন ভারতীয় দল। যোগ্য হিসেবে প্লেয়ার অফ দ্য টুর্নামেন্ট জসপ্রীত বুমরাহ। তবে ভারতীয় দলের বিশ্বকাপ-শোয়ের মূল কারিগর রোহিতই। অসাধারণ নেতৃত্ব। কঠিন পরিস্থিতিতেও সবসময় ইতিবাচক। কখনও কাঁধ ঝুঁকে পড়েনি।

গাভাসকার আরও বলেছেন, 'পরিস্থিতিকে যেভাবে সামলেছে, তা প্রশংসার দাবি রাখে। যখন ভারতীয় দল চাপের মধ্যে ছিল, তখনও রাশ আলগা হতে দেয়নি। ঠান্ডা মাথায় সামলেছে। এই কারণেই আমার কাছে নজরকাড়া পারফরমেন্স রোহিতের অধিনায়কত্ব।'

'তরুণ ব্রিগেডের' আজ নয়া দৌড়

জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে বিরাট-রোহিতহীন ভারত

হারারে, ৫ জুলাই : তেরোর গেরো পেরিয়ে ফের বিশ্বসেরার মুকুট। উৎসবের পারদ স্বভাবতই গগনচুম্বী। বৃহস্পতিবার চ্যাম্পিয়নদের গণ সংবর্ধনায় গোটা মুম্বই রাস্তায়। ঘোর সহজে কাটার নয়। বিশ্বজয়ের ঘোরের মধ্যেই ভারতীয় টি২০ দল দাঁড়িয়ে পালাবদলের পর্বে।

মুম্বই থেকে কয়েক হাজার মাইল দূরের হারারেতে আগামীকাল সেই লক্ষ্যেই নয়া দৌড়ে শুভমান গিলের ইয়ং ব্রিগেড। পাঁচ ম্যাচের সিরিজের প্রথম টক্করে প্রতিপক্ষ আয়োজক জিম্বাবোয়ে, যারা টি২০ বিশ্বকাপের টিকিট না পাওয়ার ব্যর্থতা ঝেড়ে ঘরের মাঠে ঘুরে দাঁড়াতে মরিয়া।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা, রবীন্দ্র জাদেজা- বিশ্বজয়ীর তকমা নিয়ে কুড়িকুড়ি ফরম্যাটকে আলবিদা জানিয়েছেন। যার অর্থ, বিশ্বজয়ী ভারতীয় একাদশে তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান শূন্য। যা পূরণের চ্যালেঞ্জ টিম ম্যানেজমেন্টের। অপরদিকে নতুনরা মুখিয়ে থাকবে সেই শূন্য জুতোয় পা গলাতে।

দল ও ব্যক্তিগত- অনেক অঙ্ক, হিসেব মেলানোর হাতছানি লো-প্রোফাইল ভারত-জিম্বাবোয়ে দ্বৈরথে। রাজধানী শহরের হারারে স্পোর্টস গ্রাউন্ডে শনিবার সিরিজের প্রথম ম্যাচ। নয়া ভারতীয় একাদশের চেহারা কী হতে চলেছে, অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, বি সাই সুদর্শন, রিঙ্কু সিংরা কতটা প্রস্তুত বিরাট-রোহিতদের শূন্য পূরণে, এমনই একঝাঁক প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে।

সিকান্দার রাজার নেতৃত্বাধীন জিম্বাবোয়ের জন্য পায়ের নীচ থেকে সরে যাওয়ার মাটি পুনরুদ্ধারের সিরিজ। পালাবদলের পর্বের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ আফ্রিকার প্রতিবেশী দেশটিও। একঝাঁক আনকোরা ক্রিকেটারদের ভিড়ে দলের মুখ, ভরসা রাজাই (গত এক বছরে ৬৮৮ রান ও ২২টি উইকেট নিয়েছেন)। কোচ জাস্টিন স্যামোন্সের কথায়, সিকান্দারের উপস্থিতি দলের জন্য 'আশীর্বাদ'।

দ্বিতীয় সারির দল হলেও ফেভারিট শুভমান গিলরাই। রুতুরাজ গায়কোয়াড়, রিঙ্কু সিং, ধ্রুব জুরেল, ওয়াশিংটন সুন্দর, রবি বিষ্ণোই, খলিল আহমেদ, মুকেশ কুমার--- ছোট্ট আন্তর্জাতিক কেরিয়ারে ইতিমধ্যেই ছাপও রেখেছেন। ছাপ রাখার অপেক্ষায় অভিষেক শর্মা, রিয়ান পরাগ, তুষার দেশপান্ডে, হর্ষিত রানা, সাই সুদর্শনরা।

টিম জিম্বাবোয়ের জন্য সহজ হবে না। বিশেষত, বিরাট-রোহিতদের শূন্যতা পূরণে 'ইঁদুর দৌড়ে' মরিয়া রিয়ান, অভিষেকদের বাড়তি তাগিদ চাপে রাখবে প্রতিপক্ষকে। আবহাওয়াতে বন্ধুত্বের হাতছানি। শীতের আমেজ। পারদ ১১-১২ ডিগ্রির আশপাশে। বৃষ্টির কোনও সম্ভাবনা নেই।

২০২৬-এ ভারতের মাটিতে পরবর্তী টি২০ বিশ্বকাপ। তার আগে ৩৬টি টি২০ ম্যাচ পাচ্ছে ভারত। নতুনভাবে দল গড়তে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ। বাড়তি নজর রিয়ান, অভিষেকদের দিকে। শুভমান গিল প্রাক ম্যাচ সাংবাদিক সম্মেলনে জানিয়ে দিয়েছেন, অভিষেক শর্মার সঙ্গে তিনি ওপেন করবেন। রুতুরাজ নামবেন তিন নম্বরে।

অনভিজ্ঞ মিডল অর্ডারে ভরসা জোগানো এবং ফিনিশারের গুরুভার রিঙ্কুর কাঁধে। বিশ্বকাপ দলে রিঙ্কুর অনুপস্থিতিতে বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল। বিশ্বজয়ের স্পর্শে সেই সব আপাতত ঠান্ডাঘরে। তবে রিঙ্কুর জন্য জবাবি মঞ্চ। দ্বিতীয় উইকেটকিপার-ব্যাটার হিসেবে সঞ্জু স্যামসনকে চ্যালেঞ্জে ফেলতে প্রস্তুত ধ্রুব জুরেল, জিতেশ শর্মা।

জিতেশ টি২০ ফরম্যাটে ইতিমধ্যেই অভিষেক করেছেন। ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে টেস্ট সিরিজের অন্যতম আবিষ্কার ছিলেন ধ্রুব। পেস ব্রিগেডে অভিজ্ঞ খলিল আহমেদ, আবেশ খান, মুকেশ কুমার। স্পিন বিভাগে ওয়াশিংটন সুন্দর ও রবি বিষ্ণোই। শিবম দুবে যোগ দেওয়ার আগে অলরাউন্ডার পজিশনে সাফল্যের রথ ছোটাতে চাইবেন ওয়াশিংটন। বিশ্ব ক্রিকেটে একটা কথা প্রচলিত-- ভারত চাইলে একসঙ্গে একাধিক দল খেলাতে পারে। ক্রিকেটীয় গভীরতা এতটাই। রাজকীয় ক্রিকেটে শুভমান ব্রিগেড যে দাবির মর্যাদা রাখতে পারে কি না, চোখ থাকবে।

জিম্বাবোয়ে বনাম ভারত

প্রথম টি২০

সময় : বিকেল ৪.৩০ মিনিট

স্থান : হারারে

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

সম্মুখসমরে

ম্যাচ ৮

ভারতের জয় ৬

জিম্বাবোয়ের জয় ২

'মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে সবাই'

ওপেনিংই টার্গেট গিলের

হারারে, ৫ জুলাই : গত আইপিএলে প্রথমবার অধিনায়কত্বের স্বাদ পেয়েছেন।

এবার জাতীয় দলের গুরুভার। সিনিয়ারদের অনুপস্থিতিতে ইয়ং ব্রিগেড নিয়ে আগামীকাল জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে পাঁচ ম্যাচের সিরিজে নেমে পড়বেন। তার প্রাক্কালে অধিনায়ক শুভমান গিলের গলায় টিমগেমের কথা।

প্রাক-সিরিজ সাংবাদিক সম্মেলনে শুভমান জানান, আইপিএলে নেতৃত্ব দেওয়ার অভিজ্ঞতা কাজে লাগাবেন। দলে একঝাঁক স্কিলফুল প্লেয়ার। অধিনায়ক হিসেবে তার ফোকাস থাকবে দলকে একত্রিত করে সবাইকে আত্মবিশ্বাস জোগানো।

ভরসা রাখছেন তরুণ ব্রিগ্রেডে। বিশ্বাস, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটের অভিজ্ঞতার সুযোগ চেটেপুটে নেবে সতীর্থরা। শুভমান বলেছেন, 'একেবারে আলাদা দল। বেশিরভাগ তরুণ। তাদের মধ্যে আমি নিজেও। অনেকের এখনও অভিষেক হয়নি। সেদিক থেকে অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ, মঞ্চ এই সফর।'

> ওপেনিংই আমার পছন্দের জায়গা। ওখানেই খেলতে চাইব। তবে বিরাটভাই, রোহিতভাই লেজেন্ড। ভারতীয় ক্রিকেটের আইডল। ওদের অনুসরণ নয়, নিজের মতো করে এগোতে চাই।
>
> **শুভমান গিল**

ওপেনিং জুটিতে দুই বন্ধু শুভমান-অভিষেক শর্মা। সাংবাদিক সম্মেলনে তা পরিষ্কারও করে দিলেন অধিনায়ক শুভমান। জানান, রুতুরাজ তিন নম্বরে খেলবেন। প্রতিপক্ষকে নিয়ে সমীহের সুর। সাবধানি শুভমানের মতে, ২ বছর আগে ওডিআই সিরিজ খেলতে এসে কড়া চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছিল।

থাকছে জিম্বাবোয়ের পরিস্থিতি, পরিবেশের সঙ্গে দ্রুত মানিয়ে নেওয়াও। শুভমানের কথায়, আলাদা টাইমজোন। পরিবেশেও বিস্তর তফাত। তবে গত কয়েকটা নেট সেশনে অনেকটাই প্রস্তুতি সেরে রেখেছেন। সমস্যা হবে না।

বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মার বিদায়ে টপ অর্ডারে একাধিক শূন্যস্থান। শুভমানের লক্ষ্য ওপেনিংয়ে নিজের জায়গা পাকা করে নেওয়া।

বলেও দিলেন, 'ওপেনিংই আমার পছন্দের জায়গা। ওখানেই খেলতে চাইব। তবে বিরাটভাই, রোহিতভাই লেজেন্ড। ভারতীয় ক্রিকেটের আইডল। ওদের অনুসরণ নয়, নিজের মতো করে এগোতে চাই।'

মুখে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়লেন রিচা

চেন্নাই, ৫ জুলাই : ভারত সফরে প্রথমবার জয়ের মুখ দেখল দক্ষিণ আফ্রিকা। ওডিআই এবং টেস্ট ম্যাচে উপর্যুপরি হারের ধাক্কা সামলে প্রথম টি২০ ম্যাচে তারা ১২ রানে জয় পেল। ব্যর্থ হয়ে গেল জেমিমা রডরিগেজের (৩০ বলে অপরাজিত ৫৩) অসাধারণ প্রয়াস। ১৫.৩ ওভারে পূজা বস্ত্রকারের বোলিংয়ে তাজমিন ব্রিটসের (৫৬ বলে ৮১) ক্যাচ ধরতে গিয়ে মুখে আঘাত পেয়ে মাঠ ছাড়েন রিচা ঘোষ। তাঁর পরিবর্তে ইনিংসের বাকি সময়ে উইকেটকিপিং করেন উমা ছেত্রী। রিচার কনকাশন সাব হিসেবে সজীবন সাজানাকে আনা হয়। যদিও তিনি ব্যাটিং বা বোলিং কোনওটাই করেননি। ভারতীয় ফিল্ডারদের ক্যাচ মিসের সুযোগ দক্ষিণ আফ্রিকা ৪ উইকেটে ১৮৯ রান তুলে নেয়। ক্যাচ মিসের তালিকায় নাম রয়েছে রিচারও। ৪৫ রানে থাকার সময় ব্রিটসের উঁচু ক্যাচ ধরার জন্য যথেষ্ট সময় তাঁর হাতে থাকলেও ঠিকঠাক পজিশন নিতে পারেননি। শেষবেলায় ডাইভ দিয়ে মরিয়া চেষ্টা করতে গিয়ে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে আঘাত লাগে তাঁর। রানতাড়ায় নেমে ভারত আটকে যায় ৪ উইকেটে ১৭৭ রানে আটকে যায়।

ইডেনে 'ধন্যবাদ কলকাতা' শুটিং করলেন গম্ভীর

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুলাই : মুম্বইয়ের মেরিন ড্রাইভে গতরাতে রোহিত শর্মার টিম ইন্ডিয়া যখন খোলা বাসে বিশ্বকাপ ট্রফি নিয়ে পরিক্রমা চলছিল, সেই সময় তিনি হাজির হয়েছিলেন কলকাতায়।

একেবারে গোপনে। সঙ্গে ছিলেন ম্যানেজার ও ঘনিষ্ঠ এক বন্ধু। টিম ইন্ডিয়ার হবু কোচ গৌতম গম্ভীরের কলকাতায় হাজির হওয়ার খবর স্পষ্টভাবে জানা যায় আজ দুপুরের দিকে, যখন তিনি আচমকাই হাজির হন ইডেন গার্ডেন্সে। পরে প্রায় তিন ঘণ্টারও বেশি সময় টিম ইন্ডিয়ার হবু কোচ কাটিয়ে যান ক্রিকেটের নন্দনকাননে। করেন শুটিংও। জানা গিয়েছে, টিম ইন্ডিয়ার কোচের দায়িত্ব নেওয়ার আগে গত ২৬ মে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি জয়ী কলকাতা নাইট রাইডার্সের মেন্টর ইডেনের সাজঘর, মাঠ ও সামনের লনে শুটিং করেছেন। যে শুটিংয়ের মধ্যে দিয়ে গম্ভীর দুনিয়ার নানা প্রান্তে ছড়িয়ে থাকা নাইট সমর্থকদের পাশে থাকার জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানিয়েছেন বলে খবর। ভারতীয় দলের হেড স্যরের দায়িত্ব পাওয়ার পর কেকেআরের মেন্টর থাকবেন না গম্ভীর। তাই সবার অলক্ষ্যেই আজ ইডেনে 'ধন্যবাদ কলকাতা' শুটিং করে গেলেন ভারতীয় ক্রিকেট দলের হবু কোচ।

আচমকা কলকাতায় হাজির হয়ে ইডেনে গম্ভীরের শুটিং যদি চমক নম্বর এক হয়, তাহলে আরও একটি চমক থাকছে কলকাতা ও বাংলার ক্রিকেটপ্রেমীদের জন্য। বড় অঘটন না হলে আগামী ২৩ জুলাই কেকেআর দল কলকাতায়

২৩ জুলাই নাইটদের সংবর্ধনার সম্ভাবনা

শুটিং শেষে ইডেন গার্ডেন্সে গৌতম গম্ভীর। কলকাতায় শুক্রবার।

হাজির হচ্ছে তিন নম্বর আইপিএল ট্রফি জয় উদযাপন করতে। মিচেল স্টার্ক, আন্দ্রে রাসেল, সুনীল নারায়ণ, ফিল সল্ট, রহমানুল্লাহ গুরবাজের মতো নাইট সংসারের বিদেশি তারকাদের ২৩ জুলাইয়ের ইডেনে থাকার সম্ভাবনা কম। তবে নাইটদের স্কোয়াডে থাকা ভারতীয় ক্রিকেটারদের প্রায় সবাই সেদিন কলকাতায় থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ারেরও থাকার কথা। দলের মেন্টর তথা টিম ইন্ডিয়ার হবু কোচ গম্ভীরও ২৩ জুলাই ফের ইডেনে হাজির হতে চলেছেন বলে খবর। কেকেআরের একটি সূত্রের দাবি, সিএবি ও রাজ্য সরকারের তরফে ২৩ জুলাই ক্রিকেটের নন্দনকাননে সংবর্ধনা দেওয়া হবে নাইটদের।

আগামী ডিসেম্বরে ২০২৫ সালের আইপিএলের জন্য মেগা নিলাম রয়েছে। তিন-চারজনের বেশি ক্রিকেটার কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দলই ধরে রাখতে পারবে না। তাই আগামীর ভাবনা শুরুর আগে চ্যাম্পিয়ন দলকে সংবর্ধিত করতে চাইছে কেকেআর। চেন্নাইয়ে শ্রেয়সরা খেতাব জয়ের পরই টি২০ বিশ্বকাপের আবহে ঢুকে পড়েছিল ভারতীয় ক্রিকেট। তাই ২৩ জুলাই পুরো দলকে সংবর্ধনা দেওয়ার পরিকল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে। এর মধ্যে গম্ভীর টিম ইন্ডিয়ার হেড কোচ হয়ে গেলে তাঁকেও আলাদাভাবে সংবর্ধনা দেওয়া হবে ২৩ জুলাইয়ের ইডেনে।

মেসির পেনাল্টি মিস ■ ডিবুর দাদাগিরি

সেমিতে আর্জেন্টিনা

দলের খেলায় অখুশি স্কালোনি

আর্জেন্টিনা – ১ (লিসান্দ্রো)
ইকুয়েডর – ১ (কেভিন)

(পেনাল্টি শুটআউটে ৪-২ গোলে জয়ী আর্জেন্টিনা)

হাউস্টন, ৫ জুলাই : পেনাল্টি শুটআউটে গোল করতে ব্যর্থ লিওনেল মেসি। কিন্তু কোপায় আর্জেন্টিনাকে জীবিত রাখল সেই এমিলিয়ানো মার্টিনেজের বিশ্বস্ত হাত। কাতার বিশ্বকাপ ফাইনালের পর ফের ডিবুর দস্তানায় ভর করে কোপা আমেরিকার সেমিফাইনালে বিশ্বচ্যাম্পিয়নরা।

ম্যাচে সেরা ফুটবলটা উপহার না দিলেও বিশ্বচ্যাম্পিয়নরাই শুরুতে এগিয়ে যায়। ৩৯ মিনিটে মেসির নেওয়া কর্নার থেকে অ্যালেক্সিস ম্যাক অ্যালিস্টারের ব্যাকহেডে লিসান্দ্রো মার্টিনেজ পেলে হেডে প্রথম আন্তর্জাতিক গোলটি করে ফেলেন এই সেন্টারব্যাক। তবে ম্যাচের সংযুক্তি সময়ের শেষ লগ্নে নাটকের শুরু। ডান প্রান্ত দিয়ে আর্জেন্টাইন বক্সে ভাসানো সেন্টার মাথা ছুঁইয়ে ইকুয়েডরকে ম্যাচে ফেরান সুপার সাব কেভিন রডরিগেজ। এর মিনিট দশেক আগে ইকুয়েডর পেনাল্টিও পায়। তবে তা পোস্টে মেরে বসেন অধিনায়ক এনার ভ্যালেন্সিয়া।

শুটআউটে আর্জেন্টিনার প্রথম স্পটকিক পানেনকা শটে গোলরক্ষককে বোকা বানাতে গিয়ে বারে মেরে বসেন লিও। সেইমুহূর্তে আর্জেন্টাইন সমর্থকদের মনে ২০১৬ সালের কোপা ফাইনালের ফ্ল্যাশবাক নিশ্চয়ই এসেছিল। তবে সেবার তেকাঠির তলায় ছিলেন না এমিলিয়ানো নামক চরিত্র। তিনি এক চরিত্রই বটে। পেনাল্টি মারার আগেই বিপক্ষ খেলোয়াড়ের ভাবনা বিশেষ ক্ষমতাবলে বুঝে ফেলেন। ইকুয়েডরের প্রথম দুইটি স্পটকিক

> এই জয় একেবারেই উপভোগ করিনি। আমাদের গোলরক্ষক এগিয়ে না এলে কী হত, কে জানে। তবে কোপার শেষ চারে ওঠা অবশ্যই বড় সাফল্য।
>
> **লিওনেল স্কালোনি**
> আর্জেন্টাইন কোচ

বাঁচিয়ে জনপ্রিয় 'ডিবু ডান্স' করেন। ঠিক যেমনটা করেছিলেন কাতার বিশ্বকাপে কিংসলে কোমানের স্পটকিক রোখার পর। স্পটকিক থেকে গোল করে মেসির ভুল ঢেকে দেন হুলিয়ান আলভারেজ, অ্যালেক্সিস ম্যাক আলিস্টার, গঞ্জালো মন্টিয়েল ও নিকোলাস ওটামেন্ডি।

মাঠে হোক বা বাইরে, তাঁর ঔদ্ধত্য একইরকম। তাই দুই বছরের ব্যবধানে ফের দেশের ত্রাতা হয়ে বলেছেন, 'শুটআউটের আগে সতীর্থদের বলেছিলাম, বাড়ি ফেরার জন্য আমি এখনও তৈরি নই। ওরাও ছিল না। আমরা লাতিন আমেরিকার সেরা দল হওয়ার পাশাপাশি বিশ্বচ্যাম্পিয়ন। কোপা থেকে এত তাড়াতাড়ি বিদায় নেওয়ার দল আমরা নই। গ্যালারিতে উপস্থিত সমর্থক ও আমরা পরিবারের জন্য কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েছিলাম। ম্যাচে আমরা তাঁদের প্রত্যাশামতো খেলতে না পারলেও আমরা জিতেছি।'

তিনি কেবল শোম্যানই নন, পরিসংখ্যান বলছে পেনাল্টি সেভ করার ব্যাপারে তাঁর জুরি মেলা ভার। দেশের জার্সিতে ২৪টি পেনাল্টির ৯টি সেভ করেছেন তিনি। ৩টি তেকাঠিতে ছিল না। অর্থাৎ সাফল্যের শতকরা হার ৫০ শতাংশ! নিয়মিতভাবে এই কাজটি কীভাবে করেন তিনি? উত্তরে এমিলিয়ানোর মন্তব্য, 'এর জন্য দিনে ৫০০ বার পেনাল্টি বাঁচানোর অভ্যাস করি। দেশের জন্য নিজেকে এমন উচ্চতায় নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করি যাতে অন্যতম শ্রেষ্ঠদের মধ্যে আসতে পারি।'

ডিবুর প্রশংসায় পঞ্চমুখ মেসি বলেন, 'আমি জানতাম ডিবু পারবে। ও এইধরনের মুহূর্তগুলির অপেক্ষাতেই থাকে। ওর নিজের ওপর বিশ্বাস ছিল। এমনকি ম্যাচের আগেও মজা করে বলেছিল, যদি পেনাল্টি শুটআউটে ম্যাচ গড়ায়, তাহলে আমরা যেন চাপ না নিই।'

ফুটবলাররা যখন উৎসবে মত্ত, তখন আর্জেন্টাইন কোচ লিওনেল স্কালোনির মুখ ভার। দলের খেলায় যে তিনি অখুশি, তাঁর শরীরী ভাষাই তা বলে দিচ্ছিল। ম্যাচের পর নিজেই তেমনটা জানিয়ে বলেন, 'এই জয় একেবারেই উপভোগ করিনি। আমাদের গোলরক্ষক এগিয়ে না এলে কী হত, কে জানে। তবে কোপার শেষ চারে ওঠা অবশ্যই বড় সাফল্য।' শেষ চারে নীল-সাদা ব্রিগেডের প্রতিপক্ষ হবে আরেক কোয়ার্টার ফাইনালে কানাডা বনাম ভেনেজুয়েলা ম্যাচের জয়ী দল।

টাইব্রেকার মিস করেছিলেন লিওনেল মেসি। দলের জয়ের পর স্বস্তি নিয়ে ডিবুকে জড়িয়ে ধরলেন তিনি। হাউস্টনে শুক্রবার।

টাইব্রেকারে দুইটি সেভ করে উচ্ছ্বাস এমিলিয়ানো মার্টিনেজের।

নিজের সিদ্ধান্তে ক্ষুব্ধ মেসি

হাউস্টন, ৫ জুলাই : দুইজনের মধ্যে কয়েক হাজার কিলোমিটার ব্যবধান। তবুও ফুটবল ঈশ্বরের অদ্ভুত লিলায় ফ্রেমবন্দি আবেগগুলি সেই দূরত্ব মুছে দিল।

কয়েকদিন আগেই ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো পেনাল্টি নষ্ট করায় ইউরো স্বপ্ন ধাক্কা খেতে বসেছিল পর্তুগালের। তবে পেনাল্টি শুটআউটে রক্ষাকর্তার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন দিয়েগো কোস্তা। শুক্রবার ম্যাচে না হলেও কোপায় ম্যাচ শেষে তাঁকে জড়িয়ে মেসির উচ্ছ্বাসও রোনাল্ডো-কোস্তার আলিঙ্গনের মুহূর্তটিকে বারবার মনে করাচ্ছিল।

পানেনকা পেনাল্টি অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ। ঠিকভাবে বল চিপ করতে না পারলেই বিপদ। কোপার শেষ আটের মতো মঞ্চে মেসির এই পেনাল্টি মারার সিদ্ধান্ত কতটা সঠিক ছিল, সেই নিয়ে ফুটবলবিশ্বে তর্জা চলছে। তবে পানেনকা পেনাল্টি মারার সিদ্ধান্ত তিনি ম্যাচের আগেই নিয়ে ফেলেছিলেন। এমনটা জানিয়ে বলেন, 'সুযোগ পেলে পানেনকা পেনাল্টি মারার পরিকল্পনা করেই নেমেছিলাম। এই টেকনিকে গোল করা নিয়ে নিজের ওপর আস্থাও ছিল। এই নিয়ে আমাদের দুই গোলরক্ষক ডিবু (এমিলিয়ানো মার্টিনেজ) ও রুলির (জেরোনিমো রুলি) সঙ্গে আগাম আলোচনাও করেছিলাম। কিন্তু মিস করার পর নিজের ওপর খুবই রাগ হচ্ছিল।' এদিনের পর এমন পরিস্থিতিতে লিও ফের পানেনকা মারার ঝুঁকি নেন কিনা, সেটাই দেখার।

সাম্বার ঝলক নাকি নুনেজদের দাপট

নেভাদা, ৫ জুলাই : এটাই হয়তো কোপার সবচেয়ে হাইভোল্টেজ ম্যাচ। একদিকে দুরন্ত ছন্দে থাকা মার্সেলো বিয়েলসার উরুগুয়ে। অন্যদিকে প্রত্যাবর্তনের স্বপ্নে বিভোর থাকা ব্রাজিল। যে ম্যাচটিকে অনেকে দুই কোচের মগজাস্ত্রের লড়াই বলেও মনে করছেন। বিয়েলসার স্পর্শে যেন প্রাণ ফিরে পেয়েছে উরুগুয়ে। এই প্রতিযোগিতায় গ্রুপপর্বে রীতিমতো দাপট নিয়ে খেলেছে তারা। অন্যদিকে ডোরিভাল জুনিয়ার এখনও ব্রাজিল দলকে গুছিয়ে উঠতে পারেননি। গ্রুপপর্বে দ্বিতীয়স্থান নিয়ে পরবর্তী রাউন্ডে উঠেছেন ভিনিসিয়াস জুনিয়াররা।

এমনিতেই ব্রাজিলকে চেনা ছন্দে পাওয়া যায়নি। তার ওপর কার্ড সমস্যার জন্য খেলবেন না ব্রাজিলের প্রাণভোমরা ভিনিসিয়াস। ফলে উরুগুয়ের বিরুদ্ধে খেলতে নামার আগে সমস্যায় ব্রাজিল। তাই উরুগুয়ের বিরুদ্ধে হয়তো কিশোর এনড্রিককে খেলাতে পারেন ডোরিভাল জুনিয়ার। সেক্ষেত্রে লেফট উইংয়ে রডরিগোর শুরু করার সম্ভাবনা বেশি। তবে ব্রাজিল কোচ ডোরিভাল জুনিয়ারের তুরুপের তাস হতে পারেন সাভিনহা। গ্রুপপর্বে দারুণ নজর কেড়েছেন তিনি।

চিন্তার ভাঁজ উরুগুয়ে কোচ বিয়েলসার কপালেও। নির্ভরযোগ্য মিডিও ম্যাক্সমিলিয়ানো আরাউহো চোটের জন্য ব্রাজিলের বিরুদ্ধে খেলবেন না। তবে তাঁকে স্বস্তি দিচ্ছে ডারউইন নুনেজের বিধ্বংসী ফর্ম। শেষ আটটি আন্তর্জাতিক ম্যাচের সাতটি গোল করেছেন তিনি। সেই সঙ্গে ফেডেরিকো ভালভার্দে, রোনাল্ড আরাউহোর মতো ফুটবলাররা ছন্দে রয়েছেন। তাই কাজটা কিন্তু কঠিন হতে চলেছে এডার মিলিটাওদের।

কোপা আমেরিকায়

কলম্বিয়া বনাম **পানামা**
সময় : রবিবার ভোর ৩.৩০ মিনিট
স্থান : গ্লেনড্যাল

উরুগুয়ে বনাম **ব্রাজিল**
সময় : রবিবার সকাল ৬.৩০ মিনিট
স্থান : নেভাদা

ডেমিরালকে ছাড়াই আজ ডাচ চ্যালেঞ্জে তুর্কিরা

বার্লিন, ৫ জুলাই : কাতার বিশ্বকাপের মরক্কোকে মনে করাচ্ছে তুরস্ক। চলতি ইউরো কাপে 'আন্ডারডগ' হয়ে একের পর এক অঘটন ঘটিয়ে কোয়ার্টার ফাইনালে জায়গা করে নিয়েছে তুর্কিরা। এবার তাদের সামনে নেদারল্যান্ডস।

২০০৮ সালের পর তুরস্কের কাছে ইউরোর সেমিফাইনালে ওঠার হাতছানি। তার আগে ধর্মসংকটে পড়েছেন তুরস্ক মাঝমাঠের কান্ডারি ফের্ডি কাদিওগ্লু। টুর্নামেন্টে এখনও পর্যন্ত ধারাবাহিকভাবে ভালো খেলা কাদিওগ্লুর জন্ম নেদারল্যান্ডসের আর্নহেমে। সেদেশেই জুনিয়ার স্তরে ফুটবল খেলে তাঁর উঠে আসা। পিতা তুর্কি হওয়ায় কিশোর অবস্থাতেই তুরস্কে পাড়ি দেওয়া। যদিও জন্মভূমির সঙ্গে যোগ থেকেই গিয়েছিল। পেশাদার ফুটবলে হাতেখড়ি সেই নেদারল্যান্ডসেই।

তাই ম্যাচের আগে মিশ্র প্রতিক্রিয়া নিয়ে ফের্ডি বলেছেন, 'খুব ভেবেচিন্তেই তুরস্কের হয়ে খেলার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এর আগে কাছের মানুষজনের সঙ্গে আলোচনাও করে নিয়েছিলাম। দুইটি দেশই আমার কাছে খুব প্রিয়। আমি সবসময় তুরস্ক ও নেদারল্যান্ডসকে সমর্থন করেছি। কিন্তু আমাকে যে কোনও একটি দেশ বাছতে হত। আমার জন্য ম্যাচটি বিশেষ হতে চলেছে।'

ডাচরা ফেভারিট হলেও তুরস্কের স্বপ্নের দৌড়কে যে অরেঞ্জ আর্মির সমীহ করা উচিত, সেই সতর্কতা দিয়ে ফের্ডি বলেছেন, 'নেদারল্যান্ডসের আমাদের ভয় পাওয়া উচিত। আপনারা দেখেছেন কীভাবে প্রতিটি ম্যাচে আমরা নিজেদের উজাড় করে দিই। রক্ষণ জমাট রাখার পাশাপাশি আক্রমণেও আমরা খুবই ধারালো। সেইসঙ্গে দ্বাদশ ব্যক্তি হিসাবে আমাদের সমর্থকরা রয়েছেন।'

ফের্ডির কথার রেশ ধরে বলতেই হবে তুরস্ক যেন অঘোষিত যুগ্ম আয়োজক। বার্লিন থেকে মিউনিখ, যেখানেই তারা খেলছে, সেখানেই কাতারে কাতারে তুরস্কের সমর্থক গ্যালারি ভরিয়ে শব্দব্রহ্ম তৈরি করছেন। যার সুবিধা উপভোগ করছে ইতালিয়ান কোচ ভিনসেঞ্জো মন্টেলার দল। এই শব্দব্রহ্ম উপেক্ষা করে সেরাটা দেওয়াই চ্যালেঞ্জ নেদারল্যান্ডসের।

গ্রুপ পর্বে ডাচদের তেমন ছন্দে না পাওয়া গেলেও প্রি-কোয়ার্টার ফাইনালে রোমানিয়ার বিরুদ্ধে কর্তৃত্ব নিয়ে ৩-০ গোলে জয় অরেঞ্জ আর্মির এখনও পর্যন্ত সেরা পারফরমেন্স। প্রতিযোগিতা যত এগিয়েছে ততই ক্ষুরধার হয়েছেন কোডি গাকপো, জাভি সিমন্সরা। অন্যদিকে গ্রুপ পর্বের কেবল পর্তুগালের বিরুদ্ধে হার। তাছাড়া চার ম্যাচের তিনটিতে জিতে ছুটছে তুরস্ক। ১৯ বছর বয়সি তরুণ ফরোয়ার্ড আরদা গুলের প্রতিনিয়ত নজর কাড়ছেন। তবে কোয়ার্টারে নামার আগে তাদের জন্য একটি দুঃসংবাদ এসেছে। বিতর্কিত সেলিব্রেশনের জন্য ডিফেন্সের স্তম্ভ ও প্রি-কোয়ার্টারে অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করে নায়ক মেরিহ ডেমিরাল দুই ম্যাচের জন্য নিবাসিত। ডেমিরালের না থাকায় অবশ্যই সুবিধা পাবেন মেম্ফিস ডিপেরা। খাতায়-কলমে ডাচরা ফেভারিট হলেও ইউরোয় এখনও পর্যন্ত তুরস্কের বিরুদ্ধে জিততে পারেনি তারা। ২০১৬ সালে প্রতিযোগিতার যোগ্যতা অর্জন পর্বে দুইবারের সাক্ষাতে একবার ড্র ও একবার হেরেছিল নেদারল্যান্ডস।

ফেভারিট তকমার সম্মান রাখার প্রস্তুতিতে নাথান একে, মেম্ফিস ডিপেরা। বার্লিনে।

ইউরো কাপে আজ

ইংল্যান্ড বনাম **সুইৎজারল্যান্ড**
সময় : রাত ৯.৩০ মিনিট
স্থান : ডুসেলডর্ফ

নেদারল্যান্ডস বনাম **তুরস্ক**
সময় : রাত ১২.৩০ মিনিট
স্থান : বার্লিন

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

এখনই নির্বাসন নয় বেলিংহামের

ফেভারিট ইংল্যান্ড, হুংকার সুইসদের

ডুসেলডর্ফ, ৫ জুলাই : শনিবারই কি সুইসদের ৩৬ বছরের অপেক্ষার অবসান ঘটবে? সুযোগ রয়েছে জারদান শাকিরিদের কাছে। কারণ, তিন দশকেরও বেশি সময় ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে একটিও আন্তর্জাতিক ম্যাচ জিততে পারেনি সুইৎজারল্যান্ড।

চলতি ইউরোয় ইংল্যান্ডের পারফরমেন্স আহামরি নয়। তার ওপর দলের তারকা মিডিও জুডে বেলিংহামের নির্বাসনের আশঙ্কা ঘুম উড়িয়েছিল ব্রিটিশ সমর্থকদের। তবে কোয়ার্টার ফাইনালে নামার আগে থ্রি লায়ন্স শিবিরে সুসংবাদ। এখনই নির্বাসিত হবেন না বেলিংহাম। তাঁর নির্বাসন এক বছরের জন্য স্থগিত রাখা হয়েছে। শেষ ষোলোয় স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে বিতর্কিত অঙ্গভঙ্গি করার জন্য শাস্তির মুখে পড়তে পারতেন রিয়াল তারকা।

ইংল্যান্ডের মতো প্রতিযোগিতায় এখনও অপরাজিত সুইসরা। গ্রুপপর্বে জার্মানির বিরুদ্ধে ১-১ গোলে ড্র দলটার শরীরীভাষাই পালটে দিয়েছে। শেষ ষোলোয় গতবারের চ্যাম্পিয়ন ইতালিকে উড়িয়ে তারা প্রমাণ করেছে, সহজে হাল ছাড়ার দল রেড আর্মিরা নয়। সুইস ডিফেন্ডার ম্যানুয়েল আকাঞ্জির নেতৃত্বে 'সুইসগেট' নামে জনপ্রিয় তাদের রক্ষণভাগ সত্যি ওয়াটার টাইট। এখনও পর্যন্ত মাত্র তিনটি গোল হজম করেছে তারা। তবে জাকার নেতৃত্বে আক্রমণভাগ অন্যান্যবারের তুলনায় এবার আরও বেশি ক্ষুরধার। চার ম্যাচে ৭ গোল! তাই সুইস কোচ মুরাত ইয়াকিন হুংকারের সুরে বলেছেন, 'জার্মানির বিরুদ্ধে আমরা ভালো খেলেছিলাম। ইতালিকে হারিয়ে আমরা এই পর্যায়ে উঠেছি। আগে যদি বড় দলগুলোকে হারিয়ে থাকি, তাহলে ইংল্যান্ডকে কেন হারাতে পারব না?' পাশাপাশি এও বলেন, 'দল ফুরফুরে মেজাজে রয়েছে। সামনে কঠিন চ্যালেঞ্জ অপেক্ষা করছে। আশা করি ইংল্যান্ড আমাদের হালকাভাবে নেবে না।'

ইংল্যান্ডের রক্ষণ নিয়েই যত সমস্যা। চোটের কারণে স্লোভাকিয়ার বিরুদ্ধে শেষ ষোলোর ম্যাচে মাঠ ছাড়তে বাধ্য হয়েছিলেন কিয়েরান ট্রিপিয়ার। এই ম্যাচে তাঁকে পাওয়া যাবে কিনা সে নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তাছাড়া লিউক শ এখনও ফিট নন।

সম্মুখসমরে

ম্যাচ ২৭
ইংল্যান্ডের জয় ১৯
সুইৎজারল্যান্ডের জয় ৩
ড্র ৫

ফিটনেস নিয়ে চিন্তা ভুলে লিউক শ হালকা মেজাজে বেলিংহামের সঙ্গে।

প্যারিস অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়া খেলোয়াড়দের সঙ্গে আলাপচারিতা শুরুর আগে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি।

২০৩৬ অলিম্পিক আয়োজন করতে চায় ভারত

চুরমা না পেয়ে মোদির অভিযোগ নীরজকে

নয়াদিল্লি, ৫ জুলাই : ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজন করতে চলেছে ভারত। আর তাই আসন্ন প্যারিস অলিম্পিকে যাওয়া খেলোয়াড়দের মতামত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে বলে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। শুক্রবার প্যারিস অলিম্পিকে সুযোগ পাওয়া খেলোয়াড়দের নিজের বাসভবনে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁদের কাছে প্রধানমন্ত্রী আর্জি জানালেন প্যারিসের ব্যবস্থাপনার দিকে নজর রাখতে। সেই অভিজ্ঞতা ভারতের ২০৩৬ সালে অলিম্পিক আয়োজনে বিশেষ কাজে দেবে। প্রধানমন্ত্রী এদিন বলেছেন, 'আশা করছি ২০৩৬ অলিম্পিক আমরা সফলভাবে আয়োজন করতে পারব। এর মাধ্যমে দেশে খেলাধুলার পরিবেশ গড়ে উঠবে। পরিকাঠামো তৈরির কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে।' প্রধানমন্ত্রীর অফিসের তরফে আয়োজিত এই সৌজন্যমূলক

> ইভেন্টের মাঝে আমি আপনাদের কিছু করতে বলব না। তবে যখন আপনারা সময় পাবেন অলিম্পিকের ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করবেন। আপনাদের পরামর্শই ২০৩৬ অলিম্পিকের বিড করার সময়ে দেশের কাজে দেবে।
>
> **নরেন্দ্র মোদি**
> প্যারিসে অংশগ্রহণকারী ভারতীয় খেলোয়াড়দের উদ্দেশ্যে

সাক্ষাৎকারে উপস্থিত ছিলেন পুরুষ হকি দল, শুটিং দল, বক্সাররা সহ নীরজ চোপড়ারা। প্রধানমন্ত্রী ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য এবং ভারতীয় অলিম্পিক সংস্থার প্রধান পিটি ঊষা। সেখানে মোদি বলেছেন, 'ইভেন্টের মাঝে আমি আপনাদের কিছু করতে বলব না। তবে যখন আপনারা সময় পাবেন অলিম্পিকের ব্যবস্থাপনা লক্ষ্য করবেন। আপনাদের পরামর্শই ২০৩৬ অলিম্পিকের বিড করার সময়ে দেশের কাজে দেবে।' ২০২০ অলিম্পিকে জ্যাভলিন থ্রোয়ে সোনাজয়ী নীরজ চোপড়ার সঙ্গে রসিকতা করতেও দেখা গিয়েছে মোদিকে। মজার সুরে নীরজকে মোদি বলেন, 'আমার চুরমা কিন্তু এখনও পাইনি'। জবাবে নীরজ বলেন, 'এবারে আপনাকে হরিয়ানার আসল চুরমা খাওয়াব স্যর। গতবারে তো দিল্লির চিনিভরা খাইয়েছিলাম'। প্রত্যুত্তরে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্য, 'তোমার মায়ের হাতের চুরমা খাওয়াতে হবে।'

চোখের জলে বিদায় মারের

লন্ডন, ৫ জুলাই : 'খেলা চালিয়ে যেতে চাইলেও শরীর সায় দিচ্ছে না। এটা সত্যিই খুব কঠিন কাজ। আমি খেলাটাকে এতটাই ভালোবাসি যে চিরকাল খেলে যেতে চাই। কিন্তু শারীরিকভাবে সেটা আর সম্ভব নয়।' আবেগে গলা বুজে আসছিল দুইবারের উইম্বলডন জয়ী অ্যান্ডি মারের। যিনি বড় ভাই জেমি মারেকে সঙ্গে নিয়ে ৬-৭ (৬/৮), ৪-৬ গেমে হারলেন অস্ট্রেলিয়ার জন পিয়ার্স ও রিঙ্কি হিজিকাতার কাছে।

১৯৯৫ সালের পর প্রথমবার ডাবলসের প্রথম রাউন্ডের ম্যাচ আয়োজন করা হল উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টে। কারণ, ঘরের ছেলে মারে তিন সপ্তাহের কঠিন লড়াইয়ে চোট-আঘাতকে হারিয়ে নেমেছিলেন প্রিয় উইম্বলডনে। মারের তিনটি গ্র্যান্ড স্ল্যামের মধ্যে দুইটিই (২০১৩, ২০১৬) এসেছে উইম্বলডনে। ২০১২ লন্ডন অলিম্পিকে মারে সোনা জেতেন উইম্বলডনের সেন্টার কোর্টেই। তাই ম্যাচের পর জায়েন্ট স্ক্রিনে দেখান মারের কেরিয়ারের বিভিন্ন মুহূর্তের

বিদায় সিতসিপাসের

মন্তাজ। যে ভিডিও দেখে মারের চোখ ভিজে আসছিল বারবার। অন্যদিকে দর্শকরা করতালিতে ভরিয়ে দিচ্ছিলেন তাঁকে। গ্যালারিতে উপস্থিত ছিলেন মারের পরিবার এবং নোভাক জকোভিচ, ইগা সোয়াতেক, মার্টিনা নাভ্রাতিলোভারা। চোট প্রসঙ্গে মারে বলেছেন, 'সময়ের সঙ্গে যেন এক অসম লড়াই চলছিল আমার। আমি খুশি শেষ পর্যন্ত দাদার সঙ্গে খেলতে পেরেছি। হয়তো আমার সেরাটা দিতে পারিনি কিন্তু আপ্রাণ চেষ্টা করেছি। আমার মতে শেষটা ভালোই হল।'

সিঙ্গলসের দ্বিতীয় রাউন্ডে স্টেফানোস সিতসিপাস ৬-৭ (৬/৮), ৬-৭ (১০/১২), ৬-৩, ৩-৬ ব্যবধানে ইমিল রুসুভৌরির কাছে হেরে প্রতিযোগিতা থেকে বিদায় নিয়েছেন। মহিলাদের সিঙ্গলসে ক্যারোলিন ওজনিয়াকি ৬-৩, ২-৬, ৭-৫ ব্যবধানে হারিয়েছেন অ্যানি ফার্নান্ডেজকে। ডাবলস থেকে দ্বিতীয় রাউন্ডে ছিটকে গিয়েছেন ইউকি ভামরি ও আলবানো অলিভেট্টি। ৬-৪, ৪-৬, ৩-৬ গেমে তাঁরা হেরে যান জার্মানির কেভিন ক্রাউইৎজ ও টিম কুৎজের বিরুদ্ধে।

খেলতে খেলতেই মৃত্যু বাংলাদেশি গ্র্যান্ড মাস্টারের

ঢাকা, ৫ জুলাই : বাংলাদেশের জাতীয় দাবা প্রতিযোগিতার ১২তম রাউন্ডে গ্র্যান্ড মাস্টার এনামুল হোসেন রাজীবের মুখোমুখি হয়েছিলেন শীর্ষ বাছাই জিয়াউর রহমান। ঘণ্টাতিনেক খেলার পর হঠাৎ করেই জিয়াউর লুটিয়ে পড়েন। তাঁর সাহায্যে দ্রুত এগিয়ে এসেছিলেন এনামুল সহ বাকি প্রতিযোগী ও কর্মকর্তারা। সঙ্গে সঙ্গেই জিয়াউরকে শাহবাগের ইব্রাহিম কার্ডিয়াক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে নিয়ে যাওয়ার পর দ্রুত তাঁর চিকিৎসা শুরু করে দেওয়া হয়। বাংলাদেশ দাবা ফেডারেশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় ১৫ মিনিট ধরে চিকিৎসকরা তাঁর পালস খুঁজে পাননি। পরে চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, হাসপাতালে নিয়ে আসার আগেই গ্র্যান্ড মাস্টার জিয়াউরের মৃত্যু হয়েছে।

অঞ্জলি জুয়েলার্স

সবার জন্য

GET IT ON Google Play
Download on the App Store

অঞ্জলি জুয়েলার্স অ্যাপ ইনস্টল করুন ও সহজেই অনলাইনে কেনাকাটা করুন

QR কোড স্ক্যান করে Website থেকে গয়না কিনুন

নতুন শোরুমঃ কাটোয়া - ৪/১, কাছারি রোড, গোয়েঙ্কা মোড়, কাটোয়া, পূর্ব বর্ধমান - ৭১৩১৩০, ফোন: ৬২৯২৩ ৩৪২৭৩

গোলপার্ক - ০৩৩ ২৪৬০ ০৫৮১/২৪৪০ ৮৬৩৬ শোভাবাজার - ৮৩৩৭০ ৩৭৬৭৭, ৭৮৯০০ ১৭৭৬৫ সল্টলেক বি ই - ০৩৩ ২৩২১ ২৭৮৬/২০৫৭ সল্টলেক এইচ এ - ০৩৩ ২৩২১ ৮৩১০/১১ বেহালা - ০৩৩ ২৪৪৫ ৫৭৮৪/৮৫ হাওড়া পঞ্চাননতলা - ০৩৩ ২৬৪২ ৪৬৪০/৪১ বারাসাত ডাকবাংলো মোড় - ০৩৩ ২৫৮৪ ৭১৩৯/৪২ শিলিগুড়ি আশ্রম পাড়া - ৯৮৩৬০ ০১০১৮, ৯৮৩৬৪ ৩৫৩৫৪ বৌবাজার - ০৩৩ ২২৬৪ ১১৯৫ বহরমপুর - ৭৫৯৬০ ৩২৩১৫ গড়িয়া - ০৩৩ ২৪৩০ ০৪৩৮ হালিশহর কাঁচরাপাড়া বাগ মোড় - ০৩৩ ২৫৮৫ ৪৪৫৫, ৯৮৩০৭ ০১০৬২ চুঁচুড়া খড়ুয়া বাজার ঘড়ির মোড় - ০৩৩ ২৬৮০ ০৬০৪ বড়িশা (শীলপাড়া) - ০৩৩ ২৪৯৬ ১০২৯/৩৩ বর্ধমান - ০৩৪২ ২৬৬৫৫৫৬, ৯০৮৩৪ ৭২৮৪২ হাবড়া - ০৩২১৬ ২৩৮ ৬২৪/২৬ সোদপুর - ০৩৩ ২৫৬৫ ৫৩৫৩/৫৪, ৭৫৯৬০ ৩২৩২০ শ্রীরামপুর - ০৩৩ ২৬৫২ ০৩৬০, ৯৮৩০৩ ৫৭৪৫০ মালদা - ০৩৫১২ ২২১১০৮, ৬২৯২২ ৬৮৬৫৫ দুর্গাপুর - ৮০১৭০ ১২২৮৬/৮৭ তেঘরিয়া (বাগুইআটি) - ৬২৯২২ ১০২০৮ মেদিনীপুর (পশ্চিম) - ০৩২২২ ২৬৫৩৩৪/২৬৪৭৩৪ কৃষ্ণনগর - ৯৮৩০৬ ১১৯৯৭, ৯০৭৩৯ ৩৪৩৬৪ কাঁথি - ০৩২২০ ২৫৮০০১, ০৩২২০ ২৫৮০০২ আসানসোল - ৮১৫৯০ ৪১৪২০ আরামবাগ - ৬২৯২২ ৬৪৮৪৪ নয়াদিল্লি - ০১১ ২৬২১ ০৩০১, ৯৩১১২ ৩০৬৭১ আউটলেটঃ শিয়ালদহ স্টেশন - ৬২৯২২ ৬৮৬৫৪ এছাড়া আমাদের আর কোন শাখা নেই।

Gifty উপহার দেওয়ার সেরা ও সহজ মাধ্যম | গয়না কিনুন অনলাইনে, www.anjalijewellers.in - এ | anjalijewellerskolkata anjalijewellersbharat anjalijewellers@anjalijewellers | আমাদের ফলো করুন:

Page29/AJ/0724

অটুট ৩৬ বছরের পরম্পরা

স্পেন-২ (ওলমো ও মেরিনো)
জার্মানি-১ (উইর্ৎজ)

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ৫ জুলাই : জার্মান জেদ বনাম স্প্যানিশদের দর্শনীয় ফুটবল! শেষপর্যন্ত জয় আবেগের ও তারুণ্যের। ৩৬ বছর ধরে ইউরো কাপে চলে আসা পরম্পরা রক্ষা করে জার্মানির বিরুদ্ধে অপরাজেয় তকমা ধরে রাখল স্পেন। আয়োজক দেশ জার্মানিকে ১-২ গোলে হারিয়ে স্পেন সেমিফাইনালে চলে গেল।

সেমিফাইনালে স্পেন

১১৮ মিনিটে মিকেল মেরিনোর গোলটা হল সেই সময়ের সম্পূর্ণ খেলার বিপরীতে। ড্যানি ওলমো গোল করলেন এবং করালেন। তাঁর মাপা ক্রসে মেরিনোর হেডই সেমিফাইনালের রাস্তা তৈরি করে দিল স্পেনের জন্য। আর ৫২ মিনিটে তাদের প্রথম গোলটা দুর্দান্ত। কিশোর প্রতিভা লামিনে ইয়ামালের নিখুঁত মাইনাসে পরিবর্ত ওলমোর ডান পায়ের প্লেসিং আটকানোর ক্ষমতা ম্যানুয়েল ন্যুয়েরের মতো গোলরক্ষকেরও ছিল না। ৮৮ মিনিটে ম্যাচে ফেরা জার্মানদের। জোশুয়া কিমিচের থেকে পাওয়া বলে বক্সের মধ্যে দাঁড়িয়ে ফ্লোরিয়ান উইর্ৎজের শট পোস্টে ধাক্কা খেয়ে চলে যায় গোলে। এর আগে ও পরে নিকলাস ফুলক্রুগ ও মুলারের সুযোগ নষ্ট না হলে তখন তারা ম্যাচটা জিতে যায়। ম্যাচে ফেরার পর অতিরিক্ত সময়েও মুলার-উইর্ৎজরা বারবার পরীক্ষা করেছেন উনাই সিমোনেকে। ১০৬ মিনিটে মার্ক কুকুরেলার হাতে জামাল মুসিয়ালার শট লাগলেও রেফারি পেনাল্টি দেননি স্প্যানিশ ডিফেন্ডারের হাত শরীরের কাছাকাছি ছিল বলে।

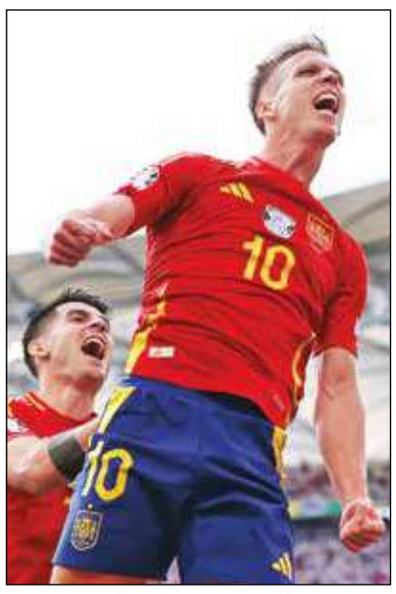

স্পেনকে এগিয়ে দিয়ে উল্লাস ড্যানি ওলমোর।

টনি ক্রুজ এদিন শুরু থেকেই প্রতিপক্ষের অন্যতম সেরা পেদ্রিকে মেরে বার করে দেওয়ার চেষ্টায় সফল। দুইবারের ট্যাকলের মধ্যে প্রথমটায় রেফারি লাল কার্ড দেখালেও বলার কিছু ছিল না। অথচ সেই ক্রুজকে রেফারি প্রথম হলুদ কার্ড দেখালেন ৬৭ মিনিটে ওলমোকে হাত ধরে টেনে ফেলে দেওয়ার জন্য। একাধিক ফাউল ও কার্ডের ব্যবহার বোঝায় কতটা বাড়তি উত্তেজনা নিয়ে নেমেছিলেন দুই দলের ফুটবলাররা। তবে শুধুই গাজোয়ারি ফুটবল নয় বরং জয়ের তাগিদও ছিল একইসঙ্গে। ফলে দুই অর্ধ ও অতিরিক্ত সময়েও প্রচুর সুযোগ তৈরির জন্য কৃতিত্ব দিতে হবে দুই দলকেই। সিমোন ও ন্যুয়ের, দুজনই ব্যস্ত থেকেছেন গোটা ম্যাচে। প্রথমার্ধেই কিমিচ ও হাভার্জের শট তিনি যেমন বাঁচান তেমনি ন্যুয়েরের কান ঘেঁষে বেরিয়েছে ইয়ামালের ফ্রি কিক বা নিকো উইলিয়ামস কী ওলমোর শট। বিরতির পর ফিরে এসেই ইয়ামালের থ্রু থেকে আলভারো মোরাতার শট বারের উপর দিয়ে উড়ে যায়।

শিলিগুড়ির পাসাংয়ের হাতে বধ মহমেডান

কালীঘাট মিলন সংঘ-২ (পাসাং-২)
মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব-১ (ইসরাফিল)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : যে মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে গত তিন মরশুম ধরে দেখতে অভ্যস্ত ফুটবলপ্রেমীরা, তার সঙ্গে এর কোনও মিল নেই। কলকাতা লিগের তৃতীয় ম্যাচেই কালীঘাট মিলন সংঘের কাছে ২-১ গোলে হারল সাদা-কালো শিবির।

গত ম্যাচে খিদিরপুরের বিরুদ্ধে ড্র করেছিল তারা। সেই ম্যাচের ভুল থেকে যে শিক্ষা নেয়নি মহমেডান, তা এদিনের খেলাতেই স্পষ্ট। ম্যাচের প্রথম ৬০ মিনিট রীতিমতো দাপিয়ে গেল কালীঘাট। ২৬ মিনিটে ডিফেন্ডার দীপু হালদার খোঁড়াতে খোঁড়াতে মাঠ ছাড়ার পর সাদা-কালো রক্ষণের বাঁধুনি আরও আলগা হয়ে যায়। ৩৭ মিনিটে প্রথম গোল পায় কালীঘাট। বাঁদিক দিয়ে তুষার বিশ্বকর্মার পাস থেকে ফিনিশ করেন পাসাং দোরজি তামাং। মিনিট পাঁচেক বাদে স্ট্রাইকার সাকিরুলের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে দ্বিতীয় গোলটি করেন তিনি। ভাগ্য ভালো থাকলে শিলিগুড়ির এই ছেলেটি হ্যাটট্রিকও করতে পারতেন। এদিন যতক্ষণ মাঠে ছিলেন, তাঁকে আটকাতে হিমসিম খেয়েছে সাদা-কালো শিবির। তবে সবথেকে উল্লেখযোগ্য ঘটনা, এদিন গোল করার পরে পাসাংকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানান মহমেডান সমর্থকরা।

দ্বিতীয়ার্ধে লালথানকিমা, রবিনসন সিংরা মাঠে নামতেই আক্রমণের ঝাঁঝ বাড়ে মহমেডানের। এইসময় ভীম মান্ডির নেতৃত্বে দুর্দান্ত পারফরমেন্স উপহার দেয় কালীঘাট রক্ষণ। ৮৩ মিনিটে তন্ময়ের ফ্রি কিক থেকে জটলার মধ্য দিয়ে একটি গোল শোধ করেন ইসরাফিল দেওয়ান। এদিন ম্যাচের পর কোচ হাকিমের স্ট্র্যাটেজি নিয়ে প্রশ্ন উঠে গেল। দলের পারফরমেন্সে সন্তুষ্ট নন ক্লাব কর্তৃপক্ষ। কোচ বদলেরও সম্ভাবনা উড়িয়ে দিচ্ছে না ক্লাব। সচিব ইস্তিয়াক আহমেদ রাজু বলেছেন, 'এখনই কিছু সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছে না। তবে এই পারফরমেন্স চলতে থাকলে আমাদের একটা সিদ্ধান্ত নিতে হবে।'

পাসাং দোরজি তামাং।

আইএসএল খেলাই লক্ষ্য তরুণ নায়কের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৫ জুলাই : তাঁর জোড়া গোলেই মহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবকে হারিয়ে কলকাতা লিগে অঘটন ঘটিয়েছে কালীঘাট মিলন সংঘ। ম্যাচের পর তাঁকে করতালি দিয়ে অভিনন্দন জানিয়েছেন মহমেডান সমর্থকরাও। কালীঘাটের সেই স্ট্রাইকার পাসাং দোরজি তামাং জানিয়েছেন, আইএসএল খেলাই লক্ষ্য তাঁর।

শিলিগুড়ির শহিদনগরের এই ছেলেটি এবারই প্রথম কলকাতা লিগে খেলতে এসেছেন। এর আগে শিলিগুড়ি লিগে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও মহানন্দা স্পোর্টিং ক্লাবের হয়ে খেলেছেন। দেশবন্ধুর হয়ে শিলিগুড়ি লিগের সর্বোচ্চ গোলদাতাও হয়েছেন পাসাং। এদিন মহমেডানের বিপক্ষে জোড়া গোল করার পর তিনি বলেছেন, 'দলকে জিতিয়ে খুব ভালো লাগছে। ৩ পয়েন্ট দরকার ছিল।' তিনি আরও যোগ করেন, 'এদিন প্রথম গোলের ক্ষেত্রে আমাকে পাস বাড়িয়েছিলেন শিলিগুড়িরই তুষার বিশ্বকর্মা। আমি এই দিনের পারফরমেন্স কোচ ও সতীর্থদের উৎসর্গ করছি।' ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো ও বাইচুং ভুটিয়ার ভক্ত পাসাং স্ট্রাইকারের পাশাপাশি উইংয়ে খেলতে স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করেন। নিজের লক্ষ্য সম্পর্কে বলেছেন, 'কলকাতা লিগে ভালো খেলে আই লিগে খেলা আমার লক্ষ্য। তারপর সেখান থেকে আইএসএলে খেলতে চাই।' আপাতত কালীঘাটের জার্সিতে আরও ভালো পারফরমেন্স করতে চান এই উদীয়মান ফুটবলার।